TO

JAMES PATTISON, Esq. Chairman.
WILLIAM WIGRAM, Esq. M. P. Deputy Chairman.

JACOB BOSANQUET, Esq.
Hon. WM. FULLARTON ELPHINSTONE,
JOSEPH COTTON, Esq.
CHARLES GRANT, Esq.
GEORGE SMITH, Esq. M. P.
EDWARD PARRY, Esq.
SWENY TOONE, Esq.
WILLIAM ASTELL, Esq. M. P.
JOHN INGLIS, Esq.
THOMAS REID, Esq.
JOHN BEBB, Esq.
CAMPBELL MARJORIBANKS, Esq.
JAMES DANIELL, Esq.
Hon. HUGH LINDSAY, M. P.
JOHN MORRIS, Esq.
ROBERT CAMPBELL, Esq.
JOHN GOLDSBOROUGH RAVENSHAW, Esq.
WILLIAM TAYLOR MONEY, Esq. M. P.
JOSIAS DU PRE ALEXANDER, Esq. M. P.
NEIL BENJAMIN EDMONSTONE, Esq.
JOHN LOCH, Esq.
CHARLES ELTON PRESCOTT, Esq.

DIRECTORS

FOR

MANAGING THE AFFAIRS

OF THE

Hon. United Company of Merchants of England

TRADING TO THE EAST-INDIES:

THIS WORK,

PREPARED UNDER THEIR PATRONAGE,

IS,

WITH GREAT DEFERENCE AND RESPECT,

DEDICATED BY

THEIR MOST OBEDIENT, AND
MOST HUMBLE SERVANT,

GRAVES CHAMNEY HAUGHTON.

East-India College, Hayleybury,
12th April, 1822.

PREFACE.
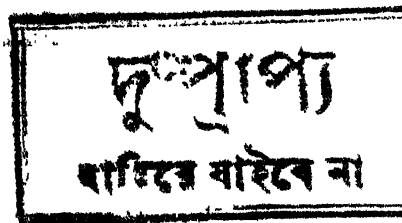
THE present publication has been prepared with the same view as the Bengálí Grammar lately laid before the publick. The same desire to facilitate the acquisition of a language so useful, and so extensively spoken, has been the cause which led to the printing of these Selections. To render them easy, to those who have to study the language in this country, translations are given; and the whole is followed by a Vocabulary of the words.

A very slight inspection of the Vocabulary will demonstrate how much the Bengálí language is indebted to its parent the Sanscrit. Of words derived from this source, scarcely any but verbs and pronouns are in the least corrupted. Of foreign words the admixture is very slight, being, perhaps, not above one word in forty. Hence even a slight acquaintance with the Sanscrit, will be found to be of the greatest service to any one learning this language. The same remark is equally applicable to the other Hindu dialects.

In turning the stories into English, the intention has been rather to assist the Student than to supersede the necessity of referring to the Vocabulary for the sense of every word; and yet, owing to the difference of idiom between the Bengálí and our own language, a general adherence to the turn of expression in the original has been sufficient to cramp the English version. To have essentially varied from the literal sense of the text, for the sake of rendering the English more idiomatick and easy, would have defeated the object for which it was undertaken.

It

It is hoped however that the translations will answer the purpose for which they were designed, namely, to enable the industrious student to gain a right knowledge of the force of the original, but in such a way as to be subordinate to the indispensable habit of referring to the dictionary.

The choice of stories has been guided by the desire of affording a variety of styles; and as the popular work called *The Tales of a Parrot*, contains the best specimens of the colloquial language, more than half the stories have been drawn from that source.

Considerable difficulty presents itself in selecting prose subjects from the Oriental languages, to be put in the hands of beginners. The most simple narrations are evidently those which will be most readily understood, as the connexion and unity of design in such compositions are extremely favourable to their being easily comprehended. These requisites, therefore, are a matter of the first importance in languages so dissimilar in structure and genius from those of Europe. But works possessing these advantages afford in other respects but little interest, as they are such as have been written for the entertainment of the most limited capacities,- for the populace, or for children. Eastern history, though possessing the essential excellence of impartial veracity, as far as this quality can depend upon the historian, is seldom, if ever, written in a simple and chaste manner becoming the dignity of the subject: and their poetry is, from various causes, generally too difficult: the love of hyperbole and far-stretched metaphor, and the many recondite conceits with which it usually abounds, unfit it, particularly, as a help to rudimental instruction. Hence, in selecting stories there is scarcely any thing like an intermediate style; it is but one step from the extravagant inventions, which delight the vulgar, to the wide wastes of metaphysicks, or the subtilely

curious

curious and often vain distinctions of dialecticks. And even here the line is not very accurately drawn by their writers; for the very same collection of popular stories will often be found to embrace fictions only fit for the entertainment of childhood, and matters which frequently transcend the comprehension of the most profound reasoner: a peculiarity marking a people of strong, but undisciplined, imaginations, and familiarly prone to abstract speculations. Yet it would be particularly unfair to judge of the intellectual powers of any people by works confessedly written to amuse the vulgar.

Whatever tends to facilitate our intercourse with the Natives of India, must be conducive to their intellectual and moral improvement, as well as to their worldly happiness; and it therefore becomes a matter of paramount importance, that the Company's Servants should be well acquainted with the language that may be vernacular within the range of their duties. Such elementary works as the present acquire, under this point of view, a degree of consequence that is not to be estimated by their intrinsick merit. What is rudimental should be easy; and what possesses this indispensible requisite can scarcely be deserving of much critical severity. If these stories can be made the means of facilitating the acquisition of the language, every design intended by their publication is fulfilled; and any deficiency of elegance or taste, either in the authors or the translator, will, it is hoped, be fully compensated by the evident utility of the work.

East-India College, Hayleybury,
12*th April*, 1822.

CONTENTS.

THE TALES OF A PARROT

FOUR STORIES TAKEN FROM THE COLLECTION

ENTITLED

THE STORIES OF THE THIRTY-TWO IMAGES OF VICRAMADITYA.

FOUR STORIES TAKEN FROM THE WORK

ENTITLED

THE TOUCHSTONE OF MEN.

॥ তোতইতিহাস ॥

॥ প্রথম ইতিহাস ॥

॥ ময়মুন্ জন্মও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ ॥

পূর্ব্ব কালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ্‌সুল্‌তান্ নামে এক জন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল। এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজির্ থাকিত। কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না। এইকারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ্‌সুল্‌তান্ ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন। যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্‌সুল্‌তান্ এক জন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজ

সভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন॥

আদ্দুসুল্‌তান্‌ সেই বালকের নাম ময়মুন্‌ রাখিয়া খোজেস্তা নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। তাহারদের স্ত্রী পুরুষ দুই জনেতে যথেষ্ট প্রীতি হইল। প্রতি দিন তাহারা একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থাকেন ও ভোজন করেন ও নিদ্রা যান। এক দিবস ময়মুন্‌ পাল্‌কিতে আরোহণ করিয়া বাজারের কৌতুক দেখিতে গেলেন বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জর হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ময়মুন্‌ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন যে এই তোতার মূল্য কত হইবেক। তোতা বিক্রেতা উত্তর করিলেক ইহার মূল্য মবলগে একসহস্র হূন্‌। ইহা শুনিয়া ময়মুন্‌ জবাব্‌ দিলেন যে জন বড় নির্ব্বোধ অজ্ঞান কিন্তু সেই জন এই এক মুষ্টি পাখা বিড়ালের এক গ্রাস কি এত মূল্য দিয়া ক্রয় করে। তৎক্ষণে তোতা বিবেচনা করিল যদি এই ধনবান বড় মনুষ্য আমাকে ক্রয় না করেন তবে আমার বড় দুর্দ্দশা হইবেক জ্ঞানী ও উত্তমেরদের সভাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়॥

তোতা ইহাই ভাবিয়া জবাব্‌ দিল ও হে যুবা রূপবান উপযুক্ত ধনবান শুন আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পাখা এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে উড়িতে পারি এবং সৎকথকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত থাকেন আর

আগত কল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি তাহার প্রমাণ এই শুন ৷ কাবল্ দেশহইতে সওদাগর এই দেশে সম্বুল্ ক্রয় করিতে আসিবেন অত এব তুমি এই দেশের সম্বুল্ সমস্ত কিনিয়া এক গৃহে জমা করিয়ারাখহ তবে এই বাণিজ্যেতে বিস্তর লাভ পাইবা ৷ - ময়মুন্ তোতার এই সব বাক্য শুনিয়া এক সহস্র হূন্ দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন ৷ পরে ময়মুন্ ঐ দেশের সমস্ত সম্বুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমস্ত সম্বুলের মূল্য কি হইবেক ৷ সম্বুল বিক্রেতারা কহিলেক যে এ সকল সম্বুলের দর দশসহস্র হূন্ হইবে ৷ ময়মুন্ তৎক্ষণাৎ আপন ভাণ্ডারহইতে দশসহস্র হূন্ দিয়া সকল সম্বুল্ ক্রয় করিয়া এক বাটীতে একত্র রাখিলেন ৷৷

তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথনানুযায়ী কাবল্ দেশহইতে সওদাগরেরা পঁহুছিয়া সকল স্থানেতে সম্বুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও সম্বুলের চিহ্ন না পাইয়া সেখানকার সওদাগরেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে আসিয়া পঞ্চাশ সহস্র হূন্ দিয়া সেই সমস্ত সম্বুল্ ক্রয় করিয়া লইয়া আপনারদের দেশে গমন করিলেন ৷৷

ময়মুন্ তোতার বাক্য যথার্থ পাইয়া বড় তুষ্ট হইয়া তোতার শরীরের একাকির ভর দূর হইবার জন্যে এক সারী পক্ষিণী ক্রয় করিয়া দুই

পক্ষিকে একত্র রাখিলেন ৷ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে আপন ২ জাতিতে প্রায় হয় তাহার নিদর্শন এই ৷

৷ কপোত কপোতের এবং বাজ বাজের সহিত উড়ে ৷

অত এব তোতাতে আর সারিতে একত্র থাকিয়া উভয়ে তুষ্ট রহিল ৷৷ —

এক দিবস ময়মুন্ খোজেস্তাকে কহিলেন যে কিছু কালের জন্য নদী আর বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু যাবৎ আমি বাহুড়িয়া না আইসি তাবৎ যখন তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি তোতা আর সারীকে জিজ্ঞাসা করিবা ইহারদের পরামর্শ আর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিও না ৷ এইরূপ কএক কথা কহিয়া ময়মুন্ বিদেশে গমন করিলেন ৷ ময়মুনের যাওনের পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদেতে বড় দুঃখিত চিত্ত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না আর ভোজন করিতেন না ৷ তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিতেন ৷ এই মতে ষষ্ঠ মাস গত হইল ৷৷

পরে এক দিবস খোজেস্তা স্নান এবং শরীরের লাবণ্য করিয়া অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতে ছিলেন ৷ ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার ভ্রমণার্থ ঐ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন খোজেস্তার সূর্য্যতুল্য বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন এবং খোজেস্তাও রাজপুত্রকে দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপ হইলেন ৷ তাহার

পর রাজার বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন যে এক রাত্রি চারি দণ্ডের কারণ আমার বাটীতে আইসেন তাহার বদলে লক্ষ হূন্ মূল্যের এক অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দিব। খোজেস্তা প্রথম স্বীকার করিলেন না পরে কুট্টনীর বহুবিধ ভুলানেতে সম্মত হইয়া উত্তর করিয়া পাঠাইলেন দিবসে গন্তব্য নয় অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি পঁহুছিব॥

পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী এবং সারী ও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক। ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে সারী নীতিবাক্য দ্বারাতে কহিলেক যে এ কর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্নাম হইবা আর লজ্জা পাইবা। খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন অত এব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ় করি ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীর হইতে ত্যাগ করিলেক সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জুর খালি পড়িয়া রহিল॥

পরে খোজেস্তা সেই কোপ থাকিতে২ তোতার নিকট পঁহুছিয়া আপন মনের কথা আর সারীর মরণের কথা বিস্তারিত করিয়া তোতাকে জ্ঞাত করাইলেন। তোতা জ্ঞানী জ্ঞাত হইয়া মনে বিচার করিলেক যে

যদ্যপি আমি সারীর মত বারণ করি তবে নিশ্চয় মরিব ৷—এই শঙ্কা প্রযুক্ত অতি কোমল বাক্যে খোজেস্তাকে তোতা কহিতেছে শুন খোজেস্তা সারী স্ত্রী পক্ষিণী কেন তুমি বিশেষ কথা তাহাকে কহিয়াছিলা সে অনুচিত করিয়াছ ৷ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে বিস্তর স্ত্রীজাতি নির্ব্বোধ হয় বিশেষ কথা সকল ইহারদের নিকট প্রকাশ করা উপযুক্ত নয় কিন্তু তুমি এখন এই জন্যে ভাবিত হইও না যাবৎ আমার প্রাণ শরীরে আছে তাবৎ তোমার কার্য্যেতে আমি চেষ্টা করিব এবং সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব কিন্তু ঈশ্বর ইহাই করেন যে এই সম্বাদ তোমার স্বামী শুনিয়া তোমার সহিত বিচ্ছেদ না করেন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতা যেমত তাহারদের পতি পত্নীতে মিলাইয়া দিয়াছিল তেমন আমি তোমারদের স্ত্রী পুরুষেতে প্রীতি ও মিলন করিয়া দিব ৷ খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ফরোখবেগের তোতার ইতিহাস কিপ্রকার তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ তবে আমি তোমাকে তুষ্ট হইব ৷৷

পরে তোতা কহিতে লাগিল এক দেশে ফরোখবেগ নামে এক সয়দাগর ছিলেন তাহার গৃহেতে এক জ্ঞানী তোতা থাকিত সয়দাগরের বিদেশ গমন উপস্থিত হইল ইহাতেই সেই সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবং আর২ দ্রব্য সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পণ করিয়া বাণিজ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে গেলেন এবং বাণিজ্যের কারণ সেখানে কিছু দিবস রহিলেন ৷৷

এখানে সয়দাগরের স্ত্রী এক মোগোলের পুত্রের সহিত প্রণয় করিয়া প্রতি দিবস তাহাকে রাত্রিতে আপন বাটীতে আনিয়া গৃহে এক শয্যাতে দুই জন প্রাতঃকালাবধি থাকিত ৷ তোতা ইহারদের কর্ম্ম দেখিয়া আর বাক্য শুনিয়া অন্ধ ও বধিরের ন্যায় থাকেন সার্দ্ধবৎসরের পরে সয়দাগর বাটী আসিয়া বিস্তারিত সকল সম্বাদ. তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোতা গৃহের আর ২ সমস্ত সম্বাদ সয়দাগরকে কহিল কিন্তু কেবল সেই স্ত্রীর মোগোল্‌পুত্রের সহিত মন্দ বিষয়ের কথা কহিল না তাহার কারণ এই কি জানি পাচে ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ হয় ৷ পরে দুই সপ্তাহ গতে সয়দাগর প্রতিবাসী লোকেরদের প্রমুখাৎ আপন স্ত্রীতে মোগোল্‌পুত্রের যে বিষয় হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া চমৎকৃত হইলেন এ সব পাপ কর্ম্ম কদাচ গোপনে থাকে না ৷ অতএব জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে কস্তুরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে পারে না কেননা কস্তুরীহইতে সৌরভ নির্গত হয় ও প্রীতি বাক্যেতে প্রকাশ হয় ॥

তারপর সয়দাগর আপন গৃহিণীর উপর বিরক্ত হইয়া নিগ্রহ করিলেন সেই স্ত্রীলোক মনে ২ অনুমান করিলেক যে আমার রীতের সমস্ত কথা তোতা জ্ঞাত ছিল এই কারণ তোতা আমার স্বামির নিকট সকল প্রকাশ করিয়াছে ৷ অতএব তোতাকে শত্রু বোধ করিয়া এক দিবস অর্দ্ধরাত্রেতে অবকাশ পাইয়া তোতার সমস্ত পাখা উৎপাটন করিয়া বাটীহইতে বাহিরে ক্ষেপণ করিয়া দাস ও দাসীরদিগের চেঁচাইয়া কহিলেন যে তোতাকে বিড়ালে লইয়া গেয়াছে ৷ পরে সেই স্ত্রী মনে করিলেক যে

তোতা মরিয়া থাকিবেক ৷ কিন্তু তোতার কিঞ্চিৎ প্রাণ অবশিষ্ট ছিল উপর হইতে নীচে পড়াতে বড় ব্যথিত হইয়াছিল ৷ এক দণ্ড গতে তোতা কিছু বল পাইল সেই স্থানে অনেক গোর ছিল তাহার এক গোরের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কএক দিবস স্থিত হইয়া নিত্য দিবাতে ক্ষুধিত থাকিত রাত্রিযোগে গর্ত্তহইতে বাহিরে আসিয়া বিদেশী ব্যক্তিরা ঐ স্থানে উপনীত হইয়া যে সামিগ্রী ভোজন করিত তাহার অবশিষ্ট যাহা থাকিত তোতা তাহাই ভক্ষণ করিত এবং গর্ত্তে যে জল থাকিত তাহাই পান করিত ৷ কএক দিবসান্তে তোতার সমুদায় পাখা বাহির হইল এক গোর হইতে দ্বিতীয় গোরে উড়িয়া বসিতে পারিত এবং শস্য সকল খুঁটিয়া খাইতে পারিত ৷৷

যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল প্রাতঃ কাল হৈলে পর সয়দাগর শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জর সমীপে আসিয়া দেখিলেন যে তোতা পিঞ্জরেতে নাই ইহাই দৃষ্ট হইবামাত্র বড় শব্দ করিয়া হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপণ করিয়া অন্তঃকরণে বড় ভাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্ছেদে দিবারাত্রি ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর উপর কোপিত হইয়া তাহার বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া দমন দ্বারা বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন ৷ সেই স্ত্রী আলয়হইতে বাহির হইয়া বিবেচনা করিলেক যে আমার স্বামী আমাকে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন যদি আমাকে নগরস্থলোক দেখে তবে নিন্দা করিবেক অত এব উচিত হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আছে তার

মধ্যে প্রবেশ করি আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব- ইহাই বুঝিয়া সয়দাগরের পত্নী গোরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক দিবস নিরাহারে রহিলেন যখন নিশা হইল তখন তোতা সুড়ঙ্গহইতে বাহির হইয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তোমার শরীর আর মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া চতুর্বিংশতি দিবস অনাহারে এই গোর মধ্যে থাক তবে তুমি আপন বয়ঃক্রমেতে যে পাপ করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিয়া তোমারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিব ॥ —

সয়দাগরের স্ত্রী এই শব্দ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে করিলেন যে কোন সত্যবাদী ঈশ্বর পূজক ব্যক্তির গোর হইবেক অবশ্য ইনি আমার ঘাটি ক্ষমা করিয়া আমার স্বামির সহিত আমাকে মিলাইয়া দিবেন তারপর সেই স্ত্রীলোক আপন মস্তকের কুন্তল ছেদন করিয়া কএক দিন সেই গোরমধ্যে রহিলেন ৷- তারপরে এক দিবস তোতা বদরের সুড়ঙ্গহইতে বাহিরে আসিয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তুমি বিনাপরাধে আমার সকল পক্ষ উৎপাটন করিয়া বড় দুঃখ দিয়াছ ভাল যাহা আমার ললাটে ছিল তাহা তুমি করিয়াছ কিন্তু আমি তোমার অনেক লবণ ভক্ষণ করিয়াছি একারণ তোমার কার্যেতে আমি ভাল করিব এবং তোমার কর্ত্তার প্রীত তোতা আমি তুমি আমার কর্ত্রী বট গোরের সুড়ঙ্গহইতে সব কথা আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে তোমার শরীরের এবং মাথার কেশ মুণ্ডন কর তবে তোমার পতির সহিত তোমার প্রীতি করিয়া দিব কিন্তু আমি তোমার লবণ রুটির দিগে দৃষ্টি করিয়া

তোমার স্বামির নিকটে তোমার কোন মন্দ কথা কহি নাহি ইহা যথার্থ কহিতেছি বরং তুমি দেখ আমি এই ক্ষণেই তোমার আলয়ে তোমার পতির নিকট যাইতেছি এবং যে প্রকারে তোমারদের স্ত্রী পুরুষে ঐক হয় তাহা করিতেছি ৷৷

তোতা ইহাই বলিয়া সয়দাগরের বাটীতে যাইয়া সাক্ষাতে সেলাম করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেক যে আপনকার ধন আর পরমায়ুর বৃদ্ধি হউক ৷ সয়দাগর তোতাকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে বট কোথাহইতে আসিলা ৷ কিঞ্চিৎ পরে আপন তোতা জানিয়া বলিলেন যে তোতা এত দিবস কোথায় এবং কার গৃহে ছিলা তাহা কহ এবং আপন দশার বিস্তারিত কহ ৷ তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার সেই পুরাতন তোতা আমাকে পিঞ্জরহইতে বিড়ালে লইয়া আপন ওদর পিঞ্জুরে রাখিয়াছিল ৷ সয়দাগর কহিলেন ও তোতা তবে তুমি পুনরায় কিরূপে বাঁচিলা ৷ তোতা উত্তর করিলেক যে তুমি আপন পত্নীকে বিনা দোষেতে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলা তিনি বাহির হইয়া গোরমধ্যে চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসী থাকিয়া বিস্তর রোদন করিলেন অত এব ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তাহার অত্যন্ত কৃপাতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বাঁচাইয়া কহিলেন যে তোতা তুমি সকল বিষয়ে সাক্ষী আছ অত এব সয়দাগরের নিকট যাইয়া তাহারদের পতি পত্নীতে মিলন করিয়া দেও ৷ সয়দাগর ইহাই শুনিয়া অতি শীঘ্র অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া স্ত্রীর নিকট গমন

করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়তমা আমি তোমাকে নিরপরাধে দুঃখ দিয়াছি ভাল কার্য্য করি নাই ইহাতে আমার যথোচিত অপরাধ হইয়াছে তুমি ক্ষমা করিয়া বাটী চলহ ৷ পরে সয়দাগরের স্ত্রী বাটী যাইয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে দুই জনে মিলন হইয়া বিস্তর আমোদিত আহ্লাদিত হইলেন ৷৷

ময়মুনের তোতা সয়দাগরের তোতার এই উপাখ্যান জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন যে খোজেস্তা তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া রাজ পুত্রের পার্শ্বে যাও তবে তোমার করার মিথ্যা হইবেক না ঈশ্বর করেন যেন এ সংবাদ তোমার স্বামী শুনেন না একান্ত যদি তিনি জ্ঞাত হন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতার ন্যায় মিলন আর প্রীতি করিয়া দিব ৷ খোজেস্তা এই বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া রাজকুমারের নিকট যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন ৷ ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তা সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত ছিলেন অত এব শয়ন করিতে শয্যোপরে গমন করিলেন ৷৷

॥ দ্বিতীয় ইতিহাস ॥

এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিঁতকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ এই ॥

যখন দিবা গত রাত্রি উপস্থিত হইল তখন খোজেস্তা বহুমূল্য শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া ভোজন করিয়া আপন চন্দ্রতুল্য বদন সাজাইয়া স্বর্ণ রূপের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিয়া শুক পক্ষির সমীপে আসিয়া রাজপুত্রের নিকট যাইতে বিদায় চাহিলেন ৷ শুক কহিলেক যে তুমি মনে কিছু উদ্বিগ্না হইও না আহ্লাদিত থাক আমি তোমার কর্ম্মে চেষ্টিত আছি তোমাকে রাজপুত্রের নিকট পঁহুছাইব কিন্তু রাজপুত্রের যে প্রীতি আর ভালবাসা তোমাতে আছে তাহা তুমি হৃদয়ে রাখিবা যেমন চৌকিদার আপন মনেতে তেবরস্তান রাজাকে ভরসা দৃঢ় করিয়া ধন পাইয়াছিল তুমি তদ্রূপ রাজপুত্রকে ভাবনা করিও তবে তাহাকে অবশ্য পাইবা ৷ খোজেস্তা ইহা শুনিয়া শুককে প্রশ্ন করিলেন যে তেবরস্তান রাজার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ ॥

শুক উত্তর করিল যে পূর্ব্বের মনুষ্যেরা এবং মন্ত্রীরা এমত কহিয়াছেন যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস আপন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন এবং নানাপ্রকার মদ্য মাংস ভক্ষ্য দ্রব্য

সভামধ্যে রাখিয়া ঐ দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ওপণ্ডিত ও শিল্পকারকের দিগকে সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া রাজা ভেবরস্তান সেই সব উত্তম দ্রব্য তাহারদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন ইতি মধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে এক জন বিদেশী উপস্থিত হইল ৷ তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথাহইতে আসিয়াছ কি কার্য্য কর ৷ সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেক যে আমি তলোয়ার মারিতে আর ব্যাঘ্র ধরিতে পারি ইহা ব্যতিরেক আর ২ রূপ শিল্প কর্ম্ম জ্ঞাত আছি এবং তীর এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয় ৷ এবং গজেন্দর্ নামা এক জন ধনবান্ আছেন আমি কিছু দিবস তাহার নিকটে চাকর ছিলাম কিন্তু গজেন্দর্ আমার কিছু গুণবিবেচনা করিয়া বুঝিলেন না অত এব আমি তাহার চাকরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ ভেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি ৷ মহারাজা ভেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদর্বারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই ব্যক্তিকে চৌকি দারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর ৷ পরে কর্ম্মকর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকরিতে নিযুক্ত করিলেন ৷৷

সেই জন প্রত্যহ রাত্রিতে এক পদে দাড়াইয়া রাজার অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে ৷ এক দিবস অর্দ্ধরাত্রের পরে রাজা উপর ঘরের ছাতে বেড়াইয়া সকল দিগে দৃষ্টি করিতে ২ নীচেতে দেখিলেন যে এক জন এক পাদে দাড়াইয়া রহিয়াছে রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন

তুমি কে বট অর্দ্ধ নিশাতে কিকারণ এক পদে দাড়াইয়া আছ ৷ চৌকিদার কহিলেক যে রাজদর্শনার্থে আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম অদ্য আমার ভাগ্যের সহকারেতে দর্শন করিয়া বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইলাম ৷ রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে মাঠের দিগহইতে এক শব্দ রাজার কর্ণকুহরে পঁহুছিল সে শব্দ এই এক জন কহিতেছে যে আমি যাইতেছি কে এমত মনুষ্য আছে যে আমাকে ফিরাইবে ৷ ইহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহিলেন যে ওহে চৌকিদার এ শব্দের বৃত্তান্ত তুমি কিছু জানহ ৷ চৌকিদার উত্তর করিলও মহারাজ কএক দিবস রাত্রিযোগে এইরূপ শব্দ শুনিতেছি কিন্তু চৌকিদারি কর্ম্মেতে থাকিতেকারণ গমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারি না যে এ শব্দ কাহার যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে অতি শীঘ্র গমন করিয়া শব্দের নিশ্চয় জানিয়া তোমার দাসেরদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারি ৷ রাজা কহিলেন শীঘ্র যাইয়া সম্বাদ আনহ ৷ চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন ৷৷

পরে রাজা কৃষ্ণবর্ণ এক কম্বলেতে শরীর ঢাকিয়া চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন ৷ চৌকিদার সেস্থানে পঁহুছিয়া দেখিল যে পথমধ্যে এক সুন্দরী দাড়াইয়া কহিতেছে যে আমি যাইতেছি আমাকে কে ফিরাইবেক ৷ ইহা শুনিয়া চৌকিদার প্রশ্ন করিলেক যে ও স্ত্রীলোক তুমি এমত কথা কেন কহিতেছ ৷ সে স্ত্রীলোক উত্তর করিলেক যে

আমি রাজা তেবরস্তানের পরমায়ুর প্রতিমূর্ত্তী রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে অত এব আমি যাইতেছি ৷ চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিলেন তুমি রাজার পরমায়ু এখন তুমি কিরূপে বাহড়িয়া থাকিবে ৷ প্রতিবিম্ব কহিলেন শুন হে চৌকিদার যদ্যপি তুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে আমার সম্মুখে বলিদান দেও তবে আমি অবশ্য ফিরিয়া থাকিব রাজাও কতক কাল বাঁচিয়া থাকিবেন কদাচ শীঘ্র মরিবেন না ৷৷

চৌকিদার ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেক যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান তবে অবশ্য দিব কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর আমি বাটী যাইয়া আপন সন্তানকে আনিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি ৷ ইহা বলিয়া চৌকিদার আপন গৃহেতে যাইয়া এই সমস্ত কথা বড় পুত্রকে অবগত করিলেক৷ তদনন্তর সেই পুত্র সৎবিবেচক জ্ঞানী ইহাই শুনিয়া উত্তর করিল যে রাজা তেবরস্তান অতি বিচারক ও প্রজা পালক দৈন্য দুঃখ দূরকর্ত্তা যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান এ বড় উত্তম প্রকরণ কেননা আমার মরণেতে ক্ষতি নাহি এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দুর্জন ব্যক্তি রাজা হইবেন তাহার দুষ্টতাতে সহস্র ২ লোক নাশ হইয়া দেশ ওএরাণ হইবেক রাজা তেবরস্তান বাঁচিলে সহস্র ২ প্রজালোকেরদিগের সুখ এবং দেশের আবাদ্ হইবেক ও আমি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াছি তিনি এক দিবস চৌবাটীর পড়ুয়ারদিগকে কহিতেছিলেন যে রাজ সমভিব্যাহৃত লোকেরা যদি বিচারক রাজার প্রাণ রক্ষার্থে এক জন প্রজাকে

নষ্ট করে ইহাতে পাপ হয় না ৷ ঈশ্বর করেন যে এমত রাজা না মরেন আর অবিচারক রাজা রাজ্য না করে অত এব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট লইয়া যাও এবং ছেদন কর ৷ তারপর চৌকিদার প্রতিমার সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া হস্তপাদাদি বন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণ ছোরা আপন করে লইয়া হেঁট মুণ্ড হইয়া ছেদন করিতে উদ্যত হইল প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া শীঘ্র চৌকিদারের হস্তে ধরিয়া নিষেধ করিলেন যে তুমি তোমার পুত্রের গলা ছেদন করিও না ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তোমার যোগ্যতা আর উত্তমতাতে বড় তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ফিরিয়া ষষ্ঠি শত বৎসর থাকিতে আজ্ঞা দিলেন ৷ চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল ৷৷

চৌকিদারে আর প্রতিমাতে এবং চৌকিদারের পুত্রেতে যে কথোপ কথন হইয়াছিল রাজা সেই সমস্ত শুনিয়া এবং দেখিয়া চৌকিদারের আগমনের পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া অট্টালিকার উপরে পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ৷৷

চৌকিদার অর্দ্ধদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিল যে মহারাজার আয়ুঃ ও ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্য আর সৈন্যের বৃদ্ধি হউক ৷ তারপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন ও হে চৌকিদার কহ শব্দের বৃত্তান্ত কি জানিলা ৷ চৌকিদার কহিলেক মহারাজ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক ৷ এক স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আপন স্বামির সহিত কলহ করিয়া বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া পথমধ্যে

বসিয়া মনোদুঃখেতে শব্দ করিতেছিল যে আমি যাইতেছি এমত কোন ব্যক্তি আছে আমাকে ফিরাইবে ৷ আমি সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে পঁহুছিয়া কোমল বাক্য দ্বারায় তুষিয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম এখন সেই স্ত্রী স্বীকৃত হইলেন যে আমি স্বামির বাটীহইতে আর যষ্টি শত বৎসর কোথাও যাইব না ৷৷

রাজা চোকিদারের উত্তম ধারাতে আর জ্ঞানেতে বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন ও হে চৌকিদার যে কালে তুমি আমার বাটীর বাহির হইলা সেই সময় আমি ও তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া দূর হইতে তোমার আর প্রতিমার এবং তোমার তনয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়াছি আর তোমরা যাহা করিয়াছিলা তাহাও দেখিয়াছি ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন এবং আমিও ভাবানের প্রার্থনার দ্বারা তোমার দৈন্য দূর করিব ও ধনবান্ করিব ৷ তার পর রাজা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দেশের প্রধানেরা এবং সকল বিচারকেরাও হাজীর্ হইলেন এই সময় রাজা তাহারদের সাক্ষাতে চোকিদারকে প্রধান্ মন্ত্রী আর ধনভাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন ৷৷

তোতা তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করিলেই রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্য উদয় হইল একারণ সেই দিবস খোজস্তার যাওন হইল না ৷ খোজেস্তা সমস্ত রজনী এই ইতিহাস শ্রবণে জাগ্রত ছিলেন অত এব মখমলের বিছানাতে শয়ন করিলেন ৷৷

॥ তৃতীয় ইতিহাস ॥

স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা ॥

যে সময়ে সূর্য্য অস্তে চন্দ্র উদয় হইল তখন খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে আমার প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দেও । তোতা উত্তর করিলেক যে তোমাকে প্রথম রাত্রিতেই বিদায় করিয়াছি এখন পর্য্যন্ত কেন বিলম্ব করিতেছ শীঘ্র যাও কিন্তু এ সকল গহনা পরিয়া যে পুরুষের নিকট যাইবা যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ত্যাগ করে তবে তুমি তাহার কি করিবা যেমত স্বর্ণকার বিগ্রহের লোভেতে সূত্রধরের সহিত বহু কালের প্রেম ত্যাগ করিয়াছিল । খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্ণকার আর সূত্রধরেতে কিমত ব্যবহার হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত কহ ॥

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে এক দেশে এক স্বর্ণকারেতে আর এক সূত্রধরেতে এমত প্রণয় ছিল যে সকল লোকেরা ইহারদিগকে দেখিয়া ইহারা দুই ভ্রাতা এই অনুমান করিত । পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র বিদেশ গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া খরচপত্র হীন

হইয়া আপনারা ঠাওরাইলেক যে এই নগরের মধ্যে এক দেবালয় আছে সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণ বিগ্রহ আছেন অত এব পরামর্শ এই যে আমরা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেই দেবালয়েতে যাইয়া দেবতারদের পূজা অর্চ্চনা করি যখন অবকাশ পাইব তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব এই মন্ত্রণা দুই জনে স্থির করিয়া দেবালয়েতে গিয়া সেবা পূজাদি আরম্ভ করিলেক আর ২ ব্রাহ্মণেরা ইহারদের দুই জনের আরাধনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন দুই এক জন ব্রাহ্মণ সেই দেবালয় নিকট গমন পুনরায় করিলেন না যদি কেহ তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিত যে তোমরা কি কারণ দেবালয় ত্যাগ করিলে তাহারা উত্তর করিতেন যে দুই ব্রাহ্মণ আসিয়া যেরূপ দেবতারদের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেছেন তেমন আমরা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া দেবালয় ত্যাগ করিয়াছি ৷ এই প্রকারে ক্রমে ২ পূর্ব্বের সমস্ত বৃাহ্মণেরা দেবতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন ॥

পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণকার আর সূত্রধর সেই সব বিগ্রহ লইয়া আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া যখন আপন নগরে পঁহুছিলেন তখন বিগ্রহেরদিগকে এক বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন ২ বাটীতে আসিলেন ৷ এক রাত্রে স্বর্ণকার একাকী যাইয়া সমস্ত বিগ্রহ মৃত্তিকাহইতে উঠাইয়া আপন গৃহে আনিলেক ৷ পর দিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিলেক যে ওহে সূত্রধর পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা সে ধন কত কাল

ভোগ করিবা ৷ ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এইমত আমাকে বঞ্চনা করিয়া সকল বিগ্রহ লইলেক ইহাতে সূত্রধর বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেক যে ও হে স্বর্ণকার যাহা তুমি করিয়াছ তাহা আমি বুঝিলাম কিন্তু তুমি ঈশ্বরের দিগে দৃষ্টি না করিয়া আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে ভাল ঈশ্বর আছেন ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল ৷ তারপর সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে কিছু লভ্য না দেখিয়া নিরস্ত রহিল ৷৷

কতক দিবস গতে সূত্রধর স্বর্ণকারের অবয়ব এক কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠন করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায় পরিচ্ছদ সেই পুত্তলিকাকে পরাইলেক এবং ভালূক বৎস দুইটি আনিয়া সেই বৎসেরদের খাদ্য দ্রব্য ঐ পুত্তলিকার জামার দামনে আর আস্তিনে রাখিত ভালূক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া সেই দামন্ আর আস্তিন্ হইতে ভক্ষণীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত ৷ সূত্রধর দেখিলেক যে বৎসেরদের অত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল তাহার পর সূত্রধর এক দিবস সস্ত্রীক স্বর্ণকারকে এবং আর ২ প্রতিবাসী নারীগণকে আহ্বান করিলেক ৷ স্বর্ণকারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সূত্রধরের আলয়ে আসিলেক ৷ অনন্তর সূত্রধর ঐ বালকেরদিগকে এক স্থানে গোপনে রাখিয়া সেই দুই ভালূক বৎসকে বাহির করিয়া চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে স্বর্ণকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ ভালূক বৎসের ন্যায় হইল এ বড় খেদের বিষয় স্বর্ণকার এই বাক্য শুনিয়া সেই স্থানে

যাইয়া দেখিয়া সূত্রধরকে কহিলেক যে ও হে সূত্রধর মনুষ্য কখন ভালুক হয় না এ তোমার মিথ্যা কথা ৷৷

শেষে স্বর্ণকারে আর সূত্রধরে কলহ করিয়া সেই দেশের বিচার কর্ত্তা কাজির নিকট গেল তারপর কাজি সূত্রধরকে জিজ্ঞাসিলেন যে মনুষ্য কিরূপে ভালুক হইল তাহা কহ ৷ সূত্রধর উত্তর দিলেক যে স্বর্ণকারের বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতেছিল অকস্মাৎ ভূমিতে পড়িয়া ভালুকবৎসের ন্যায় হইল ৷ ইহা শুনিয়া কাজি কহিলেক যে তোমার এ কথার প্রমাণ না পাইলে কিমতে প্রত্যয় করি ৷ সূত্রধর কহিলেক যে পূর্ব্বের পুস্তকে আমি দেখিয়াছি এক জন্তু অন্য এক জন্তুর ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বমত বুদ্ধি ছিল বালকেরা যদি ভালুক হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবেক এবং আমার কথাও সত্য হইবেক যদ্যপি না হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবেক না ও তাহার নিকট যাইবেক না সূত্রধরের এই কথা কাজি গ্রাহ্য করিয়া বৎসেরদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন ৷ পরে সূত্রধর কাজির আজ্ঞানুসারে ভালুক বৎসেরদিগকে আনিয়া কাছারিতে সকল লোকের মধ্য ছাড়িয়া দিলেক সেখানে বিস্তর লোক ছিল কিন্তু ভালুক বৎসেরা আর কাহার নিকট না যাইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ স্বর্ণকারকে দেখিয়া তাহার পায়েতে আপনারদের মস্তক ঘসিয়া খেলা করিতে লাগিল কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ও হে স্বর্ণকার আমার প্রত্যয় হইল যে তোমার পুত্রেরা ভালুকবৎসের আকৃতি

হইয়াছে উঁহারদিগকে তুমি বাটীতে লইয়া যাও বৃথা কেন সূত্রধরের সহিত কলহ করিতেছ ॥

অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে আসিয়া সূত্রধরের পাদাবনত হইয়া কহিলেক যে তোমার অংশ দি নাই একারণ তুমি এই প্রকার করিয়াছ এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আপন অংশ লও এবং আমার ছাওয়ালেরদিগকে আমাকে দেহ । সূত্রধর কহিলেক যে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা তেকারণ তোমার বড় পাপ হইয়াছে আর কখন তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহাহইতে মন ফিরাও তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা ভালূক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাকার হইবেক পরে সূত্রধর স্বর্ণের অংশ বুঝিয়া লইয়া সেই সন্তানেরদিগকে স্বর্ণকারের সাক্ষাতে আনিয়া দিলেক ॥

তোতা স্বর্ণকার আর সূত্রধরের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া সকল গহনা লয় তবে কি করিবা । ইহা শ্রবণ করিয়া খোজেস্তা সমস্ত অলঙ্কার শরীরহইতে খুলিয়া রাখিয়া প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল অত এব সে দিবস যাওন হইল না ॥

॥ চতুর্থ ইতিহাস ॥

এক জন প্রধান লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল তাহার কথা ॥

যে কালে দিবাকর অস্ত নিশাকর উদয় হইলেন সেই সময়ে খোজেস্তা তোতার সমীপে আসিয়া কহিলেক যে তুমি আমার দুঃখের সম্বাদ কিছু জ্ঞাত নহ আমি রাজ পুত্রের প্রীতিতে অস্থিরা আছি অদ্য নিশাতে আমার প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে আমাকে অনুমতি দেহ ৷ তোতা উত্তর করিলেক যে আমিও তোমার দুঃখেতে বড় দুঃখিত আছি তুমি প্রতিদিবস ইতিহাস শ্রবণ করিয়া রাত্রি প্রভাত কর কেন প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না কিন্তু আমার এই ভয় হইতেছে যদি ইহার মধ্যে তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে তোমার বন্ধুর সন্নিধানে যাইতে না পারিয়া বড় লজ্জিত হইবা যেমন এক প্রধান লোকের নন্দন সীপায়ের স্ত্রীর স্থানে লজ্জিত হইয়াছিল তদ্রূপ পাছে তুমি ও হও ৷ ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সীপায়ের স্ত্রী আর সেই প্রধান লোকের বালকের উপাখ্যান কিপ্রকার তাহা কহ ৷ পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিল ॥

এক নগরেতে এক সীপায়ের এক অতি বড় সুন্দরী স্ত্রী ছিল কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষণ সাবধানে রাখিত পাছে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা

হয় এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই আপন পত্নীকে কোথাও রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতে যাইত না এই প্রকারে কিছু কাল গতে সীপাই বড় দুঃস্থ হইল একারণ এক দিবস সেই স্ত্রী কহিল্লেক যে স্বামী কেন তুমি বিদেশ যাও না এবং কি জন্যে চাকুরি ব্যবসায় ত্যাগ করিলা স্বামি জবাব দিলেক যে পাছে আমি কার্য্যার্থে গেলে তুমি দুষ্ট ক্রিয়া কর এই ভাবনা করিয়া তোমাকে কুত্রাপি রাখিয়া চাকরি করিতে যাইতে পারি না ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিলেক যে আপনি এমত বিচার করিতেছেন ঐ ভাল নহে কেননা যে স্ত্রী সাধ্বী হয় তাহাকে কেহ ভুলাইয়া দুষ্টা করিতে পারে না এবং যে নারী ভ্রষ্টা হয় তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কথন রাখিতে পারে না তাহার ইতিহাস এই শুন ॥

এক দেশে এক যোগী ছিল সে আপন স্ত্রীকে পৃষ্ঠোপরে আরোহণ করাইয়া আপনি হস্তীর ন্যায় হইয়া বন ২ ভ্রমণ করিত কিন্তু সে স্ত্রী স্বামির এত সাবধানতাতেও এক পুরুষের সহিত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল। সীপাই জিজ্ঞাসিলেক যে সে স্ত্রী কি প্রকারে এমত কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা কহ ॥

সীপায়ের পত্নী কহিতে লাগিল যে এক জন পুরুষ বনমধ্যে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আমারি দেখিয়া ত্রাসেতে এক বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিল। হস্তী অকস্মাৎ সেহ তরুতলে আসিয়া যথন পৃষ্ঠহইতে আমারি নামাইয়া নীচে রাখিয়া আপনি চরিতে গেল তথন সে পুরুষ আমারির মধ্যে এক সুরূপা কন্যাকে দেখিয়া বৃক্ষহইতে নীচে আইল

এবং সেই কন্যা ঐ পুরুষকে দৃষ্টি করিয়া আমারিহইতে বাহির হইয়া আপন বাঞ্ছার কথা অবগত করিয়া দুই জনে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক বিছানাতে বসিয়া মনোভিলাস পূর্ণ করিলেক ৷ তারপর সে কন্যা গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ এক রজ্জু কড়চহইতে বাহির করিয়া আর এক গ্রন্থি দিলেক ৷ ঐ ব্যক্তি সেই দড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই রজ্জুর গ্রন্থির বৃত্তান্ত কি ৷ কন্যা উত্তর করিলেক যে আমার স্বামী বড় মায়াবী মায়ার দ্বারাতে আপনাকে হস্ত্যাকার করিয়া আমাকে পৃষ্ঠোপরে রাখিয়া বনে ২ ভ্রমণ করিতেছেন যেন আমি ভ্রষ্টা না হই কিন্তু আমার স্বামির এত সাবধানতাতে ও আমি এক শতপুরুষের সহিত মন্দ ক্রিয়া করিয়া স্মরণার্থে এই রজ্জুতে একশত গ্রন্থি দিয়াছিলাম অদ্য তোমার দয়াতে অধিক এক গিরা দিলাম মোটে একশত এক গ্রন্থি এই রজ্জুতে হইল ৷৷

যখন সীপায়ের ভার্য্যা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিল তখন সীপাই প্রশ্ন করিলেক যে এখন তুমি আমাকে কি বল ৷ সেই ভার্য্যা কহিলেক শুন স্বামী আমার পরামর্শ এই যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকুরি করহ এবং আমি তোমাকে এক পুষ্পগুচ্ছ দিব যদবধি সে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকিবেক তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি নাই যখন পুষ্পগুচ্ছ শুষ্ক হইবেক তখন জানিবা যে আমাহইতে কিছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া থাকিবেক ৷ সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে

যাইতে ইচ্ছা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী স্বামিকে বিদেশ গমন কালে আপন এক পুষ্পগুচ্ছ দিয়া বিদায় করিলেক ॥

অনন্তর সীপাই আর এক সহরে পঁহুছিয়া তদ্দেশীয় এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকট চাকর হইল কিন্তু স্ত্রীদত্ত পুষ্পগুচ্ছ সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিত ৷ হেমন্ত কাল উপস্থিত হইলে পর সেই বড় মানুষের তনয় সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন যে এই সময় কোন পুষ্পোদ্যানে নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না এবং ধনবানেরদের ও হস্ত প্রাপ্ত হয় না কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে এই দৈন্য সীপাই প্রত্যাবধি নূতন পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে আনে ৷ সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিলেক যে আমরাও ইহাতে চমৎকৃত হইতেছি ৷ তারপর সেই ধনবানের পুত্র সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি এ পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে এবং কি প্রকারে আন ৷ সীপাই কহিল যে এই পুষ্পগুচ্ছ আমার গৃহিণী আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছে যে যাবৎএই পুষ্পগুচ্ছ নবীন থাকিবে তাবৎ তুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধ্বী আছি কোন মতে ভ্রষ্টা হই নাহি যখন শুষ্ক দেখিবা সেই কালে জানিবা যে আমি দুষ্ট ক্রিয়া করিতেছি ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্ছ আমাকে দিয়া বিদায় করিয়াছে ৷ আমিরের পুত্র ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তোমার স্ত্রী মোহিনী জানে অত এব পুষ্পগুচ্ছ নবীন দর্শাইতেছে ॥

পরে সেই ধনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক অত্যন্ত জ্ঞানী

এবং বোদ্ধা ছিল তাহারদের মধ্যে এক জন পাচককে ধনবানের নন্দন আজ্ঞা করিলেন যে তুমি সীপায়ের বাটীতে যাইয়া ছলের দ্বারাতে সীপায়ের স্ত্রীর সহিত একত্র শয়ন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া সকল অবগত কর, তবে পুষ্পগুচ্ছ তাজা-থাকে- কি শুষ্ক হয় তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব ॥

সূপকার সেই ধনবানের পুত্রের আজ্ঞামত সীপায়ের সহরে গেল সে স্থানে পঁহুছিয়া এক কুট্টনীকে সীপায়ের স্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করিলেক কুট্টনী সীপায়ের পত্নীর নিকট যাইয়া কোন প্রকারে পাচকের সমাচার পঁহুছাইল সীপায়ের স্ত্রী শুনিয়া কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়া এই উত্তর দিলেক যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহ প্রথম আমি সে পুরুষকে দেখি আমার উপযুক্ত বটে কি না ৷ পরে কুট্টনী সেই সূপকারকে সঙ্গে করিয়া সীপায়ের বাটী লইয়া গেল ৷ পরে সীপায়ের স্ত্রী সূপকারের কর্ণেতে কহিলেন যে তুমি এক্ষণে এ বাটীহইতে গমন কর এবং কুট্টনীকে এই রূপ কহ যে ঐ স্ত্রী লোক আমার উপযুক্ত নহে এমত স্ত্রীর সহিত আমি প্রীতি করিব না তারপর তুমি একাকী আমার গৃহে আইস কেননা কুট্টনী জাতি বিশেষ জ্ঞাত হইলে তারপরে প্রকাশ হয় অত এব কুট্টনীকে এ সম্বাদ কহিও না ৷ সূপকার এই কথা পসন্দ্ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেক ॥

সীপায়ের বাটীতে এক শুষ্ক কূপ ছিল সীপায়ের স্ত্রী সেই কূপের উপর ভগ্ন রজ্জুতে ছাওয়া এক খট্টা তাহাতে এক চাদর্ বিছাইয়া

সূপকারের আইসনের পূর্ব্বে সেই কূপোপরে সেই শয্যা রাখিলেক সূপকার আসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সেই খট্টাতে বসিতে বলিলেক ৷ পরে সূপকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে কূপমধ্যে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল তদনন্তর সীপায়ের পত্নী জিজ্ঞাসিলেক কহ হে মনুষ্য তুমি কে বট কোথাহইতে আসিয়াছ সূপকার অনুপায় দেখিয়া সীপায়ের আর আমিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিলেক ৷৷

পরে সূপকার এইরূপ আপদ্গ্রস্ত হইয়া যাইতে পারিল না আমিরের তনয় সূপকারের যাওনের বিলম্ব হওয়াতে দ্বিতীয় সূপকারকে বিস্তর ধন দিয়া সয়দাগরের ন্যায় সাজাইয়া সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিলেন ৷ পরে দ্বিতীয় সূপকার সীপায়ের বাটীতে পঁহুছিয়া পূর্ব্ব পাচকের দশার মত কূপের ভিতর পড়িয়া দুই জনে একত্র রহিল ইহারদিগের এক জনেরও ফিরিয়া না যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহারা দুই ব্যক্তি গেল তাহার মধ্যে এক জনও ফিরিল না ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না অত এব এইক্ষণে আমি সেখানে গেলে ভাল হয় ইহা মনে বিচার করিয়া এক দিবস সেই ধনবানের নন্দন মৃগয়ার নাম করিয়া সীপাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীহইতে গমন করিয়া সীপায়ের দেশে পঁহুছিলেন পরে সীপাই আপন আলয়ে যাইয়া সেই তাজা পুষ্পগুচ্ছ আপন স্ত্রীর সম্মুখে রাখিল ৷ এবং স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াছিল তাহা বেশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিলেক ৷৷

পরদিবস সীপাই আমির পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া

অতিথি সেবা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী সেই দুই সূপকারকে কূপহইতে বাহির করিয়া কহিলেক যে আমার আলয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াছেন অত এব তোমরা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য তাহারদের সম্মুখে রাখ আর সেবা কর তবে তোমারদিগকে মুক্ত করিব ৷ দুই জন সূপকার নারীর বস্ত্র পরিয়া খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল কিন্তু পাচকেরদিগের কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর দাড়ির চুল উঠিয়া গিয়াছিল এ জন্যে আমিরের পুত্র প্রথম চিনিতে না পারিয়া সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেক যে তোমরা কি অপরাধে এই দাসীরদের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ ৷ সীপাই জবাব দিলেক যে ইহারা যে ঘাইট কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব ৷ পরে আমিরের পুত্র অতি নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন যে সেই সূপকারেরা তাহারাও আমিরপুত্রের সাক্ষাতে বিস্তর রোদন করিল এবং আমির পুত্রের পাদাবনত হইল ৷ ইত্যবসরে সীপায়ের পত্নী ঘরেহইতে কহিলেক যে ও হে আমিরনন্দন শুন তুমি আমার স্বামির হস্তে পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করিয়া এই ব্যক্তিরদিগকে আমার সতিত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াছিলা এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী ৷ আমিরপুত্র সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর ৷৷

তোতা সীপায়ের স্ত্রীর এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে

কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট যাও নতুবা লজ্জা পাইবা যেমত আমিরপুত্র সীপায়ের গৃহিণীর নিকট লজ্জিত হইলেন ৷ পরে খোজেস্তা যাওনের চেষ্টা করিতে কুক্কুত রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারণ সে দিবস খোজেস্তা যাইতে পারিলেন না ৷৷ —

৷৷ পঞ্চম ইতিহাস ৷৷

এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি এক উদাসীনে এই চারি জনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারণ কলহ করিয়াছিল তাহার কথা ৷৷

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে বসিলেন চন্দ্র পূর্ব্ব দিগ হইতে প্রকাশ হইলেন তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে বিদায় দেও যে আমি আপন প্রিয়তমের অগ্রে যাই ৷ তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী তোমাকে প্রতি রাত্রিতে বিদায় করি কি কারণ তুমি গৌণ করিতেছ ইহাতে আমি ভয় পাইতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে স্বর্ণকার সূত্রধর দরজি আর উদাসীনে এই চারি ব্যক্তিতে যেমন কলহ হইয়াছিল কিন্তু কাহার কিছু ফল হইল না পাছে সেইরূপ হয় ৷ ইহা শুনিয়া খোজেস্তা প্রত্যুত্তর করিলেন যে এই চারি জনের কি প্রকারে কলহ হইয়াছিল তাহা কহ ৷৷

তোতা কহিলেক যে এক কালে এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি আর এক উদাসীন এই চারি ব্যক্তি একত্র বিদেশে গমন করিল ও এক রাত্রে এক মাঠেতে থাকিল এবং তাহারা পরস্পর কহিল যে মাঠেতে অদ্য রাত্রিতে সকলে এক কালে নিদ্রা যাইতে পারিব না অত এব চারি জন চারি প্রহর রাত্রি চৌকিদারি করিব এই কথা সেই চারি জন বিবেচনা করিল ৷ প্রথম প্রহর সূত্রধর চৌকিদারি করিতে লাগিল সূত্রধর আপন নিদ্রা দূর করিবার কারণ বাইস বাহির করিয়া এক কাষ্ঠ সেই স্থানে ছিল তাহাহইতে এক স্ত্রী মূর্ত্তি গঠন করিল ৷ দ্বিতীয় প্রহরে স্বর্ণকার নিদ্রা হইতে উঠিয়া আপন চৌকিতে নিযুক্ত হইয়া সেই কাষ্ঠ পুত্তলিকা দেখিয়া অনুমান করিলেক যে সূত্রধর এই দারু পুত্তলিকা গঠন করিয়া আপনার গুণ প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু বিনা অলঙ্কার পুত্তলিকা সুন্দরী দেখায় না অত এব পুত্তলিকার কর্ণ গলা হস্ত পাদের জন্য অলঙ্কার গড়িয়া পরাই তবে অতি সৌন্দর্য্য হইবেক স্বর্ণকার ইহাই বিবেচনা করিয়া দিব্য আভরণ গঠন করিয়া পুত্তলিকাকে ভূষিতা করাইলেক ৷ যখন তৃতীয় প্রহর হইল তখন দরজি নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইয়া আপনি চৌকি দিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেক যে এক কন্যা দারুময়ী অলঙ্কারেতে ভূষিতা কিন্তু উলঙ্গ দাড়াইয়া রহিয়াছে ৷ পরে দরজি বিবাহের কন্যার ন্যায় উত্তম বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া সেই কাষ্ঠের পুত্তলিকাকে পরিধান করাইলেক তাহাতে বড় রূপ লাবণ্য হইল ৷ অনন্তর উদাসীন চতুর্থ প্রহরের সময় নিদ্রা

যোগ করিয়া চৌকিদারি কার্য্যে উপবিষ্ট হইয়া সেই মনোহর কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে দেখিয়া আপন হস্তপাদ প্রক্ষালণের পর ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে হে ভগবান্ এই কাষ্ঠ পুত্তলিকাতে প্রাণ দেও ৷ তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর প্রাণ দিলেন ৷ পরে কাষ্ঠ মূর্ত্তি প্রাণ পাইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল ৷৷

যখন নিশা অবসান সূর্য্য উদয় হইলেন তখন তাহারা চারি ব্যক্তি শয়নহইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই মূর্ত্তির উপর আসক্ত এবং মুগ্ধ হইলেন ৷ পরে সূত্রধর কহিল যে প্রথম আমি দারু ছেদন করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম অত এব এই স্ত্রী আমার আমি লইব ৷ স্বর্ণকার বলিলেক যে আমার গহনাতে এই স্ত্রী বিবাহের কন্যার মত সুন্দরী হইয়াছে এই জন্যে এই স্ত্রী আমাকে অর্শে ৷ দরজি কহিলেক যে কন্যা উলঙ্গ ছিল আমি বস্ত্র সেলাই করিয়া পরাইয়া লজ্জা রক্ষা করিয়াছি একারণ এই নারীকে আমি পাইব ৷ উদাসীন কহিলেক যে কাষ্ঠ পুত্তলিকা ছিল আমার প্রার্থনাতে জীবন পাইয়া মনুষ্য হইয়াছে অত এব এই স্ত্রীলোককে আমি গ্রহণ করিব ৷৷

এইরূপে ইহারদের চারি জনে পরস্পর বিবাদ হইতেছিল ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক জন সেই খানে উপস্থিত হইলে তাহারা চারি জন সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই স্ত্রীকে কে পাইবেক ৷ সে পুরুষ শুনিয়া উত্তর করিল যে এ আমার স্ত্রী তোমরা ইহাকে ভুলাইয়া আমার বাটীহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ তারপর সেই

পুরুষ ইহারদের চারি জনকে সে স্ত্রী সুদ্ধা সে স্থানের কোটালের নিকট লইয়া গেল ৷ তারপর কোটাল সেই কন্যাকে দেখিয়া কহিলেক যে এ আমার সহোদরের পত্নী আমার ভ্রাতা ইহাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া এই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ ৷ তাহার পর কোটাল এ সকলকে ধরিয়া কাজির নিকট লইয়া গেল ৷ কাজি সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন যে তোমরা এই নারীকে কোথায় পাইলা এই স্ত্রীলোক বহু দিবস আমার দাসী ছিল আমার বাটীহইতে বিস্তর জিনিস্ আর নগদ্ মুদ্রা লইয়া পলাইয়াছিল এখন আমার চেড়ীকে আমি পাইলাম কিন্তু সে সব অর্থ আর সামগ্রী কোথা তাহা তোমরা এক্ষণে আনিয়া উপস্থিত করহ ৷৷

এইরূপে পরস্পর অতিবাদ কলহ উপস্থিত হইলে কৌতুক দেখিবার কারণ বিস্তর মনুষ্য আইল তাহারদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ছিল সে কহিলেক এ কলহ কাহার হইতে নিষ্পত্তি হইবেক না ফলানা দেশে এক পুরাতন বৃহৎবৃক্ষ আছে যে বিষয় মনুষ্যহইতে শেষ না হয় সে তরুর সমীপে যাইলে তাহা স্থির হয় যে এ প্রকৃত কি মিথ্যা এই শব্দ তাহা হইতে বাহির হয় ৷ ইহাই শুনিয়া ঐ সাত জন পুরুষ সেই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বৃক্ষের নিকটে যাইয়া বিস্তারিত কহিল ৷ পরে সেই তরু আপনি বিদীর্ণ হইল ও সেই কন্যা শীঘ্র যাইয়া ঐ বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে সেই বৃক্ষ পূর্ব্বমত সংযুক্ত হইল এবং কন্যার গায়ের গহনা

আর বস্ত্রাদি বাহিরে রহিল ৷ পরে বৃক্ষ কহিল যে যাহার বস্ত্র তাহাতে মিলন হইল ৷ শেষে ঐ সাত জন কন্যাকে না পাইয়া অতিলজ্জিত হইয়া গমন করিল ॥

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিল যে কর্ত্রী আমি ইহাতেই শঙ্কা করিতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আইসেন তবে তোমাকে আপনাতে একত্র করিবেন কিন্তু তুমি বন্ধুর নিকট লজ্জিত হইবা অত এব তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তোমার বন্ধুর কাছে যাও ৷ খোজেস্তা তোতার কথনানুসারে উঠিয়া গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল এ জন্যে খোজেস্তার যাওন বারণ হইল ॥

॥ ষষ্ঠ ইতিহাস ॥

কান্যকুব্জের রাজার কন্যার উপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল ॥

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে অস্ত হইলেন আর চন্দ্র পূর্ব্ব দিগে উদয় হইলেন সেই সময় খোজেস্তা সকল ভূষণেতে ভূষিতা হইয়া তোতার সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন যে আমি প্রতিরাত্রিতে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে উপন্যাস কহিতে দুঃখ দি এবং তুমিও নিদ্রা যাইতে পাও না একারণ আমি বড় লজ্জিতা আছি আর তোমার অনুগ্রহের

প্রতিষ্ঠা কহনের অধিক ৷ ইহাই শুনিয়া তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার দাস কিন্তু কখন তোমার কোন কর্ম্ম করিতে পারি নাই রায় রায়াঁ নামে এক জন ছিলেন তাহার উপাখ্যান শুনিয়াথাকিবা সেই রূপ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকটে অতিশীঘ্র পঁহুচাইব ৷ পরে খোজস্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক যে রায় রায়াঁর গল্প কি প্রকার তাহা কহ ॥

তোতা কহিলেক যে কান্যকুব্জ দেশের রাজার অতি সুন্দরী শশিমুখী এক তনয়া ছিল ৷ অকস্মাৎ এক ফকির সেই কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসক্ত হইয়া মুগ্ধ এবং ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল ৷ যখন সে ফকিরের কিছু চৈতন্য হইত তখন মনে বিচার করিত যে আমি ফকির তিনি রাজকন্যা আমি কিছু তাহার সমান ব্যক্তি নয়ি এ বড় অজ্ঞানের কথা যে রাজকন্যাকে লইতে ইচ্ছা করি কখন চাওর করে যে রাজার আর দীনের প্রীতি এক সমান অত এব রাজাকে কহিলে কন্যাকে পাইব ॥

ফকির এই সব বিবেচনা স্থির করিয়া কএক দিবসের পর রাজনকিটে কহিয়া পাঠাইলেক যে রাজপুত্রীকে আমাকে দেও ৷ রাজা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন যে এই ফকিরকে সাজা আর দুঃখ দেও ৷ মন্ত্রী কহিলেক রাজার ফকিরকে দুঃখ দেওয়া রাজধর্ম্ম নয় যদি আজ্ঞা করেন তবে এ ফকিরকে আর কোন উপায়েতে এ নগরহইতে দূর করিয়া দি ৷ রাজা মন্ত্রির কথাতে সম্মত হইয়া কহিলেন যে তাহাই কর ৷ অনন্তর মন্ত্রী ফকিরকে ডাকিয়া বলিল

যদি তুমি এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা সভাতে আনিয়া দেও তবে রাজ কন্যাকে পাইবা ॥

ফকির ইহাতে অতিচেষ্টিত হইয়া যাহাকে দেখে তাহারি নিকটে উপায় জিজ্ঞাসা করে ৷ এক ব্যক্তি ফকিরকে বড় ব্যস্ত দেখিয়া কহিলেক ও হে ফকির তোমার যাচঞা আর কাহাহইতে পূর্ণ হইবেক না রায় রায়াঁ নামে এক জন দাতা আছেন তাহার নিকট চাহিবামাত্র এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা তুমি পাইবা ৷ ইহা শুনিয়া ফকির অন্বেষণ করিয়া রায় রায়াঁর সন্নিধানে পঁহুছিয়া আপন দশার বিস্তার নিবেদন করিয়া এক হস্তির ভার স্বর্ণমুদ্রা যাচঞা করিলেক ৷ রায় রায়াঁ তৎক্ষণাৎ এক হস্তিতে স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া ফকিরকে দিলেন ৷ ফকির সেই স্বর্ণভারের হস্তী লইয়া কান্যকুব্জের রাজার নিকট পঁহুছাইলেক ৷ রাজা মন্ত্রিকে কহিলেন যে উপায় তুমি কহিয়াছিলা তাহাতে কিছু হইতে পারে না কেননা ফকির এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা উপস্থিত করিয়াছে এখন ফকিরের কি কর্ত্তব্য মন্ত্রী শুনিয়া কহিলেক যে ফকির এত ধন কোথা পাইলেক বুঝি রায় রায়াঁ দিয়া থাকিবেন তাহার ব্যতিরেক অন্য আর কেহ এমত নাহি যে এত দান করে এখণ আর কোন উপায় করিতে হবে তারপর মন্ত্রী ফকিরকে কহিলেক যে তুমি এক হস্তী স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া রাজকন্যাকে কদাচিৎ পাইবা না ৷ ফকির জিজ্ঞাসিলেক যে আর কি চাহ তাহা কহ আমি দিব ৷ পরে মন্ত্রী কহিলেক যদি তুমি রায় রায়াঁর মস্তক আনিয়া দেও তবে অবশ্য রাজকন্যাকে পাইবা ॥

ফকির ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার রায় রায়াঁর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেক যে তোমার মস্তক রাজা চাহিয়াছেন ইহা দিলে তবে আমি কন্যাকে পাইব ৷ রায় রায়াঁ এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে তুমি খাতিরজমাতে থাকহ আমার মস্তকের কারণ একান্ত ভাবিত হইও না কেননা আমি আপন মুণ্ড আপন হস্তেতে রাখিয়াছি যে চাহে তাহাকে দিব অত এব এক পরামর্শ তোমাকে কহি তুমি এক রজ্জুতে আমার গলা বন্ধন করিয়া আমাকে সশরীরে সেই রাজার নিকট লইয়া যাও এবং তাহাকে কহ যে তুমি যে ব্যক্তির মস্তকের জন্য কহিয়াছিলা তাহাকে আনিয়াছি তোমার সাক্ষাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিব ইহা শুনিয়া রাজা যদ্যপি কবুল্ করেন তবে তৎক্ষণাৎ আমার শরীর হইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিবা যদি মস্তক না লইয়া আর কোন কিছু চাহেন তাহা আমি আয়োজন করিয়া দিব ॥

ফকির সেইরূপ রজ্জু দিয়া রায় রায়াঁর গলা বন্ধন করিয়া সেই রাজার নিকটে লইয়া যাইয়া কহিলেক যে ব্যক্তির মস্তক চাহিয়াছিলা আমি তাহাকে সশরীরে আনিয়াছি বলতো তোমার সাক্ষাতে মস্তক ছেদন করিয়া দি ৷ পরে রাজা রায় রায়াঁর পুরুষার্থ দেখিয়া তাহার পাদাবনত হইয়া কহিলেন মনুষ্যত্বেতে ও শূরত্বেতে তোমাহইতে আর কেহ বড় মনুষ্য পৃথিবীমধ্যে নাই আমার কি সাধ্য যে তোমার মস্তক লই আমার কন্যা তোমার ক্রীতা দাসী তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেও ইহা বলিয়া রাজা কন্যাকে ডাকিয়া রায় রায়াঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥

তোতা রায় রায়াঁর এই বাক্য শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ওগো কর্ত্রী যদি আমার মস্তকেতেও তোমার প্রয়োজন থাকে তাহাও দিব মস্তক যাওনেতে খেদ করিব না তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও ৷ তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের সমীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া উঠিলেন এই সময়ে প্রাতঃকাল হইল একারণ সে দিবস খোজেস্তার যাওনের বাধ হইল ৷৷

৷৷ সপ্তম ইতিহাস ৷৷

এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল তাহার কথা ৷৷

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল খোজেস্তা তখন তোতার নিকটে যাইয়া ভাবিতা হইয়া বসিলেন ৷ তোতা ইহাই দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে ও কর্ত্রী কেন অদ্য রাত্রিতে ভাবিতা আছ ৷ খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে গতরাত্রিতে আমার মনে এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে আমার প্রিয়তম সুবোধ কি নির্ব্বোধ ও পণ্ডিত কি মূর্খ তাহা বিবেচনা করিব যদি নির্ব্বোধ হন তবে তাহার সহিত বাস করিব না ৷ কেননা মূর্খের আর নির্ব্বোধের সহিত বাসে মৃত্যু হয় ৷ তোতা ইহাই শুনিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এখন আপন প্রেমির আলয়ে যাইয়া সয়দাগরের কন্যার উপাখ্যান কহিয়া তাহার বুদ্ধি বিবেচনা কর তিনি

যদি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে জানিও যে জ্ঞানী বটেন ৷ পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কন্যার কথা কি প্রকার তাহা কহ ৷৷ ৪

তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক যে কাবল্ দেশে ধনবান এক সয়দাগর ছিলেন তাহার জোহরা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল ৷ সকল সহরের ধনবানেরা সেই সয়দাগরের পুত্রীকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিত কিন্তু সয়দাগর সুতা কোন ব্যক্তিকেও স্বীকার না করিয়া পিতাকে বলিলেন যে উপযুক্ত ও বিদ্বান পুরুষকে আমি বিবাহ করিতে চাহি ৷ এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল ৷ এই রব শুনিয়া এক সহরেতে তিন জন যুবা শাস্ত্রেতে অতিবিদ্বান ছিল তাহারা তিন জন কাবল্ নগরে আসিয়া সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার কন্যা বিদ্বান স্বামী চাহেন ইহাই শুনিয়া আমরা তিন জন আসিয়াছি আমারদের বিদ্যার পরিচয় লউন ৷ এক জন জ্যোতিঃ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত যাহা হারায় যে স্থানে থাকে ও যাহা হইবেক সেই সব কথা কহিতে পারেন ৷ দ্বিতীয় জন শিল্প শাস্ত্রে বড় বিদ্বান এমন কাষ্ঠের অশ্ব নির্ম্মাণ করিতে পারে যে সে অশ্বোপরে এক ব্যক্তি আরোহণ হইয়া যেখানে যাইতে ইচ্ছা করে সেই খানে বায়ুর ন্যায় গতিতে পঁহুছিতে পারে ৷ তৃতীয় ব্যক্তি তীরন্দাজীতে অতি উপযুক্ত যাহাকে বাণ মারে তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করি তাহাতে তাহার তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না আমারদের তিন জনের বিদ্যার কথা এই কহিলাম ৷ ইহার মধ্যে যে তোমার কন্যার মনোনীত হয় তাহাকে স্বামী করুণ ৷ সয়দাগর ঐ তিন

ব্যক্তির গুণের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাকে কহিলেন পরে কন্যা উত্তর করিলেক যে আমি আপন মনে পরামর্শ করিয়া কল্য ইহার জবাব দিব কিন্তু কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক যে ইহারদের মধ্যে এক জনকে গ্রহণ করিব ৷ পরে কন্যা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে ছিল ইতি মধ্যে এক পরী আসিয়া কন্যাকে এক পর্ব্বতের মধ্যে লইয়া গেল ৷ প্রাতঃকালে সয়দাগর কন্যাকে এত অন্বেষণ করিলেন কুত্রাপি না পাইয়া জ্যোতির্জ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ও হে যুবা কহ আমার কন্যা কোথায় সেই পুরুষ মুহূর্ত্তেক ভাবিয়া সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার কন্যাকে পরীতে লইয়া এক দুর্গ পর্ব্বতে রাখিয়াছে সে পর্ব্বতে মনুষ্য যাইতে পারে না ৷ পরে সয়দাগর সেই শিল্পকারের দ্বারা এক কাষ্ঠের অশ্ব গঠন করাইয়া লইয়া ঐ তীরন্দাজকে আরোহণ করাইয়া সেই পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন ৷ পরে তীরন্দাজ দারু ঘোটকে আরোহণ করিয়া পবনের ন্যায় গতিতে সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া এক বাণেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে সয়দাগরের বাটীতে আনিলেক এবং সয়দাগরকে কহিলেক যে এ কন্যাকে আমি লইব এবং জ্যোতির্জ্ঞ কহিলেক যে আমাহইতে কন্যার সন্ধান হইয়াছে অত এব আমি এ কন্যাকে পাইব শিল্পকার ও বলিল যে আমার গঠিত অশ্বে আরোহণ হইয়া সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া কন্যাকে আনিল এ জন্যে আমি তোমার কন্যাকে পাইব ৷ এই রূপ তিন জনে বড় বিবাদ আরম্ভ হইল ৷৷

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেন যে এই

উপাখ্যান তুমি আপন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিও যে সে কন্যাকে কোন ব্যক্তি পাইবেক যদি তিনি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে তাহাকে বুদ্ধিমান্ জানিবেন ৷” ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে ও তোতা তুমি আমাকে অগ্রে এ কথা বল যে সে কন্যা কাহাকে অর্শিবেক তোতা উত্তর করিলেক যে ব্যক্তি পরীকে বাণ মারিয়া নষ্ট করিয়াছে সেই ব্যক্তি কন্যাকে পাইবেক ৷ খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেক যে ব্যক্তি গনণা করিয়াছিল এবং যে জন ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা কেন না পায় ৷ তোতা কহিলেক যে তাহারা দুই জন কেবল আপন বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিল তীরন্দাজ মরণ ভয় না করিয়া অতিবড় ভয়ানক স্থানে যাইয়া বহু ক্লেশেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে আনিয়াছিল এই হেতুক সেই পাইবেক ৷৷

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকটে যাও ৷ পরে খোজেস্তা উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এই কালে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ নিমিত্তে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না ৷৷

॥ অষ্টম ইতিহাস ॥

বাবলের রায়ের পুত্র এক কন্যার উপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে প্রস্থান করিল ও চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইল খোজেস্তা তখন বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে ও তোতা এখন আমি প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইয়া প্রথম তাহার বুদ্ধি বিবেচনা করি তিনি বুদ্ধিমান বটেন কি না ৷ যদি বুদ্ধিমান দেখি তবে তাহার সহিত প্রেম করিব নতুবা মনোদুঃখ পাইয়া থাকিব কেননা জ্ঞানিরা বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক আর বালক এবং নির্ব্বোধ এই তিন প্রকার লোকের প্রায়েতে প্রত্যয় করা কর্ত্তব্য নহে ৷ পরে তোতা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি এ সকল প্রকৃত আজ্ঞা করিতেছ কিন্তু তোমার উচিত যে অদ্যরাত্রিতে আপন প্রেমির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ইতিহাস কহিয়া তাহাকে উত্তর জিজ্ঞাসা কর যদি তিনি তোমার মনোনীত উত্তর দেন তবে তুমি তাহাকে জ্ঞানী জানিও নতুবা নির্ব্বোধ জানিও ৷ পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহাকে আমি কোন ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিব তাহা কহ ॥

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে বাবলের রায়ের তনয় এক সময় এক দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়রূপ

অতিকৃষ্ণবর্ণ কাকপক্ষ যুক্তা মৃগনয়না বিম্বোষ্ঠী মধ্যক্ষীণা হংস গমনা অতি সুন্দরী এক কন্যাকে দেখিয়া রায়ের নন্দন তাহার উপর আসক্ত হইয়া দেবতার পদতলে মস্তক রাখিয়া স্তুতি ও অর্চনা করিয়া কহিলেন ও পরমেশ্বর যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে তোমার সাক্ষাতে আপন মস্তক বলি দিব ৷ তাহার পর সে কন্যার পিতার নিকটে ঘটকের দ্বারা বাক্য প্রেরণ করিলেন যে আমি তোমার কন্যাকে বেবাহ করিতে চাহি ৷ ঘটক এই কথা পিতার নিকটে কহিলেক কন্যার পিতাও তাহাতে সম্মত হইয়া আপন জাতির ধারা আর শাস্ত্রমত রায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন ৷ পরে রায়ের পুত্র সে কন্যা সুদ্ধা আপন বাটীতে যাইয়া দুই জনে একত্র থাকিলেন কএক দিবস পরে কন্যার পিতা কন্যাকে আর জামাতাকে আপন বাটীতে আনিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইলেন ৷ পরে রায়ের নন্দন এই সমাচার পাইয়া সস্ত্রীকে হইয়া এবং আপন সভাসদ্ এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন ৷ যখন সে দেবতার প্রাসাদের নিকট পঁহুছিলেন তখন রায়ের পুত্রের মনে হইল যে আমি এই দেবতার নিকটে কবুল্ করিয়াছিলাম যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে আমি আপন মস্তক বলি দিব কিন্তু কন্যা আমাকে বিবাহ করিয়াছে অত এব আমার মস্তক বলি দেওয়া উচিত ৷৷

ইহা বিবেচনা করিয়া রায়ের নন্দন একাকী সে মন্দিরমধ্যে

প্রবেশ করিয়া আপন মুণ্ড ছেদন করিলেন এবং সে মুণ্ড দেবতার পদে রাখিলেন ৷ তারপর সভাসদ সে ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে যাইয়া রায়ের নন্দনের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া বড় ভীত হইলেন যে সকলে কহিবেক এই ব্রাহ্মণ কন্যার লোভে রায়ের বালককে নষ্ট করিয়াছে অত এব এখন পরামর্শ এই যে আমিও আপন মস্তক কাটিয়া ফেলি ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ আপন শিরঃছেদন করিয়া সে দেবতার চরণের নিকট পড়িলেন ৷ মুহূর্ত্তেক পরে কন্যা স্বামির বাহির হওনের বিলম্ব দেখিয়া আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন স্বামির ও ব্রাহ্মণের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে এ কি আপদ্ পথমধ্যে আমার উপস্থিত হইল যে স্বামির এমত দশা তবে আমার জীবনেতে আর ফল নাই আমিও আত্মমস্তক ছেদন করিয়া স্বামির সহিত দাহ হইব ইহা বলিয়া আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন ৷ এই সময়ে সে দেবতা হইতে এই শব্দ নির্গত হইল যে ও কন্যা তুমি আত্ম মস্তক ছেদন করিও না কিন্তু কাটা মস্তক উহারদের শরীরের সহিত শীঘ্র সংলগ্ন কর তবে উহারা জীবন পাইবেক ৷ কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র বড় ব্যস্তা হইয়া স্বামির মস্তক ব্রাহ্মণের দেহেতে আর ব্রাহ্মণের মুণ্ড স্বামির শরীরে সংযোগ করিলেন এবং সংযোগ হবামাত্র দুইজন প্রাণ পাইয়া স্ত্রীর সাক্ষাতে দাড়াঁইলেন ৷ পরে রায়ের পুত্রের শরীরে আর ব্রাহ্মণের মস্তকে মহা কলহ উপস্থিত হইল মস্তক বলে আমার পত্নী আমি লইব শরীর কহে এ স্ত্রী আমার আমি পাইব ৷৷

তোতা এই কথা যখন খোজেস্তাকে অবগত করিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী যদি তুমি তোমার প্রিয়তমের বুদ্ধি বিবেচনা করিতে চাহ তবে তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও যে এ কন্যা কে পাইবেক তিনি যদি সুবোধ হন তবে যথার্থ বলিতে পারিবেন নতুবা অপ্রকৃত কহিবেন। খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে প্রথম আমাকে কহ যে সে কন্যা কে পাইবে তোতা কহিলেক যেও কর্ত্রী তবে শুন মস্তক জ্ঞানের স্থান এবং শরীরের প্রধান অত এব বাবলের রায়ের মস্তক যে দেহে আছে সেই দেহ কন্যাকে পাইবেক ॥

যখন খোজেস্তা এই উপাখ্যান শুনিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এই কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন রহিত হইল ॥

॥ নবম ইতিহাস ॥

এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহণ করেন নাই তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বড় লজ্জিতা হইয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন জ্ঞানবানেরা কহিয়াছেন যে নারী লজ্জান্বিতা নয় সে নারী অন্য২ স্ত্রী লোকেরদেরহইতে মন্দ হয় অত এব এখন আমি পরপুরুষের নিকট

না যাই আপন বাটীতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি কেননা এ সকল নির্লজ্জের ব্যাপার ৷ তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী যাহা আজ্ঞা করিতেছ তাহা প্রকৃত বটে কিন্তু এই ভয় করি যদি সহিষ্ণু হইয়া থাক তবে পাছে রাজার ন্যায় কষ্ট পাও এবং পীড়িতা হও ৷ খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলনে যে রাজার কষ্টের কথা কি রূপ তাহা কহ ৷ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ॥

এক নগরে এক সয়দাগর তাহার প্রচুর ধন সামগ্রী তুরঙ্গ হস্তী এবং এক সুন্দরী কন্যা ছিল সে কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ হইয়া সেই ২ দেশীয় সল্লোকেরা ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষাতে সয়দাগরের নিকট আসিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন কিন্তু সয়দাগর এ কথাতে সম্মত হইলেন না ৷ যখন কন্যা বিবাহ যোগ্য হইল তখন এক দিবস সয়দাগর এক লিপি সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইলেন যে আমার কন্যা অতিসুন্দরী চন্দ্রবদনা মৃগনয়না অতি কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলযুক্তা গজেন্দ্রগমনা তাহার অমৃতের ন্যায় ভাষা শুনিয়া পক্ষীরা অজ্ঞান হইয়া মুগ্ধ হয় কন্যা রাজ্ঞীর উপযুক্তা যদি মহারাজা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন তবে আমার বড় পৌরুষ আর সম্মান বৃদ্ধি হয় ৷ রাজা এই পত্র পড়িয়া এবং ভক্ত প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইয়া মনে বিচার করিলেন যখন যে ব্যক্তির প্রাক্তন ভাল হয় তখন সে ব্যক্তির সকল উত্তম বস্তু আপনাহইতে তাহার নিকট উপস্থিত হয় ৷ ইহা বুঝিয়া আপনার বিশ্বস্ত পাত্র চারি জন ছিল তাহারদিগকে

কহিলেন তোমরা সয়দাগারের বাটী যাও যদি সয়দাগারের পুত্রী আমার উপযুক্তা দেখ তবে আমার নিকটে তৎক্ষণাৎ আনিও ৷ তার পর পাত্রেরা সয়দাগারের গৃহে পঁহুছিয়া তাহার কন্যার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞান হত হইল কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে স্থির হইয়া ঐ চারিজন পরামর্শ করিলেন যদি রাজা এমত সুন্দরী স্ত্রীকে দেখেন তবে ক্ষিপ্ত হইয়া দিবারাত্রি কন্যার নিকটে থাকিয়া রাজ কর্ম্মে মনোযোগ করিবেন না অত এব সকল কর্ম্ম নষ্ট হইবেক পাত্রেরা ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার রাজ সন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কন্যা অতিসুন্দরী নহে তাহার মত বিস্তর স্ত্রী রাজবাটীতে আছেন এই নিমিত্তে আনিলাম না ৷ রাজা পাত্রেরদের কথা শুনিয়া কহিলেন তোমরা যে রূপ কহিলে সে রূপ যদি হয় তবে সে কন্যাকে আমি চাহি না পরে রাজা কন্যাকে বিবাহ না করাতে সয়দাগর মনোদুঃখিত হইয়া কন্যাকে ঐ নগরের কোটালের সহিত বিবাহ দিলেন পরে কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক আমি এমত রূপবতী কিন্তু রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না এ বড় আশ্চর্য ৷৷

পরে এক দিবস রাজা কোটালের বাটীর দিগে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন এই কালে সে কন্যা আপনার রূপ লাবন্য প্রকাশ করিয়া আপন অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়াছিল ৷ রাজা তাহাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া সেই বাটীর নিকটস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন এ কন্যা কে বটে তাহারা কহিলেক মহারাজ ফলানা সয়দাগরের কন্যা

ইহাঁকে কোটালে বিবাহ করিয়াছে ৷ রাজা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া সে পাত্রগণকে ডাকাইয়া কহিলেন যে তোমরা এমত সুন্দরী কন্যাকে মিথ্যা করিয়া আমার নিকট কুরূপা কহিয়াছিলা ইহাতে তোমারদের বড় অপরাধ হইয়াছে ৷ অনন্তর পাত্রেরা উত্তর করিলেক যে শুন মহারাজ আমরা কন্যার অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিলাম যদি এ কন্যাকে রাজার নিকটে লইয়া যাই তবে ইহাকে রাজা দেখিবামাত্র রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্ত হইবেন একারণ মিথ্যা কহিয়াছিলাম ৷ রাজা পাত্রেরদের এই কথা পসন্দ করিয়া কহিলেন তোমরা এক প্রকার ভাল করিয়াছিলা বটে কিন্তু আমি কন্যাকে দেখিয়া অস্থির হইয়াছি ৷ রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা রাজাকে কহিলেক মহারাজ সে স্ত্রীকে প্রথম কোটালের স্থানে চাহ যদি সে না দেয় তবে বলের দ্বারা লইবেন ৷ রাজা উত্তর করিলেন যে আমি রাজা এমত কার্য্য আমার করা উচিত নহে কেননা এ অতি অবিচার আর দৌরাত্ম্য প্রজাকে ও ভৃত্যকে পীড়া দিয়া রাজধর্ম্ম নহে পরে রাজা সে স্ত্রীর কারণ ভাবিয়া২ কএক দিবসের মধ্যে পীড়িত হইয়া যথোচিত কষ্ট পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ৷৷

তোতা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আমার পরামর্শ নহে যে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক অত এব এক্ষণে তুমি উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ কর যদি সাক্ষাৎ না কর তবে তুমি রাজার ন্যায় পীড়াতে কষ্ট পাইবা পরে

খোজেস্তা গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না ॥

॥ দশম ইতিহাস ॥

এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে তারাগণের সহিত চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা জরির সাটী বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা আমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রের সময় বন্ধুর সমীপে যাইতে চাহি অত এব এই সময় যে ইতিহাস থাকে তাহা কহ ৷ তোতা ইহা শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক ॥

এক সহরে এক ধনবান্ সয়দাগর ছিল কিন্তু তাহার সন্তান ছিল না একারণ সয়দাগর এক দিবস অন্তঃকরণে স্থির করিলেন যে পৃথিবীতে আসিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আমার সন্তান নাই আমার মৃত্যু হইলে পর এই ধনকে ভোগ করিবেক অত এব এই সকল ধন ফকির আর গরিব ও অনাথেরদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য ৷ সয়দাগর ইহা পরামর্শ স্থির করিয়া আপনি সমস্ত ধন দান করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন নিদ্রার স্থাতে এক স্বপ্ন দেখিলেন

যে এক ব্যক্তি কহিতেছে ও ধনী আমি তোমার প্রাক্তন তুমি অদ্য সমস্ত ধন ফকিরেরদিগকে দিয়াছ তোমার সংসারের খরচ কি প্রকার চলিবেক ইহা ভাবিয়া কিছু রাখ নাই এই হেতু আমি তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াছি ৷ কল্য আমি বিপ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার নিকট যখন আসিব তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ঠ্যাঘাত করিবা আমিও সে যষ্ঠ্যাঘাতে ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবামাত্র আমার শরীর স্বর্ণ হইবেক সে কালে তুমি আমার শরীর ছেদন করিয়া স্বর্ণ লইবা তাহার পর যেমত আমার অবয়ব সেরূপ হইবেক ॥

দ্বিতীয় দিবস এক নাপিত সয়দাগরকে কামাইতেছিল এই কালে সে প্রাক্তনের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পঁহুছিল পরে সয়দাগর গাত্রোত্থান করিয়া কএক বার তাহার মস্তকে যষ্ঠ্যাঘাত করিলেন ব্রাহ্মণ সে যষ্ঠ্যাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া স্বর্ণ হইল ৷ নাপিত দেখিলেক একারণ সয়দাগর তাহাকে কএক মুদ্রা দিয়া নিষেধ করিলেক যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না ৷ নাপিত ইহা দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে ব্রাহ্মণকে যষ্ঠ্যাঘাত করিলে স্বর্ণ পায় ৷ নাপিত ইহা ভাবিয়া আপন গৃহে পঁহুছিয়া কএক বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া তাহারদের শীরেতে এমত এক যষ্ঠ্যাঘাত করিলেক যে তাহারদের মস্তক চূর্ণ হইয়া রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল তাহারাও যষ্ঠ্যাঘাত হইবামাত্র চিৎকার শব্দ আরম্ভ করিলেক সে শুনিয়া বিস্তর লোক একত্র হইয়া নাপিতকে সে দেশের বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া

গেল ৷ বিচারকর্ত্তা নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্য বিপ্রেরদিগকে যষ্ঠ্যাঘাত করিয়াছ নাপিত উত্তর করিলেক যে আমি এক সয়দাগরের বাটীতে গিয়াছিলাম সে সয়দাগরের নিকট এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল পরে সয়দাগর সে ব্রাহ্মণকে কএক বার যষ্ঠ্যাঘাত করিলেক তাহাতে সে ব্রাহ্মণের প্রাণ ত্যাগ হইল এবং তাহার শরীর স্বর্ণ হইল ৷ ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিলাম যদি আমি ব্রাহ্মণেরদিগে বড় যষ্ঠ্যাঘাত করি তবে আমি অধিক স্বর্ণ পাইব ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরদিকে মারিয়াছি কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ স্বর্ণ হইল না কেবল কলহ উপস্থিত হইল ৷ বিচারকর্ত্তা ইহা শুনিয়া সে সয়দাগরকে ডাকাইয়া কহিলেন ও সয়দাগর শুন এই নাপিত কি কথা কহিতেছে সয়দাগর উত্তর করিলেন এই নাপিত আমার চাকর ছিল কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াছে ৷ বিচারকর্ত্তা সয়দাগরের কথায় প্রত্যয় করিয়া নাপিতকে খেদাইয়া দিলেন ৷৷

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন করুণ ৷ পরে খোজেস্তা গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না ৷৷

৷৷ ইতি তোতইতিহাসের প্রসঙ্গ সমাপ্ত ৷৷

॥ চতুর উপাখ্যান শ্রী বিক্রমাদিত্যের বত্রিস পুত্তলিকা সংগ্রহহইতে ॥

একাদশী পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব থাকে। ভোজ রাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব ॥

পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্তের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্র পুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণুলক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প

করেন ৷ অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব ও দর্প যে কিছু সকলি লক্ষ্মীর প্রসাদে হয় ৷ অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয় ৷ ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া পরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায় ৷ অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হইবে ৷ এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে২ অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না ৷ এই রূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষ মূল গৃহ পত্র ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধন গর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয় ৷৷

এই রূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন ৷ নানা দেশ ভ্রমণ করিতেই মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন ৷ সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণাস্বরে রোদন শুনিলেন ৷ অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিল ৷ গ্রামস্থলোকেরা

কহিল আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি ॥

অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যেকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন ৷ রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের [illegible] জানিবার কারণ যোগ পাদুকারোহণ করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আই[illegible] ৷ তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে২ ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন ৷ অনন্তর যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে খড়্গহস্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ৷ তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রাক্ষস দয়ারহিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে করাঘাতে তাড়ন করিতেছে ৷ রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন রেরে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রীলোককে তাড়ন করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর ৷ রাজার এই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল রাজা কিঞ্চিৎ কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া খড়্গে রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন ৷

অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্ত্বিকস্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া সর্পমুখাপতিত ভেকীর প্রাণদান যেমত দেন তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণ দান দিলেন । আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্য করিয়া দিতাম । এই রূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন । অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন আজিঅবধি আপনি আমাকে আত্মদাসীর ন্যায় জানুন/ নব শত স্বর্ণ কলস পূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন । রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং এ স্ত্রীকে ও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন ॥

এই কথা একাদশীপুত্তলিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া কহিলেন হে ভোজ রাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ শুনিলা যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে আস সিংহাসনে বস । ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন ।

॥ ইতি একাদশী কথা সমাপ্তা ॥

॥ অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করিল ৷ হে ভোজরাজ শুন ॥

এক দিবস সামুদ্রক শাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষ মূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদচিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর প্রান্ত গমন করিবে এই সন্দেহেতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বসিয়াছেন ৷ ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এপদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র ৷ এই ভাবনাতে বিষন্নবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়াছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষন্নবদন

দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে, এখানে কেন বসিয়াছ বিষন্নবদন বা কেন ৷ পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রিক শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি ৷৷

রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে ৷ পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে ৷ রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম ৷ পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ ৷ রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্য বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণ রূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি ৷ রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাকপদ

চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষ্মাকেও নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র ॥

রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুমূলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রক শাস্ত্রার্থ তত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে ৷ পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না ৷ রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে ৷ পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে কর্পূরমন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্পূর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকিবে ৷ রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসার রূপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছেন ৷ তোমার ও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারণ করিয়া তৎ প্রত্যক্ষ কি প্রয়োজন ৷ পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থ সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন ৷৷

অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত ৷৷ শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন ৷৷

৷৷ ইত্যষ্টাবিংশতি কথা ৷৷

৷৷ ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ৷৷

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন ৷৷

এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশহইতে রাজসাক্ষাৎকার কারণ

আসিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর ৷ দ্বারি বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল ৷ রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন ৷ বৈতালিক শত২ স্বর্ণযাষ্টিক কর্ত্তৃক সাবধানী কৃত হইয়া রাজসভা প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভা বিন্যাস পরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন৷ বিবেচনা বিচক্ষণ শত২ ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানা বিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত বর্গবেষ্টিত৷ শ্বেতচামর বীজিত বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতচ্ছত্রোপসেবিত এতৎ সিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যেকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধান পূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই ৷ বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন ৷৷

বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে

না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাবা উপযুক্ত নয় ৷ অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজা ধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজন রক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধ স্থানে প্রস্থান করিব ৷ এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন ৷৷

ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজসাক্ষাৎহইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থানহইতে আকাশ পথে গমন করিলেন ৷ ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন ৷ ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎকালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল ৷ ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকা প্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজ সভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন

করিলেন। হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হওঁক॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রিতচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীবলোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাব স্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহ ত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অতএব সংপ্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভি লাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না॥

রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্ম্ম সংস্থাপনই কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কামকার ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা হয় বটে কিন্তু এই মনুষ্য শরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবেকাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্ন সাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য। বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ এবং যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামি মরণেতে ভার্য্যার মরণ

এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামী শরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহ সিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তি রূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ৷ ইহার দৃষ্টান্ত এই মণিমন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি-বহ্নি ব্যতিরেকে কখন.থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তি কতা অতএব মহারাজ লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয় ৷ যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জল প্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয় ৷৷

মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ ৷ রাজা পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘ কালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জল মধ্যে প্রবেশ করে তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশে দোদূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন ৷

অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে

ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারা পরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্যলোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রি রূদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রি বর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল। তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখগিয়া॥

ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরমধার্ম্মিকতাদি গুণ প্রশংসা যত করে সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে আমি অনেক ক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া

॥ চতুর কথা পুরুষপরীক্ষে সংগ্রহহইতে ॥

॥ অথ দয়াবীর কথা ॥

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের উপকারক তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় ৷ তাহার বিবরণ এই ॥

কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর তাহাতে অল্লাবুদ্দীন নামে এক যবনরাজ ছিল সে এক সময় কোনহ কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল ৷ মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া এই চিন্তা করিল যে সক্রোধ নরপতিতে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে ৷ তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজা এবং সূচক ও সর্প ইহারা কখন বিশ্বাসযোগ্য হয় না যে হেতুক সম্ভ্রম দর্শন করাইয়া নষ্ট করে তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না অতএব যাবৎআমি বদ্ধ না হই তাহার মধ্যে সম্প্রতি কোন স্থানে গিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করি এই বিবেচনা করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজনের দূর গমনে সাধ্য হইবে না এবং পরিজন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অকর্ত্তব্য ৷ তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে লোক নিজ কুল ত্যাগ করিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে অতি দূরে পলায়ন করে সে স্বজনত্যাগী

পরলোক গত প্রায় হয় তাহার জীবনেই বা কি প্রয়োজন অতএব এই স্থানে হম্বীরদেব নামা রাজা দয়াবীর আছেন তাঁহার আশ্রয়ে থাকি এই পরামর্শ করিয়া যবন সেনাপতি রাজা হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ বিনাপরাধে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত যে প্রভু তাঁহার ত্রাসেতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম যদি আমাকে রক্ষা করিতে পারহ তবে আশ্বাস দান কর নতুবা এখানহইতে অন্যত্র গমন করি ৷ রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে যবন তুমি আমার শরণাগত আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যম ও পরাভব করিতে পারিবেন না যবনরাজ কোন তুচ্ছ হইবে অতএব এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করহ ৷ মহিমাসাহ রাজার অভয়বাক্যেতে রণস্তম্ভন নামে দুর্গেতে নিঃশঙ্ক হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥

তদনন্তর যবনরাজ মহিমাসাহ ঐ দুর্গে আছে ইহা জানিয়া হম্বীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিবৃন্দদিগের পাদাঘাতে পৃথিবীকে কম্পায়মানা করত এবং বাহনসমূহের কোলাহলেতে দিকস্থ লোক সকলকে বধির করত এক দিবসে তাবদ্বর্ত্মোল্লঙ্ঘন করিয়া হম্বীরদেব রাজার দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টির ন্যায় বাণ বর্ষণ করিলেন ৷ হম্বীরদেব রাজা গম্ভীর পরিখাযুক্ত চতুর্দ্দিক এবং নাগদন্ত সহিত প্রাচীরযুক্ত ও পতাকাতে শোভিত দ্বার সকল এই মত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শ্রবণাসহ এমত ধনুর্গুণের শব্দপূর্ব্বক বাণ নিঃক্ষেপদ্বারা গগণমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন ৷ প্রথম

যুদ্ধের পর যবনরাজ রাজা হম্বীরদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া কহিল রাজন্ শ্রীযুক্ত যবনেশ্বর তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন যে আমার অপ্রিয় কার্য্যকারক মহিমাসাহকে ছাড়িয়া দেও যদি না দেও তবে আগামি প্রভাতে তোমার দুর্গ চূর্ণ করিয়া মহিমাসাহের সহিত তোমাকে যমালয় প্রস্থান করাইব। রাজা হম্বীদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে দূত আমি এ কথার উত্তর তোরে কি দিব তোর প্রভুকে খড়্গধারদ্বারা ইহার উত্তর দিব কেবল বাক্যেতে উত্তর করিব না শুন আমার শরণাগত লোককে যমও শত্রুভাবে দর্শন করিতে পারেন না যবনরাজ কি করিতে পারিবে। অনন্তর তিরস্কৃত দূত নিকটাগত হইলে যবনাধিপতি উন্মান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল॥

পরে উভয় সৈন্যের সংগ্রামে কোন২ বীর সম্মুখ যুদ্ধ করিতেছে কেহ২ পলায়ন করিতেছে কেহ২ বা নষ্ট হইতেছে কোন২ যোদ্ধারা বৈরি সংহার করিতেছে। এতদ্রূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন সংগ্রাম হইল। যবনরাজ অর্দ্ধাবশিষ্ট সৈন্য হইয়া এবং দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নিজ নগরে গমনোদ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে রায়মল্ল এবং রায়পাল নামে হম্বীরদেব রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনেশ্বরের নিকটে গিয়া এক বাক্য হইয়া কহিল হে যবনাধীশ আপনি কোন স্থানে যাইবেন না আমারদের দুর্গে দুর্ভিক্ষোপস্থিতি হইয়াছে আমরা দুই জন দুর্গের তথ্য সম্বাদ আনি কল্য কিম্বা পরশ্ব তোমার দুর্গ

গ্রহণ যাহাতে হয় তাহা করিব ৷ যবনরাজ ইহা শুনিয়া ঐ দুই মন্ত্রীকে পুরস্কার করিয়া দুর্গ দ্বার রোধ করিল ॥

রাজা হম্বীরদেব অত্যন্ত বিপদ্ দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে কহিলেন অরে যাত্রদেশ সম্ভূত যোদ্ধা সকল আমি পরিমিত সৈন্য করণক প্রচুর সেনাযুক্ত যবনেশ্বরের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে অতএব তোমরা দুর্গহইতে দূরে যাও ৷ যোদ্ধারা নিবেদন করিল হে মহারাজ তুমি করুণাপ্রযুক্ত যবনানুরোধে যুদ্ধে আপনার মরণ স্বীকার করিতেছ আমরা তোমার জীবনানুগত সম্প্রতি এতাদৃশ উত্তম স্বামী যে তুমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কেন কাপুরুষের পথে গমন করিব এ অকর্ত্তব্য যবনরাজ অতি ক্ষুদ্র ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইব তাহাতেই আশ্রিতেরদিগের রক্ষা হইবে অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয় লোকের রক্ষার নিমিত্তে হউক ॥

পশ্চাৎ যবন সেনাপতি কহিল হে মহারাজ আমি বিদেশীয় এক সামান্য লোক আমার রক্ষার নিমিত্তে কেন স্ত্রী এবং পুত্র ও রাজ্য, আর আত্ম প্রাণ নষ্ট করিয়া আমাকে ত্যাগ করহ ৷ হম্বীরদেব রাজা কহিলেন হে মহিমাসাহ তুমি আমাকে এ কথা কহিও না নশ্বর যে ভৌতিক শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি যশোলভ্য হয় তবে কোন জন তাহা ত্যাগ করিতে বাসনা করে যদি তুমি আমার কথা মান্য কর তবে তোমাকে নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে পারি ৷ যবন সেনাপতি উত্তর করিল যে আপনি আমাকে এ প্রকার আজ্ঞা করিবেন না আমি

সর্ব্বাগ্রে বিপক্ষের মস্তকে খড়্গ প্রহার করিব কিন্তু স্ত্রী লোকেরদিগকে দুর্গের বাহির করুন ৷ স্ত্রী সকল প্রত্যুত্তর করিলেন আমারদের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গ যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন আমরা তাঁহা ব্যতিরেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব যেমত লতা সকল বৃক্ষ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করে না সেই রূপ স্ত্রী লোক পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না সংসারের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীরদিগের প্রাণ স্বামীর জীবনানুগত হয় তন্নিমিত্তে আমরা বীরপত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে অগ্নি প্রবেশ তাহাই করিব যে হেতুক হম্বীরদেব রাজার পরার্থে প্রাণ ত্যাগ স্বীকৃত হইয়াছে এবং বীরগণের সংগ্রাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ যোষিদ্বর্গেরও অগ্নি প্রবেশ অভিমত হইয়াছে ৷৷

অনন্তর প্রভাতে উপস্থিত যুদ্ধে রাজা হম্বীরদেব সন্নাহযুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া উত্তম যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাক্রম করত দুর্গহইতে বহির্গমন করিলেন ৷ পরে খড়্গ প্রহারে বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্বসমূহকে নিপাত করিয়া এবং পদাতিরদিগকে সংহার করিয়া সেনাগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কবন্ধবর্গকে নৃত্য করাইলেন এবং রুধিরধারা প্রবাহেতে পৃথিবী ভূষিতা করিয়া এবং বাণেতে বিক্ষতশরীর হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে হস্তী পৃষ্ঠহইতে ভূমিতে পড়িলেন এবং শরীর ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্য মণ্ডলে লীন হইলেন ৷ সেই কালে পণ্ডিতেরা কহিলেন যে উত্তম প্রসাদ ও অনুপম গুণারশীভূতা যুবতি স্ত্রী আর বংশ সম্পত্তি সহিত রাজা ইহার এক বস্তুও কেহ ত্যাগ

করিতে পারে না রাজা হম্বীরদেব এই সকল সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে রণে পতিত হইলেন ॥

॥ ইতি দয়াবীরের কথা সমাপ্তা ॥

॥ অথ সত্যবীরের কথা ॥

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া মিথ্যাবাদী হইবেন কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ॥

পূর্ব্ব কালে হস্তিনানগরে মহামল্ল নামে এক যবন রাজ ছিলেন তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন করিয়া রাজ্য করেন ৷ মহামল্লের ঐশ্বর্য্যাসহন শীলি কাফররাজ সৈন্যসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া মহামল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার নিকটে গেলেন ৷ যবনেশ্বর কাফররাজকে নিকটোপস্থিত জানিয়া বাহ্লীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ ২ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত্ত হইয়া নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন ৷ তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফররাজের বলবান বীরগণকর্ত্তৃক ভাজ্যমান হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল ৷ পশ্চাৎ যেমত সিংহ ভয়েতে হস্তীযূথ পলায়ন করে সেই প্রকার মরণ ভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন হে আমার যোদ্ধা সকল তোমারদের মধ্যে রাজা কিম্বা রাজপুত্র এমত কেহ নাহি যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন আমার সেনাগণকে নিজ

বাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে ৷ যবনস্বামির এই বাক্য শুনিয়া কাঁটজাতি নরসিংহদেব নামা রাজকুমার এবং চোহান জাতি চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন হে স্বামিন্ নীচগামি সলিল প্রায় শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ তাহারদিগকে সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে যদি আপনি এক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিত কিম্বা চিত্রা শায়ী করি ৷ যবনাধিপতি কহিলেন তোমরাই সাধু তোমারদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে ॥

তাহারপর নরসিংহদেব সাহস স্ফুরিতবাহু হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফরবাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন পরে নর সিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত শ্বেতছত্রের তলস্থিত কাফররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন ৷ কাফররাজ সেই অস্ত্র প্রহারেতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িলেন ৷ সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং ত্যক্ত জীবন সেই কাফররাজের মস্তক ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন ৷ যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ মস্তক কাহার ৷ চাচিকদেব উত্তর করিলেন এ মস্তক কাফররাজের ৷ যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বীরে কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন ৷ চাচিকদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ অনুপম পরাক্রম

এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া কাফররাজের শিরশ্ছেদন করিলাম ৷ যবনস্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন নরসিংহদেব কোথায় আছেন ৷ চাচিকদেব কহিলেন হে ভূপাল কাফররাজের সন্নিধিবর্ত্তী এবং স্বামি সংহার জন্য কোপে কম্পিত কলেবর এমত বীরগণকর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না ৷ সেই ক্ষণে যবনেশ্বর হত নায়ক এবং পলায়মান শত্রু সেনা সকলকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামি নিজ সেনাগণকে কহিলেন হে আমার যোদ্ধাগণ তোমরা কেন শত্রু সেনাগকে নষ্ট করিতেছ সম্প্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং কাফররাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব তাঁহাকে আনিয়া দেও ৷৷

পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া অনেক নারাচাস্ত্র প্রহারেতে ছিন্ন ভিন্ন শরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্র২ ধারাতে স্ফুটিত কিং শুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরসিংহদেব তুমি বাঁচিবা ৷ নরসিংহদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ আমি যাহা করিয়াছি আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন ৷ নরপতি প্রত্যুত্তর করিলেন চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার শত্রু বিনাশ করিয়াছ তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য জানিয়াছি ৷ নরসিংহদেব

কহিলেন আমি যাঁহার হিতেচ্ছাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম যদি তিনি সে সকল জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল অতএব আমি দীর্ঘ জীবী হইব ৷ তদনন্তর যবনরাজ মল্লদেবের শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া এবং নানাপ্রকার ঔষধ সেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহকে অক্ষত শরীর করিলেন ৷৷

পরে যবনরাজ সহস্র২ উত্তমাশ্ব ও লক্ষ২ স্বর্ণ ও ছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন ৷ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবনরাজকে নিবেদন করিলেন হে রাজাধিরাজ যুদ্ধ করা রাজপুত্রেরদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম আমি কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ সম্মান করিলেন সে যে হউক যদি আমার পুরস্কার বিহিত হইল তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন তিনি সত্য প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়া আমার যশঃ প্রশংসা করিয়াছেন স্বীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাহি ইনি মারণচিহ্নরূপক শত্রু মস্তক আনিয়াও আমি বৈরি বিনাশ করিয়াছি ইহা কহেন নাহি তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য ৷ পরে চাচিকদেব কহিলেন হে রাজকুমার আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য নহে আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব ৷ তাহা শুনিয়া নরসিংহদেব কহিলেন হে সত্যবীর চাচিকদেব তুমি সাধু তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম

যে তুমি পণ্ডিত এবং সতীপুত্র ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয় ৷ তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন ৷৷

৷৷ ইতি সত্যবীর কথা সমাপ্তা ৷৷

৷৷ অথ শস্ত্রবিদ্যকথা ৷৷

শস্ত্র বিদ্যাহইতে শাস্ত্র বিদ্যা স্বাভাবিক ক্ষুদ্রা যে হেতুক শস্ত্রকর্তৃক রাষ্ট্র রক্ষিত হইলে শাস্ত্র চিন্তার প্রবৃত্তি হয় ৷ যিনি সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া তাহার যথার্থবেত্তা হন তিনিই শাস্ত্রবিদ্যরূপে খ্যাত হন এবং অস্ত্রব্যাপারে অতি নিপুণ হইতে পারেন ৷ তাহার উদাহরণ ৷৷

ধারা নামে এক রাজধানী ছিল সেখানে বিবেকশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পুত্র নির্ব্বিবেক নামা বসতি করে সে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া এবং বিশিষ্টাচার হীন হইয়া ব্যাধগণের সহিত মৃগয়াতে আসক্ত হইল ৷ এক সময় সেই ব্রাহ্মণ মাতার অনুনয় বাঁকোতে মৃগয়ার নিমিত্তে বনে না গিয়া গৃহে থাকিল এবং সেই সময়ে এক দেবালয়ের গর্ত্ত মধ্যে শব্দ করিতেছে যে কপোত সকল তাহার দিগকে দেখিয়া চিন্তা করিল যে এই দেবমন্দিরের উপরে উঠিয়া পারাবত সকল পাড়িয়া আনি ৷ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কামুক লোক স্ত্রী ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুতেই সুখী হয় না এবং পিশুন

লোক খলতা ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না হিংস্রলোক হিংসা না করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না ॥

অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত লইবার নিমিত্তে দেবমন্দিরে উঠিয়া গর্ত্তে হাত দিয়া গর্ত্তস্থ সর্পকে করিয়া পারাবত জ্ঞানে আকর্ষণ করিল তাহাতে সেই আকৃষ্ট সর্প ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত বেষ্টন করিল ৷ তখন ঐ ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল যদি আমি সর্প ত্যাগ না করি তবে এক হস্তাবলম্বনে দেবালয়হইতে নামিতে পারি না যদি ত্যাগ করি তবে ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিবে সম্প্রতি কি করি এতদ্রূপ বিপত্তিগ্রস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল হে লোক সকল আমাকে রক্ষা কর ৷ গ্রন্থকারেরা কহিয়াছেন যে লোক আপনার দোষ গ্রহণ করে না এবং সর্ব্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয় সেই মনুষ্য ঐ ব্যসন জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্য কাতর হয় ৷ অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল ৷ এবং রাজা ভোজ ঐ সম্বাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেই স্থানে আগমন করিলেন কিন্তু সকল লোক উৎকণ্ঠা ও শীঘ্রতার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের ত্রাণের কোনহ উপায় অবধারিত করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন ॥

রাজা ভোজ পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দেবমন্দিরের মস্তকে এক হস্তাবলম্বী এবং ভুজঙ্গেতে বেষ্টিত দ্বিতীয় হস্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলকে কহিলেন হে মনুষ্য সকল তোমারদিগের মধ্যে

এমত কেহ আছে যে এই বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই রক্ষাতে ব্রাহ্মণ উপদ্রবরহিত হইয়া অনায়াসে দেবমন্দির হইতে নীচে আসিতে শক্ত হয় এমত করিতে পারে তবে আমি তাহাকে অবশ্য এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব ৷ ভোজ রাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত জাতি সিংহল নামে এক পুরুষ ধনুর্বিদ্যাতে অতি কুশল সে কহিল. হে নরেন্দ্র. এই বিপ্রের রক্ষার নিমিত্তে বিস্তর প্রয়াস করিব না আমি অল্প প্রয়াসেতে বিপ্রকে নীচে আনিতেছি কিন্তু ব্রাহ্মণ ভুজঙ্গবেষ্টিত ঐ বাহু আমাকে দর্শন করাউক তাহাতে বিপ্র ও সেই রূপ করিল ৷৷

পরে ঐ রাজপুত ধনুকেতে নারাচাস্ত্রযোগ করিয়া এবং ঐ অস্ত্র কর্ণমূলপর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া ত্যাগ করিল এবং সর্পের মস্তক ছেদন করিল তাহাতে সর্পের শরীর ব্রাহ্মণের হস্তত্যাগ করিয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ৷ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগ ও স্ববশ হইয়া দেবালয়হইতে নামিলেন ৷ রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ রাজপুতকে স্বীকৃত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং উত্তম বস্ত্র ও নানালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ৷ কোন কবি তাহা দেখিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই ৷ যে সিংহল রাজপুত ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ এবং লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া ভূপালকর্তৃক পূজিত হইল অতএব মনুষ্য সুশিক্ষিত অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে কি২ লাভ না করিতে পারে অর্থাৎ রাজ্য প্রভৃতি অনেক উত্তম বস্তু লাভ করিতে পারে ৷৷

৷৷ ইতি শস্ত্রবিদ্যকথা সমাপ্তা ৷৷

॥ অথ হাস্যবিদ্যকথা ॥

যে লোক অঙ্গের ও বাক্যের বিকৃতিদ্বারা ধনিরদিগকে হাস্যযুক্ত করে সেই পুরুষ সর্ব্বত্র হাস্যবিদ্যরূপে খ্যাত হয় ৷ তাহার উদাহরণ এই ॥

কাঞ্চীপুরীতে সুপ্রতাপ নামে এক রাজা থাকেন ৷ সেই নগরীতে চারি চোর কোন ধনবানের ঘরে সিঁধ দিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া যখন ঘরের বাহিরে আইসে তখন নগর রক্ষকেরা সিঁধের দ্বারে ই সকল দ্রব্যের সহিত চোর সকলকে ধরিয়া নরপতির নিকটে উপস্থিত করিল ৷ রাজা তাহারদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারদ্বারা তাহারদিগকে চোর অবধারিত করিয়া ঘাতুক পুরুষেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে এই চোরগণকে শূলে দিয়া নষ্ট করহ ৷ দণ্ড নীতিশাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন যে শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা ও দুষ্টলোকের দমন করা রাজার ধর্ম্ম ৷ অনন্তর নরপতির আজ্ঞানুসারে ঘাতুক পুরুষেরা ঐ চোরগণকে নগরের বাহিরে লইয়া তাহারদের তিন জনকে শূলে দিয়া নষ্ট করিল ৷ সেই সময়ে চতুর্থ চোর চিন্তা করিল যে মরণ নিকটোপস্থিত হইলে আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য হয় কিন্তু লোকের মৃত্যু হইলে সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হয় অপর কোনহ লোক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া এবং রাজদণ্ডে ম্রিয়মাণ হইয়া যদি আত্ম রক্ষার উপায় করিতে পারে তবে সেই ম্রিয়মাণ লোক যমের দ্বারহইতে ফিরিয়া আইসে অতএব আত্ম

রক্ষার কোন উপায় করি ৷ ইহা স্থির করিয়া কহিল ও ঘাতুক পুরুষ সকল তোমরা আমারদিগের তিন জনকে নষ্ট করিয়াছ কিন্তু আমাকে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পশ্চাৎ নষ্ট কর তাহার কারণ এই যে আমি এক উত্তম বিদ্যা জানি আমি পঞ্চত্ব পাইলে সেই বিদ্যার প্রচার থাকিবে না অতএব আমি সেই বিদ্যা রাজাকে শিক্ষা করাইব তাহারপর তোমরা আমাকে নষ্ট করিও তথাপি পৃথিবীতে সেই বিদ্যা থাকিবে ৷৷

ঘাতুকেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল ও চোর তুই অতি মূর্খ বধস্থানে আসিয়াও এখন বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছিস্ তুই নরাধম রাজা কেন তোর বিদ্যা গ্রহণ করিবেন ৷ চোর পুনশ্চ কহিল রে ঘাতুকেরা তোরা কি রাজার কার্য্য ক্ষতি করিবি যদি রাজা শুনেন তবে অবশ্য এই বিদ্যা গ্রহণ করিবেন বরং রাজা তোরদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিবেন ৷ ঘাতুকেরা চোরের কথাক্রমে রাজাকে ঐ বিদ্যার সম্বাদ কহিল ৷ রাজা তাহা শুনিয়া কৌতুকার্থে সেই চোরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে চোর তুই কি বিদ্যা জানিস্ ৷ চোর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ আমি সুবর্ণকৃষি বিদ্যা জানি ৷ রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এ বড় আশ্চর্য্য ৷ চোর নিবেদন করিল হে রাজাধিরাজ এক সর্ষপ পরিমিত সুবর্ণের বীজ করিয়া নিয়মমত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসেতে ঐ বীজ সুক্ষের ন্যায় অতি স্থূল হইবে তাহার বৃক্ষেতে এক পল পরিমিত স্বর্ণপুষ্প হইবে

মহারাজ আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন ৷ রাজা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন ও চোর ইহা সত্য ৷ চোর গললগ্নবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল যে মহারাজের সম্মুখে কে মিথ্যা কহিতে পারে যদি আমার কথার কিছু অন্যথা হয় তবে এক মাসের পর আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন এবং যদি সত্য হয় তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন ৷ রাজা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে কহিলেন যে তাহা কর ৷৷

অনন্তর চোর স্বর্ণকার দ্বারা সুবর্ণের সর্ষপ পরিমিত বীজ নির্ম্মাণ করিয়া রাজার অন্তঃপুর মধ্যে ক্রীড়াসরোবরের নিকটে ভূমি পরিষ্কার করিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ সকল প্রস্তুত হইয়াছে সম্প্রতি এই বীজ বপনকর্ত্তা কোন লোককে দিতে আজ্ঞা হউক ৷ রাজা কহিলেন তুই বীজ বপন কর ৷ চোর উত্তর করিল হে মহারাজ স্বর্ণ বীজ বুনিতে আমার অধিকার নাই যদি অধিকার থাকিত তবে এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখী হইতাম না যে লোক কখন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন তিনি এই বীজ বুনিতে পারেন অতএব মহারাজ এ বীজ বপন করুণ ৷ রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন যে আমি সন্যাসিরদিগকে দিবার নিমিত্তে পিতার নিকটহইতে কিছু ধন লইয়া সন্যাসিগাকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম কিছু আপনি লইয়াছিলাম এ কার্য্যও এক প্রকার চুরি হয় অতএব আমি বীজ বপন করিতে পারি না ৷ চোর এ কথা শুনিয়া কহিল তবে মন্ত্রী বপন করুণ ৷

মন্ত্রী কহিলেন আমি রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছি কি প্রকারে কহিব যে আমি কখন চুরি করি নাই ৷ পরে চোর কহিল তবে ধর্ম্মাধিকারী বীজ বপন করুণ ৷ পশ্চাৎ ধর্ম্মাধিকারী উত্তর করিলেন আমি বাল্যকালে মাতার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াছিলাম ৷৷

চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হা যদি আপনারা সকলেই চুরি করিয়াছেন তবে কেবল আমার প্রাণ দণ্ড কেন হয় ৷ সভাস্থ সকল লোক চোরের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ও চোর তোর প্রাণ দণ্ড হইবে না পরে মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন ও মন্ত্রিগণ এই চোর দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াও বুদ্ধিমান এবং হাস্য রসে প্রবীণ বটে অতএব আমার নিকটে থাকুক প্রসঙ্গ ক্রমে আমাকে সন্তুষ্ট করিবে ৷ রাজার আজ্ঞাতে চোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নরপতির নিকটে থাকিল ৷ সেই কালে সকল লোক বিবেচনা করিলেন যে সংসারের মধ্যে চোরহইতে অধম কেহ নাই সেই চোর হাস্যবিদ্যাতে আপনার মৃত্যু বারণ করিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইল অতএব হাস্য বিদ্যা অন্য২ উপবিদ্যাহইতে উত্তমা ৷৷

৷৷ ইতি হাস্যবিদ্যাকথা সমাপ্তা ৷৷

৷৷ সমাপ্তি ৷৷

he gave orders to the royal attendants, to appoint him to the duty of sentinel. Agreeably to this command, the officers fixed him in that post.

" It was the custom of this man to stand every night, resting on one foot, with his face directed towards the King's upper apartments. It chanced one night, that the King was pacing back and forwards on the terraced roof of the palace, and looking out on every side, he observed some one standing below, resting on one foot. When the King perceived this, he called out to know who it was, and for what purpose he was standing on one foot. The Sentinel replied, 'that he was anxious to get a sight of the royal countenance, and that now, by the assistance of his good fortune, having obtained it, he was overjoyed.' While this conversation passed between the King and the Sentinel, a voice was heard from the plain, as of a person saying, 'I am going! where is the person who is able to bring me back?' The King, on hearing this, was extremely surprised, and enquired of the Sentinel whether he knew any thing of the cause of this exclamation. The Sentinel replied, 'Great Prince! for some time past, at night-fall, I hear this exclamation, but owing to my duty of sentinel, I am unable to ascertain whose voice it is; but if your Majesty permit me, I will go without delay, and having accurately ascertained the cause, will return and explain the matter to your Majesty's[1] attendants.'

" The moment the Sentinel obtained the King's permission, he departed; and the King, immediately after, having covered himself up in a black blanket, followed the Sentinel. When the Sentinel reached the place from whence the voice proceeded, he found a beautiful woman standing in the road, crying out, 'I am going! who is able to bring me back?' On hearing this, the Sentinel inquired of the female who she was, and why she uttered these words. The woman replied, 'I am the visible form of the King's life, which being now

 come

[1] It is usual, in Hindustan, when an inferior is addressing a great man, for him to speak as if he was directing his conversation to the great man's attendants; apparently, to mark his own inferiority and unworthiness to address himself personally to one so much his superior. In the same way, an inferior directs his letters to the " Attendants" of the person for whose perusal they are really designed.

come to a close, I am about to depart.' The Sentinel, on hearing this, said, 'How may you, who are the King's life, be made to return?' The Shade replied, 'If you will offer up your son's life, in exchange for that of the King, I will then certainly return, and the King having yet survived for some time, shall not quickly die.' This intelligence very much pleased the Sentinel when he heard it, and he answered, 'If by giving my own life, and my son's life, I may preserve the King, I will certainly give them; but do you stay for an hour, that I may go home to my house and fetch my son, to offer him up.' On saying this the Sentinel set off for his own house, and explained the matter to his eldest son. As soon as the Sentinel's son, who was a person of discrimination, heard all, he replied: 'The King of Tabristan is an upright monarch, a cherisher of his subjects, and one who alleviates the miseries and distresses of his people; if by my being offered up he should be preserved, it would be a most excellent thing, because by my death there can be no loss; but should any evil befal the King, some worthless person may become our sovereign in his place, through whose tyranny thousands upon thousands may perish, and the country be ruined; but by the King of Tabristan surviving, thousands upon thousands of the people will experience happiness, and the country will flourish in prosperity. Besides, I have heard from my teacher, who one day addressed his scholars to this effect: 'that if one of the attendants of a just King should be put to death to preserve the monarch's life, there would be no crime in the act.' God grant that so good a sovereign may not perish, and be succeeded by some unjust King. Take me, therefore, instantly into the presence of the Shade, and cut off my head.' The Sentinel then took his son before the Shade, and having bound him hand and foot, and his son's head being bent down, he was ready to strike it off. The Shade, on seeing this, instantly seized hold of the Sentinel's hand, and exclaimed, 'Do not behead thy child! God, who is the maker of all things, being highly satisfied with your disinterestedness and worth, has with great compassion permitted me to return, and exist for sixty centuries.' The Sentinel, on hearing these glad tidings, was very much delighted.

"The

"The King having overheard all this conversation, which took place between the Sentinel and the Shade, and having beheld every thing, reached home before the Sentinel, and began to pace up and down on the terrace as before.

"A short time having elapsed, the Sentinel presented himself before the King, and having made his obeisance, invoked a blessing on his Majesty, saying, 'May there be an increase of the King's life and power, and of his empire and army!' The King then enquired of the Sentinel, what he had ascertained with regard to the sound. The Sentinel replied, 'Great King! command that it may be heard.[1] A lovely female, of exquisite symmetry, who had deserted her abode, was seated in the middle of the road, and bewailing her misfortunes, saying, 'I am going! is there no one who will bring me back?' When I got to this female, I effected a reconciliation between her and her Lord, by means of mild and conciliating language. This female has now agreed not to quit her dwelling place for sixty centuries.' The King being delighted with the noble conduct and address of the Sentinel, said to him, 'Sentinel, the very moment you left the vicinity of the palace I followed you, and from a distance overheard the conversation that passed between you and the Shade, as well as that between you and your son, and I likewise beheld every thing which took place. God will reward you, and I will implore from Him that I may remove your poverty, and render you affluent.'

"Shortly after, the King having taken his seat on his throne, and being surrounded by all the judges and nobles of the land, he in their presence installed the Sentinel in the office of prime minister and treasurer, and confided to his care all the keys belonging to his office."

The night was at an end, and the morning dawned, just as the Parrot finished this story. On this account Khojesta was unable to go to her lover; and as she had been awake the whole night, listening to the story of the Parrot, she retired to rest upon a velvet couch.

THE

[1] Here, as in note 1, page 93, the Sentinel speaks as if he addressed himself to the attendants of the King.

THE THIRD STORY.

Of a Goldsmith and a Carpenter, who hid some Golden Images which they had stolen.

As soon as the sun had set and the moon arose, Khojesta, having adorned herself with many jewels, went into the presence of the Parrot, and requested permission from him that she might go and visit her lover. The Parrot answered her, saying, "On the very first night even, I gave you permission, why, therefore, have you made any delay? Go quickly; but if he to whom you are going covered with all these jewels, should covet them, and forget the love and esteem which he has for you, just as the Goldsmith who, through a desire to possess some golden images, relinquished a friendship that had long subsisted between him and the Carpenter, then what will you do?"

Khojesta, anxious to know the particulars of the story of the Goldsmith and the Carpenter, requested the Parrot to detail all the circumstances. condition

The Parrot began his relation, by saying "In a certain city there was a Goldsmith and a Carpenter, between whom there existed so great an affection, that every one who saw them concluded they must be two brothers. It happened that the Goldsmith and Carpenter travelled together into a foreign country, and having arrived in a certain city, and being destitute of bills of exchange, they determined that, as there was an idol-temple in the city, in which were many golden images, it would be advisable to assume the garb of brahmans, and then to repair to the temple to perform the various rites of adoration to the divinities, so that, when an opportunity should offer, they might purloin a few images.

"Having formed this contrivance, these two persons, having dressed themselves like brahmans, went into the temple, where they began to perform the ritual of worship. The other brahmans, seeing their extreme piety, became ashamed, and a few of them ceased to attend the temple; and if any one asked them why they had abandoned the place, they would reply, 'that two brahmans who

who had arrived, did pray and reverence the gods in such a way, that they, not being able to equal them, were ashamed, and consequently left the temple.

" In this way all the former brahmans gradually quitted the place, and the Goldsmith and Carpenter, laying hold of the opportunity, took all the idols, and departed for their own country. When they arrived near their native city, they buried the images under a tree, and went to their own dwellings.

" One night the Goldsmith having gone alone, took all the images out of the ground, and carried them to his own house; and going in the morning to the Carpenter, he said: 'Oh, Carpenter, you have forgotten former friendship, and have taken the whole of my share; how long do you think you will enjoy such wealth?' The Carpenter, on hearing this, was astonished, and immediately understood that the Goldsmith had deceived him, and taken all the images. In consequence, the Carpenter said to him: 'Oh, Goldsmith, what you have done, that I comprehend; but you not having kept God in sight, have fixed this false imputation upon me; however, there is a God!' Saying this, he began to think how he might obtain redress: as it was evident to the Carpenter that nothing was to be gained by quarrelling with the Goldsmith, he remained silent.

" A few days after, the Carpenter carved a wooden image to resemble the Goldsmith, and he dressed it likewise in cloaths similar to his. He then got two little bear's cubs, and was in the habit of putting the food of these cubs in the skirts and sleeves of the image; and out of these, when hungry, the young bears would go and feed.

" As soon as the Carpenter saw that the young bears had conceived a great fondness for the image, he one day invited the Goldsmith and his wife, as well as many of the neighbouring females. The Goldsmith's wife brought her two children with her. The Carpenter took the two children, and hid them; and having produced the bear's cubs, screamed out, 'What a marvellous thing is this I see, the Goldsmith's children have suddenly become like bears; this is a most afflicting circumstance!' The Goldsmith, on hearing this exclamation, went to the spot, and having looked, exclaimed, 'Never, Carpenter, has it

 happened

happened that a human being has become a bear; this is all a feint.' In short, the Goldsmith and Carpenter having quarrelled, went before the Cazy, who was the judge of that place. The Cazy called on the Carpenter to explain how it was possible that a human being could become a bear. The Carpenter replied, that the two children were playing together, when all on a sudden they fell on the ground, and were turned into bears. The Cazy asked him how such a story could be credited without some proof. The Carpenter answered: 'I have read in ancient books of one animal being transformed into another, but still retaining its former understanding; now, if these have become bears, they will recognise the Goldsmith, and my assertion will be verified; and if they have not been transformed, they will not go near him.' The Cazy having agreed to abide by this mode of proof, ordered the cubs to be brought. The Carpenter, in obedience to the order of the Judge, brought the young bears, and set them loose in the hall of justice, before all the people, of whom there were many present. The young bears, paying no attention to any thing else, but seeing the dress and form of the Goldsmith the same as that of the image, began to play and rub their heads against his feet. The Cazy seeing this before his face, said to the Goldsmith, 'I am fully convinced that your children have become bear's cubs. Take them home. Why have you uselessly quarrelled with the Carpenter?'

"The Goldsmith, seeing there was no remedy, went to the house of the Carpenter, and having prostrated himself at his feet, said: 'Because I did not restore you your share, you have acted in this way; now do you, having pardoned me, take your share, and restore me my children.' The Carpenter replied: 'You have acted treacherously with me, and have consequently been guilty of a great offence, which you ought never to repeat; but having turned your thoughts away from it, there is a possibility that your children may quit the form of bears, and take that they had before.' The Carpenter then hinted at his share of the gold, and having received it, he restored the two children to the Goldsmith."

When the Parrot had finished this story, he enjoined Khojesta not to go near

near her lover covered with her jewels; for, says the Parrot, "if he, like these two, should forget his affection, what then would you do?" When Khojesta heard this, she took off her jewels, and was just ready to go to her lover, but at this moment the morning began to dawn, and she deferred going that day.

THE FOURTH STORY.

Of a Young Nobleman, who formed an erroneous Opinion of the Conduct of a certain Soldier's Wife.

WHEN the sun had set and the moon arose, Khojesta came into the presence of the Parrot, and said: "You seem little aware of what I suffer; I am quite restless through love for the Prince; give me, therefore, permission to go to my lover to-night." The Parrot replied: "I am very much afflicted at your distress; you pass whole nights in listening to stories; but why don't you rather go to your lover? Still I have this apprehension, that if in the midst of this your Lord should come back, then you, not being able to visit your best beloved, will feel extremely mortified; just as the Nobleman's son was made by the Soldier's wife: so will it be with you." Khojesta, on hearing this, enquired the particulars respecting the Soldier's wife and the Nobleman's son. The Parrot began his relation as follows.

"In a certain city there was a Soldier, who had a very handsome wife; but the Soldier, fearful that she might go astray, never for a moment ceased to watch her most carefully. He for this reason would not leave his wife behind him, and go abroad to seek a livelihood. Having in consequence become miserably poor, his wife one day addressed him to this effect: 'Oh, my lord, why do you not go abroad; and why is it that you have given up service?' Her husband answered: 'Lest, when I am gone for employment, you should do what is improper; and through this idea I have not fixed you in any place, that I might go and seek service.' His wife replied: 'It is not right to form such an opinion, because the virtuous woman is not to be fooled by any one;

while

while she who is depraved cannot be guarded by all the caution of her husband. In proof of this listen to the following story.

" 'There was a Magician in a certain country, who, having transformed himself into an elephant, used to carry his wife on his back, and roam about from forest to forest; yet, in spite of all this vigilance of her husband, she contrived to form an intimacy with another man.' The Soldier enquired how the woman had managed to do so. His wife began her narration thus: 'A man, seeing an elephant with a canopy on its back, in the midst of a certain forest, being very much afraid, climbed up a tree. All on a sudden the elephant stopped under that very tree, and having taken off the canopy, went to graze. The man seeing that there was a beautiful woman under the canopy, came down from the tree, and the woman observing the man, came out from her canopy; and after an interchange of sentiments, they both reposed themselves under the tree, and passed their time as was most agreable to themselves. Shortly after this, the female took out a string covered with knots from a bag, and put another knot upon it. When the man saw this, he asked her for what purpose it was intended. The damsel replied: 'My master is a great magician, and by means of his art he changes himself into an elephant, and then he puts me on his back, and roams about from forest to forest, to the end that I may not converse with any other man; yet, notwithstanding all his caution, I have contrived to be intimate with a hundred men; and by way of remembrance, I have tied a hundred knots upon this cord, and through your kindness I have added another; and it has now, altogether, one hundred and one knots.' When the Soldier's wife had finished her story, the Soldier asked her what she recommended him to do. The wife replied: 'Hear, my husband! this is my advice. Do you try to procure a service in a foreign country; and I will give you this nosegay, by which, as long as it remains fresh, you may know that I have in no way fallen from virtue; but when it shall be withered, you may then be sure that I have done something wrong.' The Soldier having heard the advice given him by his wife, determined upon going abroad; and at the moment of departure she gave him the nosegay, and dismissed him.

" Shortly

" Shortly after the Soldier, having arrived in a certain city, took service under one of the nobles of the place. At the same time, he carefully preserved the nosegay given him by his wife. It being the winter season, the young Nobleman remarked to his companions, that at that season there was not a fresh flower to be seen in any garden, nor was it possible even for the most wealthy to obtain one; it was therefore most astonishing from whence this poor Soldier could obtain a fresh nosegay every day. His companions replied, that they too were very much puzzled by the same thing.

" The young Nobleman, in consequence, enquired of the Soldier from whence and in what manner he got the nosegay. The Soldier told him how his wife had given it to him, and how she had informed him, that as long as it remained fresh, he might be certain that she continued virtuous, but that when he should find it faded, he might be sure that she had gone wrong; and that she, on saying this, had dismissed him. The young Nobleman, on hearing this, began to laugh, and told the Soldier that his wife must be a sorceress, and that by her charms she made the nosegay appear ever fresh.

" There were two cooks in the service of the young Nobleman, who were very clever and shrewd; to one of these he gave orders to go to the Soldier's house, and by some stratagem to get acquainted with his wife, and then to return immediately and explain every thing, when it would be seen whether the nosegay was fresh or faded.

" Agreeably to the orders of the Nobleman, the Cook set off for the Soldier's city, where, on his arrival, he commissioned an old woman to go to the Soldier's house. The old woman contrived some way or other to make known the wishes of the Cook to the Soldier's wife. She, after some conversation with the old woman, told her that she should first bring the man, that she might see whether he was a suitable person or not. The old woman in consequence conducted the Cook to the Soldier's house. The wife whispered in the Cook's ear: 'Do you leave this house instantly, and say to the old woman that you do not like this woman, and that you cannot form any intimacy with such a person; but you can come alone to my house; because, when these go-betweens

 are

acquainted with these private affairs, they are sure to divulge them, therefore do not say a word to her on the subject.' The Cook just did as he was directed.

"There was in the Soldier's house a dry well, over which his wife placed a bed made of old rope, and covered the whole with a sheet, and had every thing ready before the Cook made his appearance. On the arrival of the Cook, the Soldier's wife made him a sign to sit down on the bed; but the instant he attempted to sit on it, he fell into the well, and began to roar out. The Soldier's wife then interrogated him as to who he was, and from whence he came. The Cook, seeing there was no help for it, related every thing regarding the Soldier and the young Nobleman; and being thus overtaken by misfortune, was unable to return home. The young Nobleman, surprised at the delay, dispatched the other Cook, giving him much money, and fitting him out like a merchant. When this Cook reached the Soldier's city, he fell, like the former one, into the well, where they both remained.

"The young Nobleman having reflected that not one of the two individuals whom he had sent had returned, was quite unable to conceive the cause of it; he therefore determined in his own mind to go himself. As soon as he had made up his mind to do so, he one day, under the pretence of going a hunting, left his house, and taking the Soldier with him, he reached the native country of the latter. The Soldier immediately went to his own house, and laid his nosegay before his wife, and related to her every thing that had taken place; and she, in return, informed her husband of every thing.

"The next day the Soldier invited the Nobleman to his house, and shewed him all the rites of hospitality. The wife took the two Cooks out of the well, and directed them to dress themselves like women; and that, as she had some guests, they should wait upon them, and serve up the dishes, and that afterwards she would set them at liberty.

"The two Cooks dressed themselves like women, and carried in the dinner; but owing to their having remained in the well, and through bad food, all the hair of their heads and beards had fallen off: on this account the young Nobleman at first was not able to recognize them, and he asked the Soldier why

he

he had shaved their heads? The Soldier said that he should explain, presently, the offence they had committed. The young Nobleman, on looking at them more attentively, discovered that they were his Cooks; and they likewise wept bitterly, and fell at his feet.

"At that very moment the Soldier's wife called out from her apartments: 'When you saw a nosegay in my husband's hand you laughed, and sent these two persons to try the rectitude of my conduct; you now know by your own eyes what kind of a woman I am.' The young Nobleman, being very much ashamed, besought forgiveness."

The Parrot having finished the story of the Soldier's wife, told Khojesta to go at once to her lover, otherwise she would feel ashamed, in the same way as the young Nobleman was made by the Soldier's wife. Just as Khojesta was on the point of setting off, the cock crew, and the morning broke, which prevented Khojesta from going that day.

THE FIFTH STORY.

Of a Goldsmith, a Carpenter, a Tailor, and a Pilgrim, who quarrelled about a Wooden Image.

When the sun sank in the west and the moon shone forth in the east, Khojesta, having gone to the Parrot, requested permission to pay a visit to her lover. The Parrot answered: "Oh, my mistress! I nightly give you permission, why do you make delay? I feel apprehensive through this, lest your Lord should return in the interval, and that you and he should have a quarrel, as fruitless as that which took place between the Goldsmith, the Carpenter, the Tailor, and the Pilgrim." Khojesta, on hearing this, asked what was the cause of the quarrel between those four persons?

The Parrot replied: "Once on a time, a Goldsmith, a Carpenter, a Tailor, and a Pilgrim journied together into a foreign country; and having one night reached an extensive plain, they thus communed with themselves: 'It is not safe

safe that we should all go to sleep at once; let us therefore watch by turns, during the four watches of the night.' Such was the determination of these four individuals.

"The Carpenter took the first watch, and, by way of keeping off sleep, took out his adz, and employed himself in forming the figure of a woman out of a block of wood which happened to be there. The Goldsmith having taken his station the second watch, perceived the image, and guessed that it had been cut out by the Carpenter, who had thus shown his skill: but it struck him, that without ornaments it would not look handsome; he therefore thought he would make some for its neck, hands, and feet, and bedeck it with them. The Goldsmith having formed a resolution to this effect, made some beautiful ornaments, and put them on the image. When the third watch had come, the Tailor being roused from sleep, and beginning to perform his watch, he saw there the wooden figure of a female, and adorned with jewels; but standing naked, the Tailor in consequence sewed some garments, beautiful as those for a bride, and dressed the image with them, when it had a most lovely appearance. At the fourth watch, the Pilgrim having awakened from sleep, and taken his tour of duty, beheld this most fascinating figure. Immediately having purified his hands and feet by ablution, he implored of God that he would bestow life on the wooden image. That instant God bestowed life on it. The moment it obtained life, it began to talk like a human being.

"When the night began to decline and the sun appeared, these four persons arose from sleep, and all became enamoured with the figure, nay, frantick. First, the Carpenter asserted, that having shaped the wood and given it a form, he was consequently entitled to her. The Goldsmith affirmed, that by his jewels she had been made as beautiful as a bride; while the Tailor contended, that as he had made the clothes which covered her nudity, and had thereby preserved her from shame, he ought on that account to possess her. To this it was answered by the Pilgrim, that she was but a wooden image till, by his intercession, she had obtained life, and become a human being; and that he would consequently take possession of her.

"Thus

"Thus were these four persons contending with one another, when suddenly a stranger arrived at that place. On this they all began to ask him to whom she belonged of right? The stranger replied: 'This is my wife, whom you, having seduced from my house, have brought here.' He in consequence took the four, together with the female, before the magistrate. The magistrate, on looking at her, declared that she was his own brother's wife, whom his brother took abroad with him, but that they had killed his brother and taken his wife. The magistrate, in consequence, took them all prisoners, and carried them before the Cazy. The moment the Judge beheld her, he said: 'From whence have you brought her? for this woman was for a long time my slave; but, having robbed my house of much property and ready money, she ran away. Now I have recovered her; but the goods and ready money, where are they? This instant produce them.'

"In this manner there was a most fierce dispute on all sides; and many people collected around to enjoy the sport. Among these an old man cried out, 'This dispute can be settled by none of you; but in a certain place there is an old and very large tree; and when it happens that a cause cannot be determined by human decision, it is usual to repair into the presence of that tree, when these words, 'it is true,' or 'it is false,' issue from it.'

"On hearing this, these seven persons, having taken the maiden with them, went to the tree, and stated the case. The tree split asunder of itself, and the damsel stepped nimbly into the middle of it, when the tree immediately re-united as it was before, and the jewels and cloaths of the female's person remained outside. The tree then announced that each had obtained what belonged to him."

The Parrot having finished this, addressed Khojesta, saying: "My dear mistress! I fear lest your lord should return and then confine you, in which case you will fall into disgrace with your lover. Therefore, arise quickly, and go to him." Just as Khojesta was on the point of setting off, the morning dawned, and the cock began to crow, and, in consequence, she deferred going.

THE SIXTH STORY.

Of a certain Fakir, who fell in love with the Daughter of the King of Canouge.

WHEN the sun had sunk in the west, and the moon arose in the east, Khojesta, being adorned with many ornaments, went into the presence of the Parrot, and said to him: "I nightly come to you, and give you the trouble of telling me amusing stories, and you likewise are prevented from going to sleep; I therefore feel very much distressed, and, indeed, the praise of your kindness exceeds description."

The Parrot replied: "I am your devoted servant, and yet cannot find an opportunity to make myself useful to you. There was a king named Ray Rayan, whose history you most probably have heard: just in that way I will very speedily effect a union between you and your best beloved." Khojesta enquired what were the circumstances of Ray Rayan's history.

The Parrot said: "The King of Canouge had a most beautiful and lovely daughter. A certain Fakir, beholding the beauty of the damsel, became enamoured with her, and was even like one frantick for her. When he became a little more composed in mind, he bethought himself to this effect: 'I am but a Fakir, and she is the King's daughter. I am in no way her equal; it is a very foolish thing that I should pretend to marry the daughter of a king.' Then again he reflected, that love, whether of a king or a beggar, was just the same, and that by making his case known to the King, he should undoubtedly obtain the Princess. The Fakir having settled all this in his own mind, a few days after sent a message to the King, demanding his daughter. The King, on hearing the request, got very angry, and gave orders to his Minister to punish the Fakir. The Minister represented that it was not a royal duty to give pain to a holy man; but that if his Majesty should order it, he would contrive some way of removing him from the city. The King approved of the Minister's suggestion, and desired him to put it in practice.

"The

"The Minister then summoned the Fakir into his presence, and told him, that if he would bring an elephant's load of gold coin into the royal assembly, he should then obtain the Princess. The Fakir, being very anxious about the business, never failed to ask whoever he met for some way of attaining his wishes. Some one seeing him very much distressed, said to him: 'Oh, Fakir! your desire will never be fulfilled by any other person than by Ray Rayan, who is a most generous man; by merely asking him, you will obtain the elephant's load of gold coin.' The Fakir having heard this, after making enquiry, reached the presence of Ray Rayan, and having represented his situation, begged for an elephant's load of gold coin. Ray Rayan that instant complied with his wishes. The Fakir immediately took the loaded elephant before the King, who turned to his Minister and said: 'No good has resulted from your device, for he has brought the elephant's load of gold. Now, what is to be done?' The Minister hearing this, replied: 'I am well aware from whence he has got so much wealth; he must have been given it by Ray Rayan; for, except himself, there is no other mortal who would make such a gift. It is now necessary, therefore, to try some other expedient.' He then addressed the Fakir, and said: 'You cannot possibly obtain the King's daughter for a load of gold coin.' The Fakir then asked him, what more he wished for: he had but to mention it, and he would bring it. The Minister replied, that if he would bring Ray Rayan's head, he should undoubtedly obtain the Princess.

"The Fakir returned into the presence of Ray Rayan, and told him that the King wanted his head, which, if he would give, he should then obtain the Princess. When Ray Rayan heard this request, he said to the Fakir, 'Keep up your spirits; and as to my head, be under no uneasiness about it; for I have put it in my hands, and whosoever wishes for it, to him will I give it. My advice therefore is, that you bind my neck with a rope, and take me into that King's presence, and say to him: 'The person about whose head you spoke, him I have brought to you: in your presence I will cut off his head.' On hearing this, if he should consent to it, that instant strike off my head from my body; but

but if he should desire any other thing whatsoever, that having made ready, I will give it to him.'

"The Fakir, having in that way bound a rope round Ray Rayan's neck, took him before the King, and said: 'The person for whose head you expressed a wish, him I have brought in person. Speak but the word, and I will strike off his head before you.' When the King beheld the greatness of soul of Ray Rayan, he threw himself at his feet, and said: 'In humanity, and in heroick feeling, there is no mortal greater than thyself in the whole earth. How is it possible that I should take your head? My daughter is your purchased slave, give her to whom you list.' On saying this the King sent for his daughter: and gave her over into the hand of Ray Rayan."

The Parrot having finished this story, said: "Oh, my dear mistress! if by my head even I should be of service to you, I would even give that, and feel no regret at its loss. Go, quickly, to your best beloved."

When Khojesta, who was anxious to go, got up for that purpose, the morning had dawned, and on this account she was prevented from going that day.

THE SEVENTH STORY.

Of a Merchant who lost his Daughter.

When the sun set and the moon arose, Khojesta, being very pensive, went and sat down by the Parrot. The Parrot said to her: "My dear mistress, why are you so thoughtful to-night?" Khojesta answered: "It occurred to my mind last night, is my beloved sensible or foolish, learned or illiterate? I will endeavour to find this out; for if he is foolish, I will not live with him; as it is death to dwell with a fool or blockhead." The Parrot recommended her to go to her lover's abode, and try his judgment by telling him the story of the Merchant's daughter; when, if he should make a suitable reply, she might then be certain that he was really clever. Khojesta then enquired the particulars of the story of the Merchant's daughter.

The

The Parrot, on hearing her question, began thus: "There lived in the kingdom of Cabool a wealthy Merchant, who had a beautiful daughter, named Johera. All the wealthy men of the city were desirous of marrying the maiden; but she declined making choice of any of them, declaring to her father, that she would only marry some worthy and well-informed person. This determination became known every where.

"In a certain city there were three young men, who were profoundly skilled in the sciences, and having heard this report, repaired to the city of Cabool, and said to the father: 'We have heard that your daughter wishes to have a well-informed husband: now we three have in consequence come here: do you make trial of our attainments. One is deeply versed in the science of astrology: he can reveal the very spot where any thing is deposited which has been lost, and by whom it has been taken. The second is so skilful in mechanicks, that he can make a horse out of wood, upon which whoever mounts, can go with the rapidity of the wind wherever he wishes. The third is very expert in archery: at whomsoever he shoots an arrow, he pierces his body through and through, and there does not remain a mark of the size of half a mustard-seed. I have now made known to you our qualifications; let your daughter make choice of whom she likes best among us.'

"The Merchant, on hearing this account of the accomplishments of these three persons, made it known to his daughter, who replied: 'I will consider the matter in my mind, and will give them my answer to-morrow.' Still she had fixed in her own mind to make choice of one of them. But when the damsel went to sleep at night, a fairy came and carried her off, and placed her on a high mountain.

"In the morning the Merchant sought for his daughter, but not finding her any where, he addressed himself to the astrologer to learn where she was. The Astrologer, having meditated for a short time, said: 'Your daughter has been carried away by a fairy, who has placed her on an exceedingly high mountain, which is inaccessible to man.' The Merchant then having got the Mechanician to make a horse, and having mounted the Archer upon it, he sent

 him

him to the mountain. The Archer being mounted on the horse, arrived with the velocity of the wind on the mountain, and having killed the fairy with an arrow, he conducted the damsel to her father's house; and likewise told the father, that he must have the damsel. The Astrologer contended that he was entitled to her, as he had ascertained the spot where she was; while the Mechanician asserted that he ought to possess her, as it was by mounting the horse made by him that the Archer had reached the mountain. In this manner a violent contest arose among these four persons."

The Parrot having finished the story, said: "Now ask your lover which of the three persons was best entitled to the damsel. If he gives you the right answer, then you may be certain that he is a man of sense."

When Khojesta heard this, she said: "Oh, Parrot! do you tell me first who should possess her." The Parrot answered, "That the person who killed the fairy with an arrow should gain her." Khojesta asked, "Why should the person who made the calculation not possess her, or he who made the horse?"

The Parrot answered, "That these two persons had merely displayed their skill; but that the Archer, despising death, went to a place full of danger, and after suffering much hardship, killed the fairy, and brought back the maiden on this account he should obtain her."

The Parrot having finished the story, told Khojesta to go to her lover; but just as she got up to depart, the cock crew, and the morning dawned, and on this account Khojesta did not go that day.

THE EIGHTH STORY.

Of a Prince of Babylon, who became Enamoured with a certain Damsel.

When the sun had departed for the west, and the moon shone forth in the east, Khojesta drew near the Parrot and said: "Oh, Parrot! I am about to go into the presence of my best beloved, to try his understanding, whether he is truly intelligent or not. If he is really clever, I shall then conceive an affection for

him,

him, otherwise I shall bear with the affliction of my heart, and remain quiet Because the wise have said, 'That it is not proper to put trust in the affection of these three, namely, women, children, and foolish people.'" The Parrot, on hearing this, replied: "Oh, mistress, your remark is just, but it is proper that you should go to-night to your lover and tell him some tale, and then ask him for an answer; if he should give such an answer as you wish, you may then believe him to be wise." To this Khojesta replied, "Tell me what story I should ask him about?" The Parrot began as follows.

"The son of the King of Babylon one day having entered a temple, saw a most lovely female, with a face resplendent as the full moon, having raven-coloured locks, an eye like a deer, lips red as the Bimba fruit, a slender waist, and a motion graceful as a swan; and becoming enamoured with her, he placed his head at the feet of the divinity of the place, and after praise and adoration thus addressed him: 'Oh, mighty Lord! if you will marry me to this damsel, I will make my head an offering in your presence.' He afterwards sent to the father of the damsel by the means of an agent, saying that he was desirous of marrying his daughter. The person employed represented this to the father, who gave his consent, and married his daughter to the Prince, according to the custom of his caste, and in conformity to the ordinances. The Prince afterwards, accompanied by his bride, returned to his palace, where they dwelt together. Some days afterwards the maiden's father sent a message, inviting his daughter and his son-in-law to his house. The Prince, when he had received the invitation, being accompanied by his wife, and taking a Brahman who was one of his companions along with him, went to his father-in-law's house. When he arrived near the temple of the Divinity, it occurred to the Prince that he had promised the God, that if he would bestow the damsel upon him, he would then give his head as an offering: now having got the damsel, it was but right that he should keep his promise. The Prince having thus resolved, entered the temple by himself, and having cut off his own head placed it at the feet of the God. Afterwards the Brahman, who was his companion, on entering the temple and seeing his head cut off, became very much terrified,

terrified, fearing that it would be said 'I have killed the Prince, through desire of possessing the Princess; it is better, therefore, that I cut off my head.' Having thus determined, he cut off his head, and fell at the feet of the Divinity of the place. Shortly after, the damsel being surprised at the delay in her husband's coming out, went into the temple, when seeing her husband and the Brahman's head cut off, she was confounded, and exclaimed: 'What a calamity has befallen me in the way, that such a fate should have overtaken my Lord. There is now no farther utility in life, I will cut off my own head, and will be burned with him.' On saying this she was about to cut off her head, when on the instant these words issued from the God: 'Oh, damsel! cut not off your head, but take up the severed heads of these, and quickly fix them on their bodies, and they shall again live.' When the damsel heard these words, she being in a great state of agitation, joined her husband's head to the body of the Brahman, and the Brahman's head to her husband's body. The moment they were joined, they both regained life, and stood before the damsel. Shortly after a fierce dispute arose between [1] the body of the King's son and the head of the Brahman. The head says: 'She is my wife, and I will have her:' and the body says: 'She is mine, and I'll take her.'"

When the Parrot had related this story to Khojesta, he said: "Now, mistress, if you desire to judge of the ability of your lover, tell him this story, and ask him who should possess the damsel; if he is clever, he will be able to answer you correctly, otherwise he will not give a proper reply." Khojesta said: "But do you first tell me who should obtain the damsel." The Parrot replied: "Then hear, oh mistress! the head is the seat of intellect and the sovereign

[1] This is an oversight, and it should be, "between the head and body of the King's son;" because it is not only required by the sense, but is clearly intended by the writer, as is shewn in this passage, which occurs shortly after: "The head is the seat of intellect and the sovereign of the body; therefore on whatever body was the head of the Prince of Babylon, that body was entitled to the damsel." The same mistake occurs in the Persian *Tûtí Namah*, and in the Hindoostanny *Tota Kahânî*.

sovereign of the body; therefore, on whatever body was the head of the Prince of Babylon, that body was entitled to the damsel."

When Khojesta heard this story, she was prepared to go to her lover, but the morning broke, and the cock began to crow; on this account her departure for that day was deferred.

THE NINTH STORY.

Of a King, who did not accept a Merchant's Daughter.

When the sun was set and the moon arose, Khojesta, being very much ashamed, went to the Parrot, and said: "Oh, Parrot! listen to the state of my mind; the wise have said, 'That the woman who has no shame is worse than all other women;' I will therefore not go near a strange man, but wait with patience at home, because this is a shameless transaction." The Parrot replied: "Oh, mistress! whatever you say is undoubtedly true; but I am afraid, lest that if you suffer with patience, you will be distressed and afflicted like the King." Khojesta, on hearing this, enquired the cause of the King's distress.

The Parrot replied: "In a certain city there was a Merchant, who possessed much money, goods, horses, and elephants, and who had likewise a beautiful daughter. The report of her beauty spread from country to country, and all the respectable people of the place, through desire of marrying the maid, went to the father's house, and used every entreaty, but the Merchant would not give his consent. When the damsel became marriagable, the Merchant addressed a letter to the King of the country, saying: 'My daughter is extremely beautiful, having a face lovely as the full moon, an eye like a deer, jetty locks, and a walk majestick as an elephant. The feathered race are overpowered and fascinated on hearing the nectar of her words. The maiden is every way worthy of becoming a queen. If your Majesty should kindly accept of her, then I am exalted in nature, and a common man is ennobled.'

"When

"When the King had perused this letter, and listened to the messenger, he became very much pleased, and reflected in his own mind, that 'when the destiny of any person was favourable, every desirable thing then came of its own accord to him. After this idea, he directed four of his confidential Ministers to go to the Merchant's house, and see if his daughter was a suitable person; and if so, immediately to conduct her to him. In consequence, the Ministers having gone to the Merchant's house, and having strictly examined her beauty, became confounded in intellect. Shortly after, having recovered themselves, they thus debated together: 'If the King should behold so beautiful a woman he would lose his senses, and never quit her day and night, nor apply himself to the affairs of the empire, and consequently all public business would be ruined.' The Ministers having thus reflected, came back to the King's presence, and represented: 'Oh, great King! the damsel is not so very beautiful; there are many women as handsome as her in the royal palace; for this reason we have not brought her.' The King having heard their answer, replied: '*If* the matter is as you say, in that case I have no desire for the maiden.'

"The Merchant becoming very much distressed at the King not having made choice of his daughter, gave her in marriage to the Superintendent of the police of the city. But the maid thought in her own mind, that it was very extraordinary, that though she was so very beautiful the King had not accepted of her.

"It happened some time after this, that he was taking a tour towards the house of the Superintendent of police, and that the damsel, having displayed all her beauty, was seated on the top of the house. The King, fascinated, enquired from the neighbours who she was. They informed him that she was the daughter of such a Merchant, and had been espoused by the Superintendent of police. The King, on hearing this intelligence, summoned his Ministers, and told them that they had committed a great offence, in falsely representing so beautiful a girl to be ugly. The Ministers pleaded, that on beholding the extreme beauty of the maid, they had apprehended that on

taking

taking her to his Majesty he would abandon his royal duties, and lose his senses; and on that account they had represented the matter falsely. The King accepted their excuse, and said: 'You have so far done well; but I, having seen the damsel, cannot contain myself.' His courtiers represented to him, that he should first demand her from the Superintendent of police, and that if he would not surrender her, then his Majesty should take her by force. The King replied: 'I am the King; such an act as this would be highly improper, because it is unjust and oppressive: neither is it the duty of a monarch to afflict his subjects.'

"After this the King's thoughts were continually fixed upon the damsel, and in the course of a short time, falling very ill, he suffered uncommon distress, and died."

The Parrot having finished this story, said to Khojesta: "Oh, my mistress! it is not my recommendation that you should depend upon patience, but that you should arise and go to your best beloved; for if you, like the King, should not have an interview with him, you too will be afflicted by sickness." On this Khojesta was ready to set out, when the cock began to crow, and the morning dawned, and on this account she was unable to go that day.

THE TENTH STORY.

Of a Merchant and a Barber, who beat some Brahmans with a Staff.

When the sun had set, and the moon with all the starry host arose, Khojesta being dressed in cloths of satin brocaded with gold, and ornamented with jewels, went to the Parrot to get his permission, and said: "Oh, Parrot! I wish this midnight to go to my best beloved, tell me, therefore, whatever story remains." On hearing this, the Parrot began as follows.

"In a certain city there dwelt a wealthy Merchant; but he was childless, and on this account he considered in his own mind: 'I have on coming into this world collected much wealth together, but I have no offspring, and on

my

my death some other will enjoy these riches; it is then better to give all this property to the religious mendicant, the poor man, and the widow.' The Merchant having considered this in his own mind, distributed all his wealth in charity; and at night, on going to sleep, he had a dream, in which a person said to him: 'Oh, wealthy man! I am your destiny; you have this day bestowed all your property upon the poor, how will you be able to support your worldly expenses? This consideration has not made you reserve any thing; on this account I have come for the purpose of giving you advice. To-morrow I will assume the form of a brahman, and when I shall appear before you, at that instant do you break my head with a staff; I shall through that beating fall on the ground, and on dying my body will turn to gold. Do you then cut up my body and take the gold, which will be in quantity equal to my size.'

"The next day, when the Merchant's destiny, which had assumed the form of a brahman arrived, the Barber was shaving the Merchant. The Merchant immediately got up and struck the brahman a few blows on the head, when he dropt down dead, and was turned into gold. As the Barber had seen this, the Merchant gave him a few pieces of gold, and told him to tell no one. The Barber concluded in his own mind, that brahmans might be converted into gold by breaking their heads. The Barber having taken up this idea, on returning home invited several brahmans, and conducted them to his house, where he belaboured them with a staff, so that their heads were pounded to pieces, and blood began to fall in streams. They too, on being beaten, roared out, and many people on hearing them being collected together, carried the Barber before the Judge of the place. The Judge interrogated the Barber as to the reason why he had beaten the brahmans. The Barber pleaded that he had gone to the Merchant's house, when a brahman made his appearance, and that the Merchant gave the brahman a few blows with a staff, by which the brahman was killed, and his body turned into gold. That having seen this himself, he conceived that if he were to give some brahmans a sound drubbing with a staff, he should then get plenty of gold. In consequence of this he had beaten the brahmans; but that instead of any one of them turning

ing to gold, the only result was a great uproar. When the Judge heard this from the Barber he summoned the Merchant into his presence, and asked him what story was this which the Barber told. The Merchant answered, that the Barber had been his servant, but that for some time past he had been crazy. The Judge, trusting to the Merchant's statement, commanded the Barber to be driven away."

The Parrot having finished this story, said to Khojesta: "Oh, mistress! do you go to your lover." On this Khojesta rose up to depart, but just at that moment the cock crew, and the morning dawned, and on this account Khojesta was unable to go that day.

The End of the Stories taken from the Tales of a Parrot.

FOUR STORIES

TAKEN FROM

THE COLLECTION

ENTITLED THE

STORIES OF THE THIRTY-TWO IMAGES OF VICRAMÁDITYA

THE STORY OF THE EIGHTEENTH IMAGE.

Again, on another day, King Bhoj approached the Throne for the purpose of being installed; that instant the Eighteenth Image addressed the King, saying: "Hear, oh King Bhoj! he alone who possesses greatness similar to King Vicramáditya, may ascend this throne." King Bhoj replied. "Oh, Image! of what nature was the greatness of King Vicramáditya?"

The Image made answer: "Hear, oh King Bhoj! in the reign of Vicramáditya there was a wealthy Merchant, named Bhadra Sen. The Merchant

having

having accumulated great riches, his son Purandar, on his father's death, began to squander the property, and quickly dissipated the whole of it: he paid no attention to the remonstrances of his neighbours.

"A learned Brahman, who was a friend of the father of Purandar, having called one day on Purandar, said to him: 'Oh, son of my deceased friend! that wealth which is acquired after many toils, and never steadfastly abides by any one, that wealth you are remorselessly squandering away. The greatness of a man consists in the permanence of his wealth. This wealth has been allegorised in the sacred books as *Fortune;* and *Vishnu* having been made the husband of Fortune, is represented as the lord of the three worlds. Fortune is described to have sprung from the Ocean, which has thus been called *Rat nákar,* or the mine of gems; from Fortune, Candarpa, god of love, was born; hence it is that Candarpa lords it over even *Brahmá,* and the other gods Believe, therefore, that whatever greatness and glory is possessed by man, all is derived from Fortune. Hence it is that I say, that that wealth which is Fortune, should not be wasted.' To this speech of the Brahman, Purandar replied: 'Oh Brahman, listen! wealth certainly will exist; even without exertion it is found, just in the manner as the milk is in the cocoanut; and it will depart, for no one can say with certainty when any thing goes, nor how it goes; just as the kernels disappear from the wood-apple, which is the food of the elephant. Therefore, where is the advantage of hoarding up riches?'

"In this way, having disregarded the admonition of the Brahman, he kept squandering his money away from day to day, till in a short time he became extremely poor, and no one to whom he went shewed him the least respect. Purandar, being extremely disheartened by receiving no attention wherever he went, reflected in his own mind that it was better for him, who was destitute of wealth, to inhabit a forest, the abode of tigers and other ferocious beasts, having the roots of trees for a dwelling, leaves and fruit for food, the bark of trees for his vestment, and grass for his bed, than to dwell at any time with purse-proud relations.

"Various

" Various reflections of this nature having passed through his mind, Purandar travelled into the interior of the country. Having passed through many places, he at length arrived in a town called *Pitapura*. On arriving in that place, he heard at night-time the plaintive cry of a female. Afterwards, when it was morning, he made enquiry of the inhabitants of the town what woman it was whose cries he had heard the night before. The town's people informed him, that they too had every night heard the cries of some woman weeping, that they knew not what woman it was, but that they all were seized with the greatest dread on hearing them, and felt very uneasy.

" Purandar having a few days after returned to his own country, related all these circumstances to the King. When Vicramáditya heard them, being seized with a desire to ascertain the cause of the woman's lamentation, he mounted his enchanted slipper, and taking Purandar in company, arrived in the city of Pítapura. On reaching the place, after continual research, he got a clue that the cries of the woman proceeded from a very thick forest, which was at a little distance from the town. As soon then as he heard the woman cry, he rushed sword in hand into the forest on the instant, and got to the spot where she was. On reaching the place, he beheld a most beautiful and youthful female, whom a merciless Demon, of terrifick form, was engaged in beating. King Vicramáditya having seen this, and being greatly moved to compassion, began to upbraid the demon, and said: ' Ho, vile Demon! what claim hast thou to generous feeling, in thus striking a helpless female? If thou hast any might, come forth and fight with me.' When the Demon heard the challenge from the King, being extremely enraged, he prepared to fight with him. The King fought with the Demon for some time, and at last struck off his head with his sword, and killed him.

" The female was as much delighted as a dead person would be on recovering life, and having come into the King's presence, thanked him with joined hands, saying: ' Oh, King of kings! just as the heron, beneficent of its own nature, having destroyed the serpent, releases the frog which has fallen into his mouth, in a similar way, you having destroyed the Demon, have delivered me

from

from him. How shall I ever make you an adequate return? I am childless, but if I had a son I would give him, that he might be your servant.' Having uttered these humble expressions, she prostrated herself at the feet of the Monarch. Then rising up, she said: 'Conceive me from this day your handmaid: I possess nine hundred vessels filled with gold; consider them all your own.' The King having in this way listened to the humble representation of the female, acceded to her wishes, and having given the whole of the wealth, as well as the woman herself, to Purandar, he established him in that place; and then mounted his enchanted slipper, and returned to his own capital."

The Eighteenth Image having related this story to King Bhoj, said: "Oh, King Bhoj! you have heard of the greatness of soul of King Vicramáditya, if you possess such, come and seat yourself on this throne." King Bhoj, having heard these words, was quieted for that day.

The End of the Eighteenth Story

THE STORY OF THE TWENTY-EIGHTH IMAGE.

The Twenty-eighth Image began thus to describe the great qualities of the glorious King Vicramáditya, to deter King Bhoj from ascending the Throne. "Listen, oh King Bhoj! One day a certain learned man, who was skilled in the *Sámudrak* science, being fatigued with travelling, sat down on the roots of a tree close to the town to rest himself. This *Pandit* was able truly to know, by the marks on any man or woman's person, whatever related to their good or evil fortune. He having seen the print of a man's foot on the dust in that place, and that it was endowed with the mark called the lotos-form, thought in his own mind, 'Whatever person's foot is marked with the lotos, that person is undoubtedly to be a King; therefore this footstep is certainly that of a King. But, if he be indeed a King, why should he walk on foot in the outskirts of the city?' He was thus disconcerted in mind by this doubt, when at the moment a very poor man, carrying a load of wood on his head, passed by

on

on the road. The print of this man's foot, and that of the former footstep, were exactly similar in form, which, on being observed by the Pandit, he was firmly convinced that the two footsteps both belonged to this man: of this he had no doubt; but what surprized him was, how a person having such a mark on his foot could be so poor. The Pandit was sitting very much dejected in countenance at this idea, when at that moment King Vicramáditya reached the spot, and seeing the Pandit very much downcast, he asked him who he was, and why he was sitting so dejected. The Pandit replied: 'I am one learned in the Sámudrak science, and being fatigued by travelling, sat down here; but having seen an extremely poor person with the lotos-form on his right foot, I am thoughtful on account of this disagreement with the rules of the science.'

"The King on hearing this made no reply, but returned to his palace and having assembled his Pandits, sat in Council; and having, by means of a messenger, procured the attendance of the Pandit whom he had seen on the road, he said to him: 'Well, Pandit, where is the poor man to be found whom you saw with the lotos-form on his foot?' The Pandit replied, that the man was carrying a load of wood, and had entered the city, and that consequently he must be somewhere in it. The King then asked him if he knew his name. To this he answered that he did not; but that his appearance was so and so. The King, on hearing the reply of the Pandit, having caused a search to be made by his messengers, had the man brought into his presence, and saw with his own eyes that the matter was as the Pandit had stated. The King therefore said to the Pandit: 'It is not possible to determine the meaning of the rules of the science without limiting what is general by that which is special. Be certain, therefore, that if you accurately examine the rules of the science, this man must undoubtedly have some powerful inauspicious mark, which does not allow the good mark to be of any advantage.'

"The Pandit having heard this remark from the King, carefully examined the rules of the science, and said: 'Great Monarch! in whom the lotos-form

 is

is found, he certainly is a King: this is the general rule. Where the mark of a crow's foot is found at the lower part of the palate, it renders many kind of royal marks of no avail, and the man continues poor: this is the special rule.'

"The King having heard the opinion of the Pandit, and having by some contrivance seen that the mark of a crow's foot was quite evident on the lower part of the man's palate, he dismissed him; and addressing himself to the Pandit, said: 'Pandit, I am convinced that you are truly skilful in the Sámudrak science; now, tell me, what regal mark is on my person?' The Pandit having again and again examined the King's person, was unable to find any mark. The King told him to reflect upon the rules of the science, and ascertain what was the special exception in his case. The Pandit replied 'Oh, great King! if there shall be no visibly auspicious mark on a man's body, or if there should be an evident bad mark, and if he should have the mark called the *karbura mantra*, or variegated charm, within the left side of the body, then the good or evil marks mentioned in the science become of no avail, and the other produces every good consequence of an auspicious mark.' The King, for the sake of ascertaining the truth of the science, took a razor in his hand, and was on the point of cutting open his left side. The Pandit seized hold of the King's hand, and said: 'Great Prince! so much temerity is improper. Those essences which are beyond the reach of the senses, are ascertained by their effects; just as God is an essence, yet to whom is he visible? Yet, through the means of this world, there is as perfect a proof of him as if he were before our eyes. All the fruits of visible good marks are indeed perfect in you likewise; the karbura mantra must consequently be in your Majesty's left side; what use therefore can there be in cutting open your person to make it visible?' When the King heard these words from the Pandit, he thought that the sacred books were not to be doubted; and having therefore desisted from opening his side, he gave many presents of a gratifying nature to the Pandit, and dismissed him."

The

The Twenty-eighth Image said: "Oh, King Bhoj! that King is worthy to sit on this throne who possesses similar resolution." Srí Bhoj, having heard this narration, remained quiet for that day.

The End of the Twenty-eighth Story.

THE STORY OF THE TWENTY-NINTH IMAGE.

The Twenty-ninth Image, seeing King Bhoj approaching the Throne for the purpose of being installed, said: "Oh, King Bhoj! the glorious King Vicramáditya sat on this Throne; I am about to relate a story respecting him: listen! One day a Necromancer arrived at King Vicramáditya's gate, and said to the porter: 'Oh, Porter, I having heard the renown of the glorious Vicramáditya, King of kings, am come from a very distant land for the purpose of being introduced in the royal presence; make my representation known to the King.' The Gentleman-Usher having represented the case to his Majesty, in conformity to the royal orders, commanded the Porter to conduct him in. The Necromancer being made aware of the court-etiquette by hundreds of Goldsticks, reached the margin of the royal court, and began to gaze at the splendour of the well-ordered assembly. When he beheld the glorious Vicramáditya, King of kings, seated on his throne, fanned with the white *chámar*, adorned with various gems, and waited on with the golden sceptre, and the argent canopy, surrounded by hundreds of discriminating and learned Ministers, as well for consultation as for business, and by Kálidás and the other Pandits renowned for various knowledge, he represented, with joined hands, that if his Majesty, together with his Ministers, would look with attention, he would exhibit some surprising sights to them. When the King heard the request of the Necromancer, he gave orders to begin.

"Scarcely had the Necromancer received the King's permission, when a man with a sword in one hand, and holding a beautiful young woman by the other, suddenly made his appearance before the King, and thus addressed him: 'Oh, King

King of kings! some declare that the object of the highest importance in this world is knowledge; but to this I cannot assent; for my own opinion is, that lovely females and abundance of wealth are the things of the greatest consequence: for this reason no one willingly trusts these into the hands of another. But to-day there is to be a battle in the ethereal regions between the Gods and Titans, and it is my duty to go to the assistance of *Indra*. This is my Wife, dearer to me than life itself. It is not fitting to go to a field of battle accompanied by a woman. I have not sufficient confidence to depart after having entrusted her to some one else; but knowing that the King of kings is truly pious, cherishing a stranger as he would his own family, one who keeps his senses under subjection, and possesses the most benevolent feelings, I place my Wife in his care, and depart for the field of battle. My request is, that till my return your Majesty will make every effort to protect her, and confer so important a favour on me.'

"When the King heard this request he complied with it; and the Husband having given his wife in charge to the Monarch, took leave of the King, and before the eyes of all present, he ascended into the air from the place of the royal assembly. Till the moment he was out of sight, the King and the whole of his courtiers continued with upraised eyes fixed in astonishment. After he had become invisible to all, the heavens were filled as it were with the war-shout of combatants. On hearing these sounds, the King and all his court became like statues from surprise. At this instant the two hands of the Husband dropt in the assembly; next fell his two feet; and after a short delay, his severed head came tumbling down. When the Wife beheld her Husband's head, after bitter lamentation, she thus addressed the King: 'Oh, great Monarch! just as the moon-beam disappears with the moon, and in the same way as the lightning vanishes with the cloud, exactly so is it the first duty of a wife to attend upon her Lord; I am determined, therefore, to follow my Husband. Let an order be issued to prepare the funeral pile and the other requisites.' The King, who was most tender hearted, replied to her: 'Most devoted of wives! the engagements we enter into in this life are only binding

as

as long as life continues. While your Lord was alive, so long was he your Husband; at present, what connection subsists between you? Where consists the virtue of abandoning life for a person with whom all connection has ceased? Here is now what is at your option: if you no longer desire enjoyments, take refuge in practising the rites of those who study the Divine perfections, and devote yourself to the worship of God; if, however, you still take delight in the pursuit of pleasure, you shall be married to whatever worthy man you will select, and enjoy the highest state of bliss. I will give abundance of wealth: want you shall in no way feel.'

"This devoted Wife, on hearing the King's words, replied: 'Great King! your Majesty is an evident incarnation of Religion, therefore religion must be encouraged by your Majesty. Even though it is possible to practise the rites of those who study the Divine perfections, by abandoning our passions, still the duties of a faithful wife are to be upheld. Yet in this human frame there is an unsteadiness, even on making the greatest effort, in the acquisition of salutary knowledge; and in the exercise of discretion, the powerful foe to lust and the other passions. Difficult is it, therefore, to maintain the duties of widowhood as laid down in the Scriptures! Easy is it to deviate from the duties of a widow! And just as the wife has a right over the wealth acquired by her husband, even so should the death of the wife follow that of her lord. Besides, at the nuptial hour, in the presence of Fire, with the recitation of sacred texts, the marriage is completed by the promise of the wife's husband to be faithful 'to the dissolution of the body.' The energy of a man is typified under a female form, yet man can exist without his energy; but the energy cannot subsist without man. As an illustration of this, the fire which is formed of the *Manimantra* and *Mahaushadha*, &c., subsists without its inflammatory power, but the inflammatory power is never found without fire. Further, great Prince, it is experienced in this world, that for whatever reason life is quitted, there must be an extremity of affection for that object. Therefore, oh great King! by popular belief, by scripture, and by reason, what I design should be accomplished. And under what idea would your Majesty

forbid

forbid any voluntary act? Upon whatever object the mind is steadfastly intent, the prohibition of any one else is altogether nugatory; just as much as the attempt to arrest the stream of a river rushing downwards.'

"The King, being convinced by this discourse, that the Wife was resolved to be burned with her Husband, said to her: 'Oh, faithful Wife! all which you have declared is perfectly true; as to what I recommended, it was only to try your constancy.' The King, after saying these few words to this devoted Wife, gave orders preparatory to the funeral rites, and the woman being extremely agitated, entered the pit of the funeral pile in pursuit of her Husband, with as much alacrity as a person burnt up by the heat of the warm season, enters the most refreshing water.

"Whilst the King and all his courtiers were engaged in applauding the chastity, piety, and noble conduct of the Wife, the Husband appeared in the assembly, wounded in every part of his body, and covered with streams of blood. The King and his courtiers being perfectly astonished, began to stare at one another. The Husband addressed the King, saying: 'Oh, great King! the affair about which I went being now accomplished, and having likewise obtained renown from it, I am returned; give orders, therefore, that my Wife be now restored to me; I am about to return to my own country.' When the King heard these words, not being able to fix in his own mind what answer he should give, he began to look at his Ministers. The Ministers, guessing what were the King's wishes, said to the man: 'Most renowned warrior! a little while after you left this, a head resembling yours dropt down before us. Your Wife, beholding your head, after much lamentation, not paying any attention to his Majesty's remonstrances, burnt herself along with it. The place of the funeral pile is visible, go and see it.'

"The Husband, on hearing the reply of the Ministers, remained silent for a short time; then heaving a deep sigh, he addressed the King: 'Great King! must all the praise of the exalted justice which is attributed to your Majesty by the inhabitants of the Three Worlds,* be falsified by the untowardness of my fate?

* *Viz.* Heaven, Earth, and Tartarus.

fate? But if your Majesty, knowing my Wife to be extremely beloved by me is only sporting with me, then, such sport should not be practised. Not having seen my beloved Wife for a long time, I am extremely uneasy in mind.' The King replied that it was no trick, it was nothing but the truth. The Husband answered: 'Great King! I well know the extent of your Majesty's equity, it is now incumbent on you to restore my Wife to me, or to give me your own.' The King, on hearing this, through dread of injuring his fame for justice, went that instant into the Queen's apartments, and taking the Queen-Consort by the hand, led her into the assembly. When he got there, the man had disappeared. At that moment the Necromancer presented himself before the King, and represented with joined hands: 'Oh, King of kings! I exhibited this illusion by means of magick: every thing you have seen was deceptive: put away all uneasiness, and regain your tranquillity.' The King being very much delighted with these words of the Necromancer, sent the Queen back to her own apartments, and seated himself in the assembly. Just at this time a present arrived in the presence of the King, which was sent by the King of the land of *Pándya*, consisting of a collection of various riches, together with hundreds of elephants, horses, &c. King Vicramáditya gave all these to the Necromancer, and having thus gratified him, he dismissed him."

The Twenty-ninth Image then said: "Oh, King Bhoj! whatever Monarch is thus in awe of justice, he is worthy to sit on this throne."

The glorious King Bhoj was stopped by these words for that day.

The End of the Twenty-ninth Story.

THE STORY OF THE THIRTY-FIRST IMAGE.

Again, on another day, the Thirty-first Image said to King Bhoj who was standing near the Throne: "Oh, King Bhoj! listen a little to an account of the greatness of soul of Vicram, to whom this Throne belonged.

"One day a Merchant's son, who had come to the city of *Avanti*, for the

purpose

purpose of traffick from the village of *Prán Satwa,* having beheld the custom of the people of the city, and of King Vicramáditya, on returning to his own village, related every thing to his father, saying: 'Oh, father! I observed a wonderful circumstance in Avantí. For all the articles which are exposed in the shops for sale, and which are not bought by purchasers, King Vicramáditya gives a suitable price and takes them himself, through apprehension that the city may have a bad name.' On hearing this account from his son's mouth, that crafty Merchant formed an iron image called Poverty, and exposed it for sale in the market in the city of Avantí. The chapmen who came to this knavish Merchant, asked what the thing was, and its price. The Merchant, on hearing their question, replied, that its name was Poverty, and its price ten thousand pieces of gold; and that the moment that any one should purchase it, Fortune would that instant desert him. When the buyers heard this answer, they all retired disconcerted, wishing that it might belong to their enemy. The whole day being past in this way, when the evening came, the royal scouts represented the whole affair in the presence of the King, who to preserve his word, gave the ten thousand pieces of gold for the iron image, and put it in his magazine.

" At the close of that very night, the Fortune of the State, having assumed a form, begged leave to depart. The King having joined his hands, began to recite her praise, and thus addressed her: 'Oh, Mother, Fortune of the State! what is my fault? why do you quit me without any offence?' Fortune replied. 'You have not committed any offence; but Poverty and I cannot dwell in the same abode. On this account I am going.' When the King heard these words, he said: 'If you are going on this account, then you may depart; I cannot deviate from my word.' Fortune, on hearing this reply, departed. Immediately after, all those qualities which ennoble man, consisting of Judgment, Resignation, Forbearance, Compassion, Understanding, &c. departed in the same way. Still the King was not shaken from his promise. Then came the personified form of Truth, and begged leave to depart. The King not allowing her to quit him, besought her by every humble expression not to

desert

desert him; and said to her: 'For you I have given up the Fortune of the State, Judgment, &c.; on what consideration are you about to leave me?' Truth replied: 'I am the devoted attendant upon Judgment and the other qualities, and am not able to subsist without them. Therefore, oh great Prince, if you do not really desert me, depart from the promise by which you guard that being, Poverty; or with your own hand cut off your head, and abandon this body: in another frame I will abide with you.' On hearing these words, through the dread of breaking his vow of truth, and being incapable of deviating from his word, he took his sword in his hand. At the moment that he was ready to cut off his own head, Truth seized hold of his hand, and said: 'Great Prince! I only spoke these words to try the extent of your steadfastness in religion: I now know that you are truly religious. The heart of man is my dwelling-place: I will not therefore in any way desert you; I am entirely yours.' A short time after this, the Fortune of the State, Judgment, and the other qualities, being bound by Truth, all returned."

The Thirty-first Image then addressed King Bhoj to this effect: "The man who in this manner has truth for his aim, is worthy to sit on this throne."

King Bhoj was disconcerted for that day by these words.

The End of the Thirty-first Story.

FOUR STORIES

TAKEN FROM

THE WORK

ENTITLED

THE TOUCHSTONE OF MEN.

THE STORY OF THE TENDER-HEARTED HERO.

The man of feeling is the worthiest of all men, and is a benefactor to the whole world. the reciting his praise is every where auspicious. This is an account of one.

There is a city on the banks of the river Cálindí, called Yoginípura, the Yavan King of which was *Alabuddin*. He on a certain occasion became enraged with his General, Mahimásáh, who, knowing his angry master to be given to take away life, reflected, that no reliance could be placed in a furious Monarch. The wise have declared, that no trust should be put in a king, a spy, and a serpent; for at the moment they appear to shew you every respect, and before any apprehension can be entertained, they may destroy you. Now therefore, before I am confined, I should preserve my life by retiring to some other place. On forming this resolution, he fled with his family; and during his flight he reflected that they would be unable to go to a distance and that escape without them was impossible. It has been remarked, that for a person to desert his family for the sake of preserving his own life, is like departing for the next world; and of what value is life to him? Now, in this place there is King Hambír Dév, a warriour of great compassion, I will remain under his protection.

Having thus determined, the Mahometan General went to King Mahimásáh, and represented to him: "Oh, great Prince! I have taken refuge with you through fear of being put to death by my Sovereign, who is enraged against me

me without a cause. If you can protect me, afford me encouragement, and if not, I will depart from this for some other place." King Hambír Dév, on hearing his request, answered: "Yavan, you have sought an asylum with me: as long as life endures, the God of death himself shall not oppress you. What then is the Yavan King? he is contemptible: dwell here in safety." Mahimásáh encouraged by these words, began to dwell without dread in the fortress of Ranstambhañ, or the stay of war.

When the Yavan King learnt that Mahimásáh was in the fortress, becoming inflamed with choler against King Hambír Dév, he caused the earth to tremble with his elephants, horse, and infantry; and having made the neighbouring nations deaf with the sound of all his chariots, he surmounted the distance of the road in one day; and having reached the gate of the fortress, he poured in a shower of arrows, similar to the torrents which fall from the clouds at the dissolution of the world. King Hambír Dév having his fortress provided with a ditch on all sides, and being guarded by walls constructed with battlements and ornamented with flags, poured back such a volley of arrows, that the twanging of the bowstrings was intolerable to the ear, and the heavens were darkened by their flight.

After the first assault, the Yavan King despatched a Herald to Hambír Dév. When the messenger arrived, he announced: "Oh, King! the most august Lord of the Faithful thus commands you: 'Surrender Mahimásáh, or I will to-morrow morning reduce your fortress to dust, and send you and him to the abode of death.'" King Hambír Dev having heard this summons, answered: "Herald, what reply can I make to thee? I will answer thy master with the edge of the sword; it shall not be in words simply. Listen! even Death cannot shew himself in the nature of an enemy to those to whom I have granted an asylum; what then can the Yavan King effect?" When his despised Herald returned, the Yavan King becoming greatly enraged, again commenced the assault.

In the contests which took place between both armies, many brave men fought face to face; some took to flight; others were killed, and many fought

with

with desperation. In this way three years elapsed in daily combats. The Yavan King having only half his army remaining, and finding himself unable to take the fortress, began to prepare to return to his own capital. At this moment two wicked Ministers of Hambír Dév, called Ráy Malla and Ráy Pála, having agreed together, went to the Yavan Sovereign, and thus addressed him: "Let not your Majesty depart from this for any other place; a famine has taken place among us; we two know the true state of every thing regarding our fortress. To-morrow or the day after we will contrive to make the place your own." The Mahometan King having rewarded these two Ministers, blocked up the gate of the fortress.

King Hambír Dév, seeing impending misfortune, thus addressed his soldiers: "Oh, native warriours of India! What can be effected in battle by a limited force against the Yavan King, accompanied as he is by so large an army? Neither have we the approbation of those best skilled in the knowledge of war. Do you therefore retire to a distance from the fortress." His soldiers implored him, saying: "Great King! through your benevolence to a Mahometan, and owing to your great tenderness of heart, you have determined to perish in battle: now we are devoted to you. How can we abandon a master like you, and tread in the path of infamy? It is impossible. The Yavan King is a person of no importance; we will force him to seek another place, and by that means we shall be able to preserve those who have taken refuge here. Therefore the first consideration is, that means be taken to save those who have sought an asylum."

The Moslim General immediately replied: "Great Prince! I am a foreigner and a man of no distinction, why therefore will you destroy your wife, your offspring, your kingdom, and your own life, for the purpose of saving me?" Hambír Dév replied: "Mahimásáh! use not such an argument as this. If durable fame could be acquired by this perishable body, formed as it is of elemental matter, who then would desire to quit it? If you will attend to my words, I can send you to a place of safety." The Yavan General answered: "Let not your Majesty lay these commands on me; I will before all make an attack

attack, sword in hand, on the enemy; but remove the females from the fortress." The women all replied: "Our lords are determined to go to the heavenly mansions in defence of a refugee; how shall we exist on earth without them? Just as the tendril cannot support itself without clasping the tree, in the same way the wife cannot subsist without her husband in this life. In this world the existence of the virtuous wife is connected with the life of her lord; we, therefore, who are the partners of heroes, will do that which is worthy of us; we will perish in fire. And because that King Hambír Dév has resolved to abandon life for the sake of an alien, and that his warriours have determined on battle, for the same reason their wives have made choice of perishing by fire."

The next morning, King Hambír Dev, being dressed in armour and mounted on his elephant, issued out from his fortress, joined by his chosen warriours. He then destroyed with the sword the enemy's army, as well as the elephants, and all the cavalry; and having attacked the infantry, he filled them with terrour, and put those monsters to flight. The earth was flushed by him with streams of blood; but being wounded by an arrow, he fell from the back of his elephant with his face to the foe; and quitting his mortal frame, he was absorbed in the solar sphere.

The Poets sung his praises, and exclaimed: "No King is able to quit a magnificent palace, a youthful queen endowed with every grace, and ample treasures; yet Hambír Dév surrendered all these, and fell in battle to preserve the life of one who had taken refuge with him."

The End of the Story of the Tender-hearted Hero.

THE TALE OF THE HERO WHO WAS DEVOTED TO TRUTH.

In the Iron Age, mankind being drowned in lust and other passions, will become speakers of falsehood; but by hearing this story of the Hero who was devoted to truth, they will be delivered from every sin.

In former times there reigned in the city of Hastinánagar a Yavan King, called Mahá Malla; he ruled the whole land as far as the shores of the ocean. King Káphar, being unable to endure the predominance of Mahá Malla, having collected together all his forces, marched to attack him. The Yavan Monarch, knowing that King Káphar had arrived in his neighbourhood, collected round him many hundred thousand of the finest cavalry from Balkh and other quarters, and accepted battle in the outskirts of his capital. In the engagement that took place between both armies, the troops under Mahá Malla being defeated by the brave soldiers of King Káphar, fled from the field of battle. When the Yavan Monarch beheld his own warriours fleeing through fear of death, as so many lions would from a herd of elephants, he exclaimed: "My warriours! is there no Prince or Rájput among you who, by the force of his arm, can for a short time arrest the flight of the troops, broken by the fear of the enemy?" On hearing these words of their Sovereign, two Rájputs, called Nara Singh Dév, of the Carnatick, and Chachik Dév, of the Cháhuván caste, addressed the King, saying: "Oh, Lord! who now can check the flight of your troops? through fear of the enemy they are now fleeing with the rapidity of a falling torrent. If your Majesty will move about back and forward, and then return here again, we in the mean time will make the enemy acquainted with the edge of the sword, or cause them to repose on the funeral pile." The Yavan Sovereign replied: "Worthy are you of applause! none but yourselves could act with such intrepidity!"

Then Nara Singh Dév, with the bared arm of valour, having impelled his horse to move like a thunderbolt, dashed forward, and being unobserved by the enemy, penetrated to the very centre of King Káphar's army, when he thrust his spear into the heart of King Káphar, whom he found beneath a glowing argent canopy. King Káphar fell dead upon the earth by the blow. At that very instant Cháchik Dév, seeing him fallen on the ground, and deserted by life, cut off his head, and carried it into the presence of his Sovereign. The Yavan Monarch, on beholding this severed head, enquired to whom it belonged. Cháchik Dév told him it was the head of King Káphar. The

Yavan

Yavan King then enquired what Hero had killed him. Cháchik Dév answered: "Oh, King of kings! the immortal Nara Singh Dév, of unequalled valour, and the first of men, killed King Káphar: I having followed him, cut off Káphar's head." The Yavan Lord then enquired, where is Nara Singh Dév? Cháchik Dév replied: "Oh, King of the land! I saw Nara Singh Dév nearly deprived of life by the guards of King Káphar, who were trembling with rage at their master's death. Where he has gone, or where he is now, I know not." The Yavan King seeing the Leader dead and the enemy in full flight, was highly delighted, and called out to his own troops, who were engaged in the pursuit: "My brave men! why do you destroy a flying foe? Bring me now the saviour of my empire, and the destroyer of King Káphar; bring me Nara Singh Dév, the noblest of men."

At length, after much search, the King discovered Nara Singh Dév pierced through and through the body by many iron arrows, having thousands of flowing streams of blood, resembling the budding blossoms of the Butea Frondosa, and fainting from excessive pain. The moment that he saw him he alighted from his horse, and said to him: "Nara Singh Dév, can you survive this?" He replied: "Oh, King of kings! has your Majesty been made acquainted with what I have performed?" The King answered: "Cháchik Dév informed me that you destroyed my enemy; through him I have learnt all that you have accomplished." Nara Singh Dév answered: "If he for whose welfare I undertook an enterprise of great difficulty, knows all regarding it, then, indeed, has the tree of my exertions borne fruit, and I shall live for a long time." After this, the Yavan Monarch having caused the many arrows which were sunk in Nara Singh Dev's body to be extracted, by administering many kinds of remedies, and the use of regimen, in the course of a short time perfectly cured him.

After this the Yavan King presented thousands of the finest horses, innumerable golden canopies, and chámars as well as much money to Nara Singh Dév; who having received these favours, represented to his Sovereign: "Oh, King of kings! fighting is the natural duty of Rájputs. What surprising deed

therefore

therefore have I performed, that I should be so distinguished? Be that as it is, if my reward has been decreed, then let Cháchik Dév be likewise honoured. He, actuated by a love of truth, brought the head of your foe into your presence, and extolled my fame. He made no ostentatious display of his own generous feeling. Having brought the head of a foe, who had been destroyed, he did not say 'I have slain him;' therefore you should in the first place reward Cháchik Dév." To this Cháchik Dév replied: "Rájput! such praise should not be spoken on my account: why should I receive the reward of your valour, or enjoy that which has been rejected by another?" On hearing this Nara Singh Dév replied: "Oh, heroick Cháchik Dév, devoted to truth, worthy art thou of applause. I discern by this love of truth, that thou art endowed with wisdom, the son of a virtuous mother, a noble spirit, worthy of the highest applause!" The Yavan King being delighted by this mutual interchange of approbation between these two Rájputs, bestowed equal rewards on them both.

The End of the Story of the Hero who was devoted to Truth

A TALE IN PRAISE OF THE SCIENCE OF ARMS.

The science of books is naturally subordinate to the science of arms; for when an empire is protected by arms, then literature begins to be cultivated.

There was a royal city named *Dhára*, in which there dwelt a Brahman called Sarmá the Discreet, who had a son named Nirvivék, or the Thoughtless, who being averse to the study of the Véda, and destitute of good habits, was devoted to hunting along with those wretched people who follow it as a livelihood. On a certain occasion this Brahman, in compliance with his mother's request, not having gone to the forest to hunt, staid at home. Just then, hearing the cooing of some doves, and seeing them in a hole in an Idol-Temple, he thought to himself, that he would climb up on the top of it, and get possession of them by throwing them all down. It has been remarked in the *Sástras*,

Sástras, that the lustful man has no delight in any other object but women, and the crafty man is never pleased except when he is engaged in some base act; the mischievous man, too, is never happy except he is committing mischief.

The Brahman having climbed up the Temple to possess himself of the pigeons, put his hand into the hole, when imagining that a snake which was in it, was a pigeon, he drew it to him; immediately the snake twined itself round the Brahman's arm. The Brahman considered: "If I do not let the snake go, I shall never be able to get down, supporting myself by one hand; and if I let the snake go, it will bite me; now what shall I do?" Being thus involved in misfortune, he began to roar out from terrour, "Oh, good people! save me!" Moralist writers have observed, that those persons who do not forego their errours, and continue to be engaged in a vicious course of conduct, suffering from the fruit of their actions, are always in affliction. On hearing the cries of the Brahman, many people assembled around the place. King Bhoj likewise, having heard of the circumstance, came to the spot to preserve the life of a Brahman; but the crowd, owing to agitation and hurry, were unable to fix upon any means for his relief, and remained quite inactive.

King Bhoj seeing the Brahman hanging from the summit of a Temple, resembling the peak of a mountain, and with the other arm enveloped in the folds of a snake, called out to the people: "Oh, assembled multitude, is there any one among you who is able to save this Brahman; and in such a way that he, being rescued from danger, may safely descend from this Temple? I will give a hundred thousand pieces of gold to whoever is able to effect this." On hearing these words, a Rájput named Singhala, who was extremely expert in archery, replied: "Oh, Chief of men! it is not necessary to employ much exertion; with very little pains I will bring the Brahman to the bottom. But, ho! Brahman shew me the arm which is surrounded by the snake." The Brahman immediately did so. The Rájput fixed an iron arrow in his bow, and having drawn the weapon to his ear, then let fly, and cut off the snake's head from his body. The snake's body being loosed by the blow, fell to the ground.

The

The Brahman immediately let go the crest of the snake; and being free from apprehension, and having the command of himself, descended from the Temple. King Bhoj, on seeing this, being highly pleased, bestowed the promised reward upon the Rájput; and having presented him likewise with costly garments, and many kinds of ornaments, made him happy. A Poet, who was present and witnessed the circumstance, recited some poetry on the occasion, of which the signification is this: "Singhala, the Rájput, having rescued the Brahman, and obtained a hundred thousand pieces of gold, was honoured by his Sovereign; what advantages, therefore, may not a man derive by skill in arms? That is to say, he may obtain even an empire as well as other valuable acquisitions."

The End of the Tale in Praise of Arms.

A TALE SHEWING THE USE OF DROLLERY.

Such people as are able to make the wealthy laugh by their gesticulation, or by a play upon words, are celebrated every where for their drollery. Here is an illustration.

There was a King named Supratáp, in the city of *Kanchipurí*. In this city four Robbers had entered a wealthy man's house by means of a mine which they had dug into it, and were all taken as they came out at the mouth of the mine with their property, by the watchmen of the city, and carried before the King. When the King learnt their offence, he, in a legal way, sentenced them to be empaled, and gave orders to that effect to the Executioner. Those who are acquainted with the principles of morality have declared, that the encouragement of the virtuous, and the punishment of the vicious, constitute the duty of a monarch. The Executioner, agreeably to the King's decree, conducted these four Robbers outside the city, and put three of them to death on the stake. The fourth then began to think, that as death was near at hand, it would be as well to devise some means for his own preservation, for when death takes place, all endeavour is fruitless. Moreover, if any man who is tortured

tortured by disease, or dying under the King's sceptre, can contrive the means of his own preservation, then such a man rescues himself from the gates of death. I should therefore make some effort to save my life. Having fixed on this, he said to the Executioner: "Executioner, you have now put three of us to death, but do you procure me for a moment an interview with the King, and afterwards put me to death. The reason is this, that I am acquainted with a most admirable piece of knowledge, which on my being put to death would perish; I would first, therefore, reveal this knowledge to the King, and afterwards you can execute your office; by that means this knowledge will remain in the world."

When the Executioner heard this relation he said: "Oh, Thief, thou art a great blockhead! Having come to the place of execution, thou entertainest a wish to live! thou art the vilest of men; why should the King wish to learn thy knowledge?" The Robber again said: "Executioner! what injury shall I do to the King's affairs? If the King shall hear my secret, he will be glad of it; nay, he will be pleased with you, and reward you." The Executioner being moved by the Robber's entreaty, informed the King about this secret. The King having heard of it, for his amusement summoned the Robber before him, and enquired of him: "What secret is this you know?" The Robber having respectfully joined his hands, represented: "Please your Majesty, I am acquainted with the secret of growing gold." The King, on hearing this, having smiled a little, said it was very surprising. The Robber stated: "Oh, King of kings! by sowing a grain of gold about the size of a mustard seed, in the usual way, it will in the course of one month be as big as the trunk of a tree, and will bear about a *pal*[1] weight of golden blossom; but your Majesty can judge for yourself on beholding it." The King affecting astonishment, said: "Robber, is this true?" The Robber, who had a rope round his neck, joining his hands, made answer: "Who dare utter a falsehood in the presence of your Majesty? If my assertion is false, my life will be forfeited at the end of a month; and if it be verified, favour will be manifested towards me." The King, for the sake of enjoying the amusement, told him he might undertake it.

The

[1] A *pal* is equal $2\frac{1}{2}$ ozs. troy.

The Robber then had a grain of gold of the size of a mustard seed, made by a goldsmith, and having cleared away a spot of ground within the confines of the palace, and close to the pleasure-pond, he addressed the King, saying: "Please your Majesty, every thing is ready, who do you command to sow this seed?" The King directed him to sow it himself. The Robber replied: "Please your Majesty, it is not in my province to sow the seed; had it been so, I had not been thus miserable. Whoever has never at any time stolen any thing, can alone sow this seed; therefore let your Majesty sow it." The King having reflected for a short time, said: "I remember to have taken some money from my father to bestow upon religious mendicants, and part I kept for myself. This was, in some measure, a theft; I cannot therefore sow it." The Robber then said: "Let your Minister sow it." The Minister answered. "I am engaged in the King's affairs, how can I therefore say that I have never stolen any thing?" The Robber, on this said: "Let the Chief Justice sow it." The Chief Justice replied: "I used, when a child, to steal the sweetmeats which my mother laid by."

When the Robber heard all these replies, he said: "Alas! why then should my life alone be forfeited?" All the courtiers began to laugh when they heard his exclamation; and the King having smiled, said: "And your life, Robber, shall not be forfeited." The King then looked towards his Ministers, and said: "This Robber is a shrewd intelligent fellow, and an adept in drollery; he shall remain near my person, and exhilarate me by his stories." The Robber being saved from destruction by the King's order, remained near his Majesty. At that time every one reflected, that there was not in the world one more vile than a thief, and yet this one had saved himself from death by his drollery, which was, consequently, a more useful quality than many other petty attainments.

THE END OF THE TRANSLATIONS.

A

VOCABULARY,

BENGÁLÍ AND ENGLISH,

&c. &c. &c.

* 2 o

An Explanation of the Abbreviations used in this Vocabulary; together with references to the Rules of the Grammar.

v. neut. Verb neuter. R. 182.
v. intran. Verb intransitive. R. 183.
v. tran. Verb transitive. R. 183.
v. caus. Verb causal. R. 184 and 194.
pres. part. Present participle. R. 239.
past. part. Past participle. R. 241.
pass. part. Passive participle. R. 242.
fut. part. Future participle. R. 249.
s. Substantive.
con. n. Concrete noun. R. 420.
abs. n. Abstract noun. R. 414.
v. noun. Verbal noun. R. 233 and 235.
pron. Pronoun. R 144, &c.
adj. Adjective. R 117.
poss. Possessive. R. 120, &c.
ep. Epithet. R. 127, &c.
in comp. In composition.
prep. Preposition. R. 291, &c
mon. Monoptote. R. 326.
ind. Indeclinable. R. 340, &c.
exp. Expletive particle. R 327, &c
voc. interj. Vocative interjection. R. 107, &c.
m. Masculine.
fem. Feminine.
s. Pure Sancrit.
s̈. Corrupt Sanscrit.
A Arabick.
P. Persian.
H. Hindí.
B. Bengálí, *i. e.* whose Sanscrit etymon is not known.
U. Of some unknown language.

VOCABULARY,

BENGÁLÍ AND ENGLISH,

OF THE

WORDS IN THE PRECEDING STORIES.

অ

s. অ *privativum.* Not. R. 294.
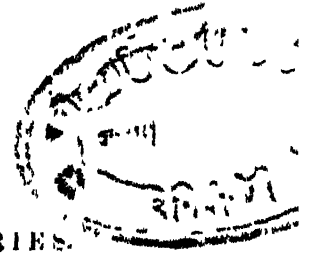
s. অংশ্ *s.* A share, a portion, lot.

s. অকর্ত্তব্য *fut. part.* (from অ not, and কর্ত্তব্য) Not to be done, improper to be done.

s. অকস্মাৎ *ind.* Unexpectedly, suddenly.

s. অক্ষত *pass. part.* Not wounded, cured from wounds.

s. অগ্নি *s.* Fire, the god of fire.

s. অগ্রে *mon.* In front, before.

s. অঙ্কিত *pass. part.* Marked, superscribed, impressed, paged.

s. অঙ্গ *s.* A limb, a member, the body.

s. অঙ্গীকৃত *adj.* Agreed to, acceded to.

s. অঙ্গুরীয়ক্ *s.* A finger-ring.

s. অজ্ঞান্ *adj.* Ignorant, stupid.

s. অঞ্জলি *s.* A mode of veneration by joining the hands, and keeping the palms from touching, as if to hold an offering.

s. অট্টালিকা *s.* A palace, an upper-roomed house.

s. অতএব্ *ind.* (s. অথ and এব) Therefore, wherefore.

s. অতি *prep.* Beyond, very, extremely, exceeding, much. R. 314.

s. অতিথি *s.* A guest.

s. অতিবাদ্ *adj.* Great, excessive. *ind.* Excessively.

s. অতিশয়্ *adj.* Exceeding, excessive great. *ind.* Exceedingly, very.

s. অতীন্দ্রিয় *adj.* Beyond the perception of the senses, imperceptible, immaterial, incorporeal.

s. অত্যন্ত *adj.* Excessive, immoderate. *ind.* Very, excessively.

s. অত্যন্তিকতা *abs. n.* (অত্যন্তিক extreme) Extremity, excess.

s. অথ *ind.* Hence, moreover, and.

s. অদৃষ্ট *pass. part.* Unseen, unperceived. *s.* Fate, destiny.

s. অদ্ভুত *adj.* Preternatural, surprising, amazing.

s. অদ্য *s.* To-day, now.

s. অদ্যরাত্রিতে *ind.* To-night.

s. অধম্ *adj.* The lowest, vile, base.

s. অধিক্ *adj.* More, more than. *ind.* Beyond, above.

s. অধিকার্ *s.* An estate, a privilege, an inheritance.

s. অধিকারী *poss.* Possessing a right or privilege. A proprietor.

s. অধিপতি *s.* A commander, a ruler, an owner, a governor.

s. অধিরাজা *s.* A sovereign, an emperor.

s. অধিরোহণ্ *v. nom.* The act of mounting or ascending.

s. অধীশ্ *s.* A sovereign, a lord.

s. অধ্যয়ন্ *s.* A reading, a lecture, study.

s. অনন্তর্ *ind.* Next, after, then.

s. অনাথ *adj.* (অ not, and নাথ) Without a protector, forlorn. *s.* An orphan.

s. অনায়াসে *ind.* (from অন not, and আয়াস labour) Without labour, easily; heedlessly.

s. অনিদ্র্ *adj.* Not asleep, waking, awake, watching.

s. অনিষ্ট *pass. part.* (অন not, and ইষ্ট wished) Undesired, ominous.

s. অনুগত *past. part.* Gone after any one, dependent or attached to any one.

s. অনুগ্রহ *s.* Favour, kindness, grace.

s. অনুচিত্ *adj.* (অন not, and উচিত) Improper, unfit.

s. অনুনয়্ *s.* Regard, respect, compliance, salutation, humility.

s. অনুপম্ *adj.* Incomparable, unequalled, unparalleled.

s. অনুপায়্ *adj.* (অন not, and উপায় resource) Without remedy, remediless. *s.* The absence of resource.

s. অনুভব্ *s.* Experience.

s. অনুমতি *s.* Consent, acquiescence, permission.

s. অনুমান্ *s.* An inference, a conclusion, an hypothesis.

s. অনুযায়ী *adj.* Following, resulting from.

s. অনুরোধ্ *s.* Kindness, obligingness, complaisance.

s. অনুসন্ধান্ *s.* Any thing aimed at, research, [illegible]vestigation.

s. অনুসা[illegible] *ind.* In conformity with, agreeably to.

s. অনেক্ *adj.* Many, much.

s. অন্তক্ *con. n* (from অন্ত an end) That which brings any thing to an end, destructive, mortal; Yama, the personified form of death.

s. অন্তর *adj.* Other, another.

s. অন্তঃকরণ্ *s.* The heart, the mind.

s. অন্তঃপুর্ *s.* The inner or Queen's apartments.

s. অন্তে *ind.* At the end.

s. অন্ধ *adj.* Blind.

s. অন্ধকার্ *s.* Darkness.

s. অন্ন *s.* Food, boiled rice.

s. অন্বিত *past part.* Connected with, agreeing with, possessed (of).

s. অন্বেষণ্ *s.* Search, research.

s. অন্য *adj.* Other, different, strange, unlike.

s. অন্যত্র *ind.* (from অন্য other, and ত্র R. 346.) Elsewhere

s. অন্যথা *ind.* (from অন্য other, and থা R. 348.) Contrariwise, differently. *s.* The contrary. *adj.* Contrary, different.

s. অপর্ *adj.* Another, other. *ind.* Moreover.

s. অপবাদ্ *s.* Censure, accusation, reproach.

s. অপব্যয়্ *s.* Waste, profusion, the squandering of money.

s. অপরাধ্ *s.* Offence, transgression, fault.

s. অপূর্ব্ব *adj.* (from অ not, and পূর্ব্ব before) Unparalleled, unprecedented, excellent, uncommon.

s. অপ্রকৃত *adj.* Not genuine, incorrect, untrue.

s. অপ্রমাণিক্ *adj.* Not capable of proof, inconclusive.

s. অপ্রিয় *adj.* Unamiable, disagreeable, detested.

s. অবকাশ্ *s.* Interval, leisure, opportunity.

s. অবগত *past part.* Comprehended, understood, known.

s. অবতার্ *s.* A descent (from heaven,) an incarnation.

s. অবধারিত্ *pass. part.* Fixed, determined on.

s. অবধান্ *s.* Attention, care

s. অবধারণ্ *v. noun.* The act of settling, fixing or determining

s. অবধি *ind.* As far as, as long as, till, from, since.

s. অবনত *past part.* Bent down, bowed

s. অবন্তী *s.* the name of a city, the modern *Oujein*

s. অবয়ব্ *s.* A limb, a member, a form, an image.

s. অবলম্বী *pos.* (from অবলম্ব a support) Hanging, depending

s. অবলা *s.* (from অ not, and বল strength) A woman *adj.* Weak.

s. অবলম্বন্ *v. noun.* The act of depending upon, being propped, supported, or protected. *s.* Dependence, support, asylum.

s. অবলোকন্ *v. noun.* The act of looking at or beholding.

s. অবশিষ্ট *pass. part.* Left, remaining. Leavings.

s. অবশ্য *ind.* Certainly.

s. অবসর্ *s.* Leisure, opportunity.

s. অবসান্ *s.* Conclusion, termination, cessation.

s. অবস্থা *s.* A state, a condition.

s. অবস্থিতি *s.* Residence, settlement.

s. অবিচার্ *adj.* (from অ not, and বিচার justice). Unjust.

s. অবিচারক্ *con. n.* (from অ not, and বিচারক্ just). Unjust, inconsiderate.

s. অভাব্ *s.* (from অ not, and ভাব being) A non-existence, a non-entity, a failure.

s. অভিপ্রায্ *s.* Intention, design.

s. অভিমত *past part.* Approved, chosen.

s. অভিমুখ্ *adj.* Facing, towards. *ind.* Towards.

s. অভিলাষ্ *s.* Wish, desire, lust.

s. অভিষেক্ *s.* The initiatory ceremony of anointing a sovereign for office.

s. অভ্যন্তর্ *adj.* Internal, inward.

s. অভ্যাস্ *s.* Study, repetition.

s. অমর্যাদা *s.* (from অ not, and মর্যাদা respect). A want of respect or honour, disgrace, affront.

s. অমৃত্ *past part.* Not dead. *s.* The water of immortality, ambrosia, nectar

s. অযথার্থ *adj.* (from অ not, and যথার্থ proper). Improper, unrighteous, not real, untrue.

s. অরি *s.* An enemy, a foe.

s. অরে *voc. interj.* Oh! ho! used in contempt.

s. অর্চনা *s.* Reverence, worship, adoration.

s. অর্থ *s.* Signification, meaning; cause; wealth, money.

s. অর্থ } *ind.* On account, for the sake
s. অর্থে } (of). for.

s. অর্থাৎ *Sanscrit abl. case of* অর্থ That is to say.

s. অর্দ্ধ *adj.* Half.

s. অর্দ্ধনিশা *s.* (from অর্দ্ধ half, and নিশা night). Midnight.

s. অর্দ্ধরাত্রি *s.* (from অর্দ্ধ half, and রাত্রি night). Midnight.

s. অর্দ্ধরাত্রিতে *ind.* Midnight.

s. অর্শিতে *v. n.* (from s. অংশ a share). To belong of right.

s. অলক্ষিত্ *pass. part.* Unmarked, unseen

s. অল্প *adj.* Little, small.

s. অশুভ্ *adj.* (from অ not, and শুভ good). Not good, bad, evil.

s. অশ্ব *s.* A horse.

s. অষ্ট *adj.* Eight.

s. অষ্টম *adj.* Eighth.

s. অষ্টাবিংশ *adj.* Twenty-eighth

s. অষ্টাবিংশতি *adj.* Twenty-eight.

s. অসমর্থ *adj.* (from অ not, and সমর্থ able) Unable, incapable.

s. অসহন্ *v. noun.* The act of not bearing, suffering, or tolerating.

s. অসহ্য *fut. part.* Not to be endured, intolerable.

s. অস্ত *s.* A mountain behind which the sun is supposed to set; sunset.

s. অস্ত্র *s.* A weapon, an edged tool.

s. অস্থির্ *adj.* Unstable, restless, agitated, unsettled, fickle.

আ

s. আইসন্ *v. noun.* The act of coming. R. 197.

s. আকর্ষণ্ *v. noun.* The act of drawing to, attraction.

s. আকাঙ্ক্ষিত্ *past part.* Desirous, wishing, anxious.

s. আকার্ *s.* A form, a shape, a figure, an appearance.

s. আকাশ্ *s.* The sky, the atmosphere; the subtle æther which is supposed to pervade the universe.

s. আকৃতি *s.* Form, shape, figure.

s. আকৃষ্ট *pas. part.* Drawn to, attracted.

s. আকুল্ *adj.* Troubled, agitated, distressed.

s. আখ্যান্ *v. noun.* The act of recording, praising, or reciting. *s.* A name, a denomination.

s. আগত *past part.* Come to, arrived.

s. আগতকল্য *ind.* (from আগত arrived and কল্য to-morrow) To-morrow.

s. আগমন্ *s.* Arrival, approach.

s. আগামী *m.* } *adj.* Approaching,
s. আগামিনী *fem.* } coming to.

s. আগার্ *s.* A house, a room, a receptacle.

s. আঘাত্ *s.* A blow, a stroke, a hurt, a plague.

s. আচরণ্ *s.* Conduct, habit, usage, practice.

s. আছাড়িতে *v. tran.* To dash or fling down with violence.

s. আচার্ *s.* An established rule of conduct, duty, &c., ordinance.

s. আজি *ind.* (from অদ্য) To-day.

s. আজ্ঞা *s.* An order, a command, an injunction, a decree.

s. আত্ম *adj.* Own.

s. আত্যন্তিকতা *abs. n.* Extremity, abundance, compleatness.

s. আদর্ *s.* Respect, honour, veneration, esteem.

s. আদি *in comp.* et-cetera.

s. আনন্দ্ *s.* Joy, felicity.

s. আনয়ন্ *v. noun.* The act of bringing.

s. আনাইতে *v. caus.* (from আনিতে) To cause to bring.

s. আনিতে *v. tran.* (from আ and নেতুং to lead) To bring.

s. আপদ্ *s.* Misfortune, calamity.

s. আপদ্গ্রস্ত *ep.* (from আপদ্ Calamity, and গ্রস্ত seized) Involved in misfortune.

s. আপন্ *pron.* (s. আত্ম) Own, my, thy, his, her, our, your, or their, as the context may require. R. 160.

s. আপনাহইতে *ind.* Of its own accord.

s. আপনি *pron.* (s. আত্ম) Self. R. 163. Your honour. R. 166.

s. আপন্ন *past part.* Possessed (of).

P. আবাদ্ *adj.* (آباد) Cultivated, prospe-rous, happy.

S. আবিষ্ট *pass. part.* Possessed, engrossed.

S. আভরণ্ *s.* Jewels, ornaments.

S. আভেদ *ind.* (আ till, and ভেদ division) Till the division or disjunction.

A. আমদ্ *adj.* (احمد) Most praised. Used as a proper name.

P. আমারী *s.* (عماري) A litter or seat with a canopy to ride on an elephant or camel.

S. আমি *pron.* I. P. 49.

A. আমীর্ *s.* (امير) A commander, a prince, a grandee.

S. আমোদ্ *s.* Pleasure, mirth.

S. আমোদিত্ *past part.* Pleased, gratified.

S. আয়ুঃ *s.* The duration of life, age.

S. আয়ুক্ত *pass. part.* Joined to, attached.

S. আয়োজন্ *s.* Preparation.

B. আর্ *ind.* And also, furthermore. *adj.* more. *pron.* another, other

B. আর্ আর্ *adj.* More, still more, all the other.

A. আরবী *s.* (from عرب) Arabia. An Arab.

S. আরম্ভ *s.* A beginning, a commencement.

S. আরাধনা *s.* Worship, service.

B. আর্এক্ *adj.* Another.

S. আরোহন্ *v. noun.* The act of mounting or climbing.

S. আর্ত্ত *past part.* Pained, afflicted.

S. আর্ত্তনাদ্ *s.* A dolorous outcry, a cry of pain.

S. আর্দ্রিত *adj.* Wetted, moistened, cooled.

S. আলঙ্কার্ *s.* Ornaments, jewels.

S. আলয়্ *s.* A house, an abode.

S. আলাপ্ *s.* Conversation, discourse.

S. আশীর্ব্বাদ্ *s.* A benediction, a blessing.

S. আশ্চর্য্য *adj.* Miraculous, wonderful, marvellous.

S. আশ্বাস্ *s.* Comfort, confidence.

S. আশ্রিত *pass. part.* Secured, protected, dependent.

S. আশ্রয়্ *s.* An asylum, a defence, a refuge

S. আসক্ত *past part.* Attached to, enamoured.

S. আসন্ *s.* A seat

S. আসিতে *v. intran* (আয়তুং) To come R. 197.

P. আস্তীন্ *s.* (آستين) A sleeve.

S. আহার্ *s.* Food, a meal.

S. আহ্বান্ *s.* A summons, an invitation

S. আহ্লাদ্ *s.* Joy, pleasure, mirth.

S. আহ্লাদিত্ *past part.* Rejoiced, delighted, happy.

ই

S. ই *ind* (from S. হি) Very, exactly, even indeed, truly.

S. ইচ্ছা *s.* Wish, desire

S. ইতস্ততঃ *ind* Here and there.

S. ইতি *ind.* Thus, so far.

S. ইতিমধ্যে *ind.* from ইতি this, and মধ্যে in the midst) In the mean time, in the interim.

s. ইতিহাস্ s. A tale, story, legend.

s. ইত্যবসরে ind. At this interval.

s. ইনি pron. proximate. He, she, it. See R. 151.

s. ইন্দ্র s. Excellent. This word gives the idea of superiority to whatever it is joined; as গজেন্দ্র A noble elephant.

s. ইন্দ্র s. The deity presiding over *Swerga* or the Hindu Paradise.

s. ইন্দ্রজাল্ s. Legerdemain, conjuring, juggling.

s. ইন্দ্রিয় s. An organ of sense.

s. ইহাতে ind. (7th case of এই) On this.

ঈ

s. ঈশ্বর্ s. The Lord, God. A king.

উ

s. উক্ত *past part.* Said, spoken, declared, ordered.

s. উক্তি s. A speech, an expression.

s. উচিত্ *adj.* Proper, suitable.

s. উচ্চারণ্ s. Utterance, pronunciation.

s. উচ্ছিষ্ট *pass part.* Left. s. Food rejected by another, leavings.

s. উচ্চৈঃ স্বরে ind. With a loud voice, aloud.

s. উঠন্ *v. noun.* The act of rising up.

s. উঠাইতে *v. caus.* (from উঠিতে to rise up) To raise up.

s. উঠিতে *v. intran.* (s. উত্থিত arisen) To arise up, to arise, to be established, to be invented.

s. উড়িতে *v. intran.* (s. উড্ডয়িতুং) To fly (as a bird).

s. উৎকণ্ঠা s. Regret, care, vexation.

s. উত্তম্ *adj.* Chief, best, excellent, good.

s. উত্তমতা *abs. n.* Excellence, superiority, goodness. R 421.

s. উত্তপ্ত *pass. part.* Heated, burnt up, scorched up.

s. উত্তর্ s. An answer, a reply.

s. উত্থান্ s. A rising or getting up.

s. উৎপন্ন *past part.* Produced, arisen from.

s. উৎপাটিতে *v. tran.* (from s. উৎপাটিতুং) To pluck up by the roots.

s. উদয় s. The ascent or uprise (of any thing.)

s. উদর্ s. The belly.

s. উদাসীন্ *pres. part.* (one who sits aside from others) A pilgrim, a religious mendicant, a misanthrope.

s. উদাহরণ্ s. An example, an illustration.

s. উদ্দীপ্ত *past part.* Illuminated, shining, glittering.

s. উদ্দেশ্ s. Search, vestige, trace.

s. উদ্ধার্ s. Rescue, release, redemption, the extracting any thing.

s. উদ্বিগ্ন *past part.* Sorrowful, dejected, sad, afraid.

s. উদ্যত *past part.* Prepared, ready to act, ready.

s. উদ্যান্ s. A garden, pleasure ground.

s. উদ্যোগ্ *s.* Exertion, fervor, zeal, readiness for action.

s. উদ্যোগী *m.* } *pass.* Active, industrious, engaged in.
s. উদ্যোগিনী *fem.* }

s. উপকার্ *s.* Help, assistance, favour.

s. উপকারক্ *adj.* Assisting, helping, aiding.

s. উপগত *pass. part.* Gone near, approached; promised, pledged to.

s. উপঢৌকন *s.* A present to a superior, a present of ceremony.

s. উপদ্রব্ *s.* A calamity, ruin, tyranny.

s. উপনীত *past part.* Arrived.

s. উপন্যাস *s.* A story, a tale.

s. উপবাস্ *s.* A fast.

s. উপবাসী *m.* } *con. n.* (from উপ বাস a fast) Fasting, a faster.
s. উপবাসিনী *fem.* }

s. উপবিদ্যা *s.* Inferior or subordinate knowledge.

s. উপবিষ্ট *past part.* Seated.

s. উপযুক্ত *pass. part.* Suited to, qualified, fitted, accomplished, worthy, proper.

s. উপর্ *s.* The top or upper part of any thing, the space over any thing, height. *mon.* Upon, over.

s. উপরি *mon.* Above, on the top, upon.

s. উপরিস্থিত *ep.* (উপরি on top, and স্থিত staying) Seated upon.

s. উপরে *mon.* (s. উপরি) On the top (of), upon.

s. উপসেবিত *pass. part.* Attended upon, served.

s. উপস্থিত্ *past part.* Arrived, present, at hand.

s. উপাখ্যান্ *s.* A tale, a story.

s. উপান্ত *adj.* Near, proximate.

s. উপায়্ *s.* The means of accomplishing any purpose, a means, a resource, a stratagem, a remedy.

উপার্জ্জিত্ *pass. part.* Acquired, accumulated.

s. উভয়্ *adj.* Both.

s. উভয়ে *ind.* Mutually.

s. উলঙ্গ *adj.* (s. উল্লগ্ন) Naked.

s. উল্লঙ্ঘন্ *v. noun.* The act of overstepping (any bounds).

s. উষ্ট্র *s.* A camel.

s. উষ্মা *s.* Heat, ardor; rage.

s. উষ্মান্বিত্ *ep.* (from উষ্মা heat, and অন্বিত possessed of) Enraged, angry.

ঊ

s. ঊনত্রিংশ *adj* Twenty-ninth.

s. ঊর্দ্ধ *adj.* High, lofty, elevated.

এ

s. এই *pron.* This. R. 155.

s. এইকারণ্ *ind.* On this account.

s. এইহেতুক্ *ind.* On this account.

s. এক্ *adj.* One, a, an, the same.

s. একত্র *ind.* (এক one, and ত্র R. 346) In one place, together.

s. একত্রিংশ্ *adj.* Thirty-first.

s. এক্ রাত্রে *ind.* One night.

s. একারণ্ *ind.* On this account, therefore.

s. একাকী *m.*
s. একাকিনী *fem.* } *adj.* Alone, solitary.

s. একাগ্র *adj.* Fixed on one point, intent.

s. একাদশ্ *adj.* Eleven.

s. একান্ত *ind.* Alone, only, solitary; extremely, much.

s. এক্ষনে *ind.* At this instant, now.

s. এখন্ *ind.* (from এতদ this, and ক্ষণ a moment) This moment, now.

s. এখানে *ind.* (from এ this, and খণ্ড a piece) In this place, here.

s. এত *ind.* (s. এতাবৎ) So much, so many, so long; thus, so.

s. এতৎ
s. এতদ্ } *pron.* This.

s. এতদ্রূপে *ind.* (from এতদ this, and রূপ form) In this way, thus.

s. এতন্মধ্যে *ind.* (from এতদ this, and মধ্যে in the midst) In the mean time.

s. এতাদৃশ্ *adj.* Similar, like, such. *ind.* Thus. R. 133.

s. এনিমিত্তে *ind.* On this account.

s. এবং *ind.* Also, likewise, and; so.

s. এমত *adj.* Like this, such.

ঐ

s. ঐ *pron.* That. R. 63.

s. ঐক্য *abs. n.* (from এক one. R. 422) Union, unity, singleness.

s. ঐশ্বর্য্য *abs. n.* (from ঈশ্বর a lord) Power, might, dominion.

ও

s. ও *voc. interj.* O! ho!

p. ও *ind.* (و) Also, too, even, likewise; and.

s. ওগো *voc. interj.* Oh! R. 113.

p. ওএরান্ *adj.* (ویران) Desolated, laid waste, depopulated, ruined.

s. ওষ্ঠী *poss.* (from ওষ্ঠ the lip) Having lips.

s. ওরে *voc. interj.* Oh! ho! used in contempt.

s. ওহে *voc. interj.* Oh! ho! R. 113.

ঔ

s. ঔদার্য্য *abs. n.* (from উদার R. 422) Generosity, liberality, munificence.

s. ঔষধ *s.* Medicine.

ক

s. কএক্ *adj.* (s. কতি and এক) Several, many.

s. কখন্ *ind.* (from কিং what, and ক্ষণ a moment) Any time, sometimes, ever.

s. কঠিন্ *adj.* Hard, solid, harsh, severe, abstruse.

u. কড়ুঠ *s.* A pocket.

s. কত *ind.* (s. কতি) How much? how many?

s. কতক্ *ind.* (s. কতি) Some, how many?

s. কথন্ *s.* A sentence, word, speech.

s. কথা *s.* Whatever is the subject of discourse, as a story, a tale, a speech, a message, &c. &c.

s. কথোপকথন্ *s.* (from কথা a story, and উপকথন্ mention) Conversation, dialogue.

s. কদাচ *ind.* At any time, ever.

s. কদাচিৎ *ind.* Sometimes, at some time or other, ever.

s. কন্দর্প *s.* *Cáma,* the God of desire, the *Hindu* Cupid.

s. কন্যা *s.* A virgin, a damsel, a bride, a daughter; the sign *Virgo.*

s. কপাল্ *s.* The forehead; fortune, trick, fate.

s. কপিত্থ *s.* The elephant or wood apple (Feronia elephantum, or Cratæva valanga).

s. কপোত্ *s.* A dove, a pigeon.

s. কবন্ধ *s.* A demon, a devil.

A. কবর্ *s.* (قبر) A grave, a tomb, a burial ground.

s. কবি *s.* A poet.

s. কবিতা *s.* A poem.

A. কবুল্ *s.* (قبول) Consent, concession, assent, promise.

s. কম্পায়মান্ *pres. part.* Trembling, shaking, quaking.

s. কম্পির্ *past part.* Trembling. *s.* A tremor.

s. কম্বল্ *s.* A blanket.

s. কর্ *s.* The hand, an elephant's trunk. Tax, tribute, revenue.

s. করণ্ *v. noun* The act of doing or making.

s. করণক্ *adj.* Having an agent or cause, by the means. R. 140.

s. করত্ *pres. part.* Doing.

s. করা *v. noun.* The doing or making.

s. করাইতে *v. caus.* (from করিতে) To cause to do or make.

s. করাঘাত্ *s.* (কর the hand, and আঘাত a blow) Thumping with the hand.

A. করার্ *s.* (قرار) Agreement, compact, contract.

s. করিতে *v. tran.* (s. কর্তুং) To make, to do.

s. করুণা *s.* Tenderness, compassion, feeling.

s. কর্ণ *s.* The ear.

s. কর্ণাট্ *s.* A district in the Deccan. The Carnatick country.

s. কর্ত্তা *con. n.* A maker, a doer, an agent, a master.

s. কর্ত্রী *con. n.* The mistress of a house.

s. কর্ত্তৃক্ *adj.* Having an agent, by. R. 141.

s. কর্ব্বুর্ *s.* A variegated colour.

s. কর্ম্ম *s.* Action, affair, deed, business, work.

s. কর্ম্মকর্ত্তা *cp.* (from কর্ম্ম business, and কর্ত্তা an agent) One who transacts business, a servant, an officer.

s. কলশঃ s.
s. কলসম্ s. } An earthen waterpot or jar.

s. কলহঃ s. Contention, uproar, strife.

s. কলিকাল্ s. (কলি and কাল time) The fourth or Iron Age of the world, during which vice predominates.

s. কল্প s. A day and night of BRAHMÁ, a period of 432,000,000 years of mortals, measuring the duration of the world, and as many the interval of its annihilation.

s. কল্য s. Yesterday; to-morrow.

s. কশা s. A whip.

s. কষ্ট pass. part. Pained. s. Bodily pain or uneasiness.

s. কস্তুরী s. Musk.

s. কহন্ s. A saying, expression, mention.

s. কহিতে v. tran. (s. কথয়িতুং) To narrate, to speak, to say, to tell, to mention.

s. কা ind. Bad. (A prefix of deterioration).

s. কাক্ s. A crow.

s. কাক্পক্ষ s. (from কাক a crow and পক্ষ a wing) Jetty lock, ringlets.

P. কাচ্হারী s. A hall of justice, town house, court.

s. কাছে ind. (s. কক্ষে) In the vicinity, near to.

A. কাজী s. (قاضي) A cazy or judge.

s. কাটা pass. part. Cut off.

s. কাটিতে v. tran. (s. কৃন্তিতুং) To cut, to clip, to saw; to pass away (the time).

s. কাতর্ adj. Confused, perplexed, distressed.

s. কান্যকুব্জ s. A country the modern Canouje.

s. কাপুরুষ্ s. A vile man, a coward.

P. কাবল্ s. Cabool, a country to the west of the Indus, about 250 miles in length, and 150 in breadth.

s. কামাকার্ con. n. Conducive to lust or desire.

s. কামাইতে v. tran. (কর্ম্ম business) To earn, to acquire, to have. To shave.

s. কামুক্ adj. Lustful.

s. কারণ্ s. A cause, motive. ind On account (of), for.

s. কার্য্য fut. part. To be done, business, affair, object, effect.

s. কাল্ s. Time, a season.

s. কালিদাস্ s. A celebrated poet, and one of the nine gems or eminent men of *Vicramáditya's* court.

s. কালিন্দী s. The river Yamuna or *Jumna*.

s কাষ্ঠ s. Wood A log of wood. adj. Wooden.

কি pron. (s. কিং) Which? what? whether? ind. (P. کہ) or, that, saying.

s. কিংশুক্ s. A tree (Butea frondosa) bearing beautiful red blossoms.

s. কিছু pron. (s. কিঞ্চিৎ) Some, any, a few, a little. R. 176.

s. কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিদ্ } adj. A part, a little. ind. Somewhat, something.

s. কিনিতে *v. tran.* (s. ক্রুঞ্চ) To purchase, to buy,

s. কিন্তু *ind.* But, now, yet.

s. কিম্প্রকার্ *ind.* On what account.

s. কিমতে *ind.* In what way? how?

s. কিম্বা *ind* Or, otherwise, either, whether.

s. কিয়ৎ } *adj.* A few, a small quantity.
s. কিয়দ্ }

s. কিরূপে *ind.* (from কি what, and রূপ a form) In what form? how?

s. কীর্ত্তি *s.* Renown, fame, celebrity.

s. কু *ind.* Bad (a prefix of deterioration).

s. কুক্কুট্ *s.* A gallinaceous fowl, a cock

s. কুক্ষি *s.* The abdomen, the belly, the womb.

s. কুট্টনী *s.* A procuress, a bawd.

s. কুণ্ড *s.* A hole in the ground for receiving and preserving consecrated fire.

s. কুত্রাপি *ind.* Anywhere.

s. কুন্তল্ *s.* Hair.

s. কুপিত্ *past part.* Angered, enraged, angry.

s. কুমার্ *s.* A boy (under five years of age).

s. কুরূপ্ *adj.* Of bad form, ugly.

s. কুল্ *s.* Family, race, tribe, or caste.

s. কুলক্ষণ্ *s.* An inauspicious sign, mark, or omen. *adj.* Inauspicious, ominous, unlucky.

A. কুলুপ্ *s.* (قفل) A lock, a bolt.

s. কুশল্ *s.* Happiness, well-being. *adj.* Happy, felicitous, expert.

s. কুহর্ *s.* A cavity, a hollow, a hole.

s. কূপ্ *s.* A well.

s. কৃচ্ছ্র *s.* Bodily pain. *adj.* Painful, difficult.

s. কৃত *pass. part* Made, done. Much used *in comp.* to give a past sense, as পরিপাটী arrangement, পরিপাটীকৃত arranged.

s. কৃতাঞ্জলি *adj.* With joined palms of the hand (as a mark of reverence or solicitation).

s. কৃপা *s.* Tenderness, compassionateness, mercy.

s. কৃষি *s.* Husbandry, agriculture; ploughing, cultivating the soil.

s. কৃষ্ণ *adj.* Black. *s.* One of the names of *Vishnu,* in his most celebrated incarnation on earth.

s. কেন *ind.* Why? by that.

s. কেননা *ind.* Because.

s. কেনহ *adj.* Some, any.

s. কেবল্ *ind.* Only, alone, simply. *adj.* all, entire.

s. কেশ্ *s.* Hair.

s. কেহ } *pron.* Some one, any one,
s. কেহো } either.

P. কোটাল্ *s.* (کوتوال) The chief officer of police in a city.

s. কোথা } ind. (from কু where, and
s. কোথায় } .থা R. 348) Any where, where; where?
s. কোন or কোনহ pron. Any, some.
s. কোপ্ s. Anger, rage.
s. কোপিত্ past part. Enraged, angry.
s. কোমল্ adj. Soft, tender, gentle, mild.
s. কোলাহল্ s. A loud and confused noise, an uproar.
s. কোষাগার্ s. (কোষ a treasury, and আগার a house) A treasury.
s. কৌতুক্ s. A sight, a shew, a spectacle, amusement, fun.
s. ক্রমে ind. By degrees, agreeable to, in conformity.
s. ক্রমে ক্রমে ind By degrees, gradually.
s. ক্রয়্ s. Buying, purchase.
s. ক্রিয়া s. An act, action, any religious ceremony; a verb.
s. ক্রীড়া s. Play, sport.
s. ক্রীত pass. part. Purchased, bought.
s. ক্রুদ্ধ past part. Angered, angry.
s. ক্রেতা com. n. A purchaser.
s. ক্রোধ s. Anger, passion, rage, choler.
s. ক্রোধিত্ past part. Enraged, angry.
s. ক্লেশ্ s. Pain, anguish, hardship.
s. ক্ষণ্ s. A moment.
s. ক্ষত pass. part. Wounded, cut. s. A cut, a wound, a scar, a sore.
s. ক্ষতি s. Injury, harm, loss.
s. ক্ষমা s. Forgiveness, pardon.
s. ক্ষান্ত past part. Forborne, endured, desisted, relinquished, patient, quiet.
s. ক্ষান্তি s. Patience, forbearance.
s. ক্ষিপ্ত pass. part. Thrown; upset in mind, crazy, frantick.
s. ক্ষীণ্ past part. Wasted, thin, slender, raw-boned.
s. ক্ষুদ্র adj. Little, small, contemptible
s. ক্ষুধিত্ past part. Anhungered, hungry
s. ক্ষুর্ s. A razor. A hoof.
s. ক্ষেপণ্ v. noun. The act of throwing, or flinging; sending.

খ

s. খচিত্ pass. part. Inlaid, mixed.
s. খট্টা s. (খট্বা) A bedstead, a cot, a couch.
s. খড়্গ s. A rhinoceros's horn; a sword, a scymetar.
s. খড়্গধার্ s. The edge of a sword.
s. খড়্গহস্ত ep. (খড়্গ a sword, and হস্ত the hand) Sword-in-hand.
A. খরচ্ s. (خرچ) Expenditure, expense, price.
s. খরচ্ পত্র s. (from A. خرچ expense, and পত্র a letter) A bill of exchange, a letter of credit.
s. খল্তা abs. n. (from খল vile, crafty) Vileness, craftiness, baseness, mischievousness.
s. খাইতে v. tran. (s. খাদিতুং) To eat; to drink; to undergo, to suffer.

P. খাতির্‌জমা s. (خاطر جمع) Tranquillity, self-collectedness. *adj.* Self-collected, composed, tranquil.

S. খাদ্য *fut. part.* To be eaten. *s.* Food, victuals.

S. খানে *ind.* (from খণ্ড a piece) Place: much used in comp. as সেই খানে in that place.

A. খালী *adj.* (خالي) Empty, void, vacant.

S. খুঁটিতে *v. tran.* (s. চঞ্চু a beak) To peck (as a bird). To pick up or gather.

S. খুলিতে *v. tran.* (s. খুলিতুং) To loosen, to open, to expand.

S. খেদ্‌ s. Sorrow, affliction, distress.

S. খেদাইতে *v. tran.* To drive (as cattle), to drive off, to expel, to rebuff.

S. খেলা *s.* Play, sport.

A. খেলাৎ s. (خلعت) A dress, a robe of honour with which princes confer dignity on their subjects.

P. খোজেস্তা *adj.* (خجسته) Fortunate. Used as a proper name.

S. খ্যাত *past part.* Celebrated, renowned, famous.

গ

S. গগণ্‌ *s.* The sky, the atmosphere.

S. গজ্‌ s. An elephant.

S. গজেন্দ্র s. (from গজ an elephant, and ইন্দ্র excellent) A noble elephant.

S. গঠন্‌ *v. noun.* The act of forming, making or fashioning.

S. গঠিতে }
S. গড়িতে } *v. tran.* (s. গড়িতুং) To cast, to melt, to mould, to fashion, to frame, to make, to carve.

S. গণ্‌ s. A multitude, a host. R. 75. Much used *in comp.*

S. গণনা *s.* Enumeration, counting, calculation.

S. গত *past part.* Gone, passed, elapsed, last.

S. গতদিন্‌ *ind.* (from গত gone past and দিন a day) Yesterday.

S. গতরাত্রি *ind.* (from গত gone past and রাত্রি night) Last night.

S. গতি *s.* Motion, gait, ways, final reward

S. গতে *ind.* On being past or gone

S. গন্তব্য *fut. part.* To be gone, passable, likely to go.

S. গবাক্ষ *s.* A round window, an air hole, a loop hole.

S. গমন্‌ *v. noun.* The act of going or departing. *s.* Movement, gait *In comp.* Moving.

S. গম্ভীর্‌ *adj.* Deep, profound

A. গরীব্‌ *adj.* (غريب) Poor, inoffensive, harmless. *s.* A poor man.

S. গরুড় *s.* A large kind of heron (Ardea Argala). In mythology, the bird and vehicle of *Vishnu.*

S. গর্ত্ত *s.* A hole, a cavity.

B. গল্প *s.* A story, a tale.

S. গর্ব্বিত্‌ *adj.* Proud, haughty.

s. গর্ভ s. A fœtus or embryo; the womb.

s. গলা s. (s. গল) The throat.

s. গলিত্ past part. Fallen, dropped, running, oozing.

s. গহনা s. A jewel, ornament.

s. গাত্র s. The body.

s. গাত্রোত্থান্ v. noun. (গাত্র the body and উত্থান raising) The act of raising the body, or of rising up (from bed).

P. গিরা s (گره) A knot, a joint.

s. গুণ্ s. A good quality, virtue, merit, skill, accomplishment. A fold, multiplication. Twine or any twisted cord.

s. গুনাখ্যান্ s. (গুণ a quality, and আখ্যান praising) Panegyrick, eulogium.

s. গৃহ s. A house, a dwelling.

s. গৃহিণী fem. poss. A householder's wife.

s. গৃহী mas. poss. A householder.

s. গোচর্ s. Any thing perceived by the senses, or whatever they comprehend.

s. গোপন্ s. Concealment, secresy.

s. গোপনে ind. In secret, privately.

P. গোর্ s. (گور) A grave, a tomb, a burial ground.

s. গৌণ্ s. Delay.

s. গ্রন্থকার্ s. A compiler, an author.

s. গ্রন্থি s. A knot, a joint.

s. গ্রস্ত pass. part. Seized, captivated.

s. গ্রহণ্ v. noun. The act of seizing, taking, accepting, or acknowledging. s. An eclipse.

s. গ্রীষ্ম s. Heat, warmth. The hot season (coinciding nearly with June and July). adj. Hot, warm.

s. গ্রাম্ s. A village. A multitude or assemblage of any thing, as of houses forming a village, of musical notes forming the gamut. In comp. An assemblage, as in ইন্দ্রিয়গ্রাম The assemblage of corporeal organs.

s. গ্রামস্থ ep (from গ্রাম a village, and স্থ abiding) A villager.

s. গ্রাস্ s. A morsel, a mouthful.

s. গ্রাহক্ con. n. One who takes, accepts, or seizes; a purchaser.

s. গ্রাহ্য fut. part. To be taken, to be accepted, to be admitted, admissible.

ঘ

s. ঘটক্ s. An hereditary officer in *Hindu* villages, who keeps an account of genealogies, and is employed to negociate marriages.

s. ঘটিতে v. intran. (s. ঘটিতুং) To occur, to happen, to devolve.

s. ঘর্ s. (s. গৃহ) A house, a dwelling, an apartment.

s. ঘসিতে v. tran. (s. ঘর্ষিতুং) To rub, to wipe, to polish.

s. ঘাইট্
s. ঘাটি } s. Sin, fault, misdemeanor.

s. ঘাতক *com. n.* A murderer, a maimer, a destroyer.

s. ঘাতুক *adj.* Sanguinary, cruel. *s.* An executioner.

s. ঘোটক *s.* A horse.

চ

s. চতুর্ *adj.* Four.

s. চতুর্বিংশতি *adj.* Twenty-four.

s. চতুর্থ *adj.* The fourth. R. 355.

s. চন্দ্র *s.* The moon.

s. চন্দ্রিকা *s.* Moonlight.

s. চমৎকৃত্ *pass. part.* Astonished, amazed.

s. চরণ্ *s.* The foot.

s. চরিতে *v. intran.* (চরিতুং) To graze, to feed (as animals).

s. চরিত্র *s.* Conduct, behaviour, habit, morals.

s. চর্য্য *fut. part.* To be practised. *s.* An observance.

s. চলিত্ *past part.* Moved, shaken, deterred.

s. চলিতে *v. intran.* (s. চলিতুং) To move, to go, to go off, to continue, to pass (as money), to be discharged (as a gun), to flow, to blow, to avail.

A. চাওর্ *s.* (غور) Reflection, consideration, meditation.

P. চাকর্ *s.* (چاکر) A servant.

P. চাকরী *s.* (چاکري) Service, servitude.

P. চাদর্ *s.* (چادر) A sheet, a table-cloth.

U. চাবি *s.* A key.

s. চামর্ *s.* A fly-flap (commonly made of the tail of the Bos grunniens or *Yac* of Tartary, and conferred as an emblem of Royal favour).

s. চারি *adj.* (s. চতুর্) Four.

s. চাহিতে *v. intran.* (from s. ইচ্ছা desire) To desire, to wish for, to love, to demand, to require, to need, to try, to look to, to look for.

s. চিচ্কার্ *s.* (from s. চিৎকার) A scream.

s. চিতা *s.* A funeral pile.

s. চিতাশায়ী *cp.* (from চিতা a funeral pile, and শায়ী sleeping) Reposing on the funeral pile, dead.

s. চিত্ত *s.* The heart, the mind.

s. চিনিতে *v. tran.* (from s. চিহ্ন a mark) To recognize, to know.

s. চিন্তা *s.* Thought, pensiveness, anxiety, care, dejection, sadness, melancholy.

s. চিন্তাকুল্ *adj.* (from চিন্তা thought, and আকুল্ troubled) Thoughtful, pensive, melancholick.

s. চির্ *adj.* Long.

s. চিরস্থায়ী *adj.* (from চির long, and স্থায়ী staying) Enduring, permanent, not transitory.

s. চিহ্ন *s.* A mark, a spot, a sign, a trace.

s. চুরি *s.* (s. চুরা) Theft, stealing.

U. চুল্ *s.* Hair.

s. চূর্ণ *pass. part.* Pounded, broken to pieces, pulverised. *s.* Any pulverised substance, dust, powder.

s. চেঁচাইতে *v. intran.* To scream.

s. চেড় *s.* A male servant or slave.

s. চেড়ী *s.* A female servant or slave.

s. চেষ্টা *s.* An endeavour, exertion.

s. চেষ্টান্তর্ *s.* (from চেষ্টা an endeavour, and অন্তর the midst) Any object of search, redress.

s. চেষ্টিত্ *past part.* Endeavoured for, sought, excited, anxious, anxiously engaged.

s. চৈতন্য *s.* Sensation, recollection, faculties *adj.* In possession of the faculties, sensible, rational.

s. চোর্ *s.* A thief.

s. চোহান্ *s.* (চাহ্বান্) A caste of *Rajputs.*

H. চোকিদার্ *s.* (چوکیدار) A sentinel, a watchman.

H. চোকিদারী *s.* (چوکیداری) The business of a sentinel or watchman.

H. চৌকী *s.* A chair. A watch, or guard.

s. চৌবাটী *s.* (চতুষ্পাটী) A place of instruction; a college, a seminary.

ছ

s. ছত্র *s.* An umbrella, a parasol, a canopy.

s. ছন্দ *s.* Wish, pleasure.

s. ছল্ *s.* Fraud, deceit, device, plot, pretext.

s. ছাওয়া *s.* (s. ছাদন) A covering, a roof, a thatch.

s. ছাওয়াল্ *s.* A child.

s. ছাড়িতে *v. tran.* (s. ছর্দিতুং) To let loose, to dismiss, to quit, to abandon, to divorce, to set free.

s. ছাত্ *s.* (s. ছাদ or ছত্র) A thatch, a roof.

s. ছিদ্র *s.* A hole, a perforation, a fault, a defect.

s. ছিন্নভিন্ন *adj.* Pierced through and through.

s. ছেদন্ *v. noun.* The act of cutting or dividing.

s. ছোরা *s.* (s. ছুরী) A knife.

জ

s. জ *in comp.* Born, produced. R. 136.

s. জন্ *s.* A man, a person (of either sex).

s. জন্তু *s.* An animal.

s. জন্ম *s.* Birth.

s. জন্মিতে *v. intran.* (from জন্ম birth) To be produced, to spring. *v. tran* To bear young, to produce.

s. জন্যে *mon.* On account (of), for.

A. জবাব্ *s.* (جواب) An answer, a reply.

A. জমা *s.* (جمع) A heap, a collection.

P. জরী *adj.* (زری) Of gold-thread, wove with gold-thread.

s. জল্ *s.* Water.

s. জাগ্রৎ *pres. part.* Waking, awake.

s. জাতি *s.* Class, race, caste.

s. জানিতে *v. tran.* (s. জ্ঞাতুং) To know, to understand, to discern, to recognise.

p. জামা *s.* (جامه) A garment, a gown, a robe, a vest.

s. জাল্ *s.* A net, a lattice, window, a film on the eye.

s. জামাতা *s.* A daughter's husband, a son-in-law.

s. জিজ্ঞাসা *s.* A question, an interrogation.

s. জিজ্ঞাসিতে *v. tran.* (s. জিজ্ঞাসিতুং) To ask, to question, to enquire.

s. জিত *pass. part.* Conquered, subdued.

s. জিতেন্দ্রিয় *adj.* (from জিত subdued, and ইন্দ্রিয় the senses) Of subdued senses, impassive, stoical.

s. জিনিস্ *s.* (جنس) Goods, merchandise, movables.

s. জীব্ *s.* Life, existence.

s. জীবৎ *pres. part.* Living

s. জীবন্ *s.* Life.

s. জীবী *poss.* (from জীব life) Possessing life. *adj.* Living, alive.

s. জ্ঞ *in comp.* Knowing, acquainted with. R. 136.

s. জ্ঞাত *past part.* Known, comprehended, understood.

s. জ্ঞান্ *s.* Knowledge.

s. জ্ঞানবান্ *m.* }
s. জ্ঞানবতী *fem.* } *poss.* Wise, intelligent

s. জ্ঞানহত *ep.* (from জ্ঞান knowledge, and হত hurt) Astonished, stupified, confounded.

s. জ্ঞানী *poss.* (জ্ঞান knowledge) Possessing wisdom, wise, knowing, intelligent, wary.

s. জ্যোতিঃশাস্ত্র *s.* (from জ্যোতিঃ a star, and শাস্ত্র a science) Astrology, astronomy.

s. জ্যোতির্জ্ঞ *ep.* (জ্যোতিঃ a star, and জ্ঞ knowing) An astrologer, or astronomer

ট

B টি *exp* A particle implying diminutiveness, R. 329.

ঠ

s. ঠাওরাইতে *v. tran.* (s. স্থির firm fixed). To fix, to stop, to determine, to appropriate, to award, to settle

ড

s. ডাকাইতে *v. caus.* (from ডাকিতে) To cause to summon.

s. ডাকিতে *v. tran.* (from ঢক্কা a drum). To summon, to call.

ঢ

s. ঢাকিতে *v. tran.* (s. ঢক্ক covering) To cover, to hide, to conceal, to disguise, to close, to shut.

ত

s. তৎক্ষণ্ *ind.* (from তদ that, and ক্ষণ a moment) That moment, then, so soon as.

s. তড়িৎ *s.* Lightning.

s. তঃ *ind.* A particle subjoined to nouns to form adverbs; as শাস্ত্র a science, an ordinance, শাস্ত্রতঃ scientifically, legally. R. 349.

s. তৎক্ষাৎ } *ind.* (from তদ্ that, and
s. তৎক্ষণে } ক্ষণ a moment). At that moment, on the instant.

s. তত্ত্ব or তত্ত্ব *s.* (from তদ্ that, and ত্ব. R. 421) The essential nature or first principle (of any thing), mystery, identity, investigation, research.

s. তত্ত্ববেত্তা *ep.* (তত্ত্ব first principle, and বেত্তা knowing) Profoundly skilled.

s. তৎ } *Sanscrit pronoun used in comp.*
s. তদ্ } That.

s. তৎপর্ } *ind.* (from তদ that, and
s. তৎপারে } পর after) After that, then.

s. তথাপি *ind.* Even then, notwithstanding.

s. তথ্য *s.* Truth. *adj.* True.

s. তদনন্তর্ *ind.* (from তদ that, and অনন্তর next) After that, afterwards, then.

s. তদনুরূপ্ *ind.* (from তদ that, and অনুরূপ like) In the same way, in conformity.

s. তদনুসারে *ind.* Agreeably to that

s. তদবধি *ind.* (from তদ that, and অবধি limit) Up to that time, so long

s. তদ্বৎ *ind.* Like that, so.

s. তদ্রূপ *ind.* In that way, similarly, so.

s. তনয় *s.* A son.

s. তনয়া *s.* A daughter.

s. তন্নিমিত্তে *ind.* (from তদ that, and নিমিত্ত a cause) On that account, therefore.

s. তন্মধ্যে *ind.* (from তদ that, and মধ্যে in the midst) During that, within that.

s. তবে *ind.* (s. তদা) Then, at that time, nevertheless, still.

s. তম্ The termination employed to form the superlative. R. 125.

s. তর্ The termination employed to form the comparative R. 125.

s. তরু *s.* A tree.

s. তল্ *s.* The bottom of any thing.

s. তলস্থিত্ *ep.* (from তল bottom, and স্থিত situated) Sitting beneath, covered.

s. তলে *ind.* At the bottom, below, under.

s. তলোয়ার্ *s.* (s. তরবারি) A sword, a scymetar.

s. তাড়ণ্ *v. noun.* The act of beating or whipping.

s. তাড়্যমান্ *pres. part. pass.* Being beaten.

P. তাজা *adj.* (تازه) Fresh, new, green, tender.

s. তাবৎ } *ind.* So much, so many, so
s. তাবদ্ } long, so far, until: the correlative of যাবৎ.

s. তার্ পর্ *ind.* (তাহার্ পর্) After that, afterwards.

s. তারা *s.* A star or planet. The apple of the eye.

s. তালু *s.* The palate.

s. তাহার্ পর্ *ind.* (from তাহার্ *the gen. case of* সেই that, and পর্ after) After that, afterwards, then.

s. তিন্ *adj.* (s. ত্রীণি) Three.

s. তিনি *pron.* He, she. R. 150.

s. তিরস্কৃত *adj.* Despised, contemned, abused, reviled

s. তিলার্দ্ধ *s.* (from তিল্ sesamum, and অর্দ্ধ a half) Half a grain of mustard seed. The smallest mark.

s. তীর্ *s.* The bank of a river.

P. তীর্ *s.* (تیر) An arrow

P. তীরান্দাজী *s.* (تیراندازی) Archery

s. তীক্ষ্ণ *adj.* Sharp, pointed, acute, keen, poignant, pungent, hot, zealous.

s. তুই *pron.* Thou. R. 147.

s. তুমি *pron.* You. R. 146.

s. তুচ্ছ *adj.* Small, inferior, contemptible, worthless, despised, despicable.

s. তুরঙ্গ *s.* A horse.

s. তুষিতে *v. tran.* (s. তুষ্টুং) To please, to delight, to satisfy, to appease.

s. তুষ্ট *past part.* Pleased, delighted, rejoiced.

s. তুল্য *adj.* Equal, like, similar. *ind.* Like. *in comp.* Like, resembling, as সূর্য্যতুল্য like the sun.

s. তৃণ্ *s.* Grass.

s. তৃতীয় *adj.* The third. R. 355.

P. তেবরস্থান্ *s.* (طبرستان) *Tubristan*, or *Mazanderan*, a province of Persia, having the Caspian sea on the north, Ghilan on the west, Persian Irack on the south, and Chorasan on the east.

s. তেমন্ *ind.* In that manner, so.

s. তো *exp.* An emphatic particle. R. 337.

P. তোতা *s.* (طوطي) A parrot.

s. ত্যক্ত *pass. part.* Abandoned, quitted, deserted, left.

s. ত্যাগ্ *s.* Relinquishment, desertion, abandonment.

s. ত্যাগী *poss.* (from ত্যাগ abandonment) An abandoner, a deserter.

s. ত্রাস্ *s.* Fear, terrour.

s. ত্রিংশ্ *s.* Thirty.

s. ত্রিভুবন্ *s.* The three worlds, *i. e.* The celestial, terrestrial and tartarean regions.

থ

s. থাকা *v. noun* The dwelling, the remaining.

s. থাকিতে *v. n.* (s. স্থা) To stay, to abide, to be, to endure. - R. 273.

দ

s. দংশন্ *v. noun* The act of biting or stinging.

s. দক্ষিণ্ *adj.* Right (not left). South. *s.* The *Deccan*, or South of India.

s. দড়ী *s.* (s. ডোরক) A string, twine.

s. দণ্ড *s.* A staff, a stick. Punishment by fine or death. The sixtieth part of the day and night, *viz.* twenty-four minutes (which is the *Hindu* hour).

s. দত্ত *pass. part.* Given, bestowed. R. 129.

s. দমন্ *v. noun.* The act of taming, subduing, controuling, rebuking, or punishing.

s. দয়া *s.* Pity, compassion, tenderness, feeling.

s. দয়ালু *adj.* Tender, compassionate.

P. দর্ *s.* Price.

P. দর্জী s. (درزي) A tailor.

s. দর্প্ *s.* Power, pride, arrogance, a boast.

P. দর্বার্ (دربار) The court, a hall of audience the holding of a court.

s. দর্শন্ *v. noun.* The act of seeing.

s. দর্শাইতে *v. caus.* (from দর্শিতে to see) To cause to see, to make appear, to shew.

s. দশ্ *adj.* Ten.

s. দশা *s.* A state, a condition.

s. দাড়াইতে } *v. intran.* (from s. দণ্ড a
s. দাঁড়াইতে } prop) To stand.

s. দাড়ী *s.* The beard.

s. দাতা *con. n.* Generous, liberal.

s. দান্ *s.* A gift, a largesse.

s. দানব্ *s.* A demon, a titan, or giant

P. দামন্ s. (دامن) Skirts of a robe.

s. দারিদ্র *abs. n.* (from দরিদ্র poor) Poverty.

s. দারু *s.* Wood.

s. দারুর্ *gen. case.* Of wood, wooden

s. দারুময় *m.* } *adj.* Composed of
s. দারুময়ী *fem.* } wood, wooden

s. দাস্ *m.* } A servant, a slave.
s. দাসী *fem.* }

s. দাহ্ *s.* A burning, a burn, inflammation.

s. দাহিক্ *adj.* Inflammatory, combustible.

s. দিক্স্থ *adj.* (from দিক a side, and স্থ abiding) Contiguous, surrounding, neighbouring.

s. দিক্ } s. A side, a quarter.
s. দিগ্ }

s. দিগে *ind.* Towards.

s. দিতে *v. tran.* (s. দাতুং) To give, to bestow, to effect. R. 275.

s. দিনে ২ *ind.* From day to day.

s. দিন্ } *s.* A day.
s. দিবস্ }

s. দিবা s. A day.

s. দিবাকর্ ep. (from দিবা the day, and কর a maker) The maker of day, *i. e.* the sun.

s. দিবারাত্রি *ind.* (from দিবা day, and রাত্রি night) Day and night.

s. দীন্ *adj.* Poor, distressed, wretched, miserable. *s.* A poor man.

s. দীর্ঘ *adj.* Long

s. দুই *adj.* (s. দ্বি) Two.

s. দুঃখ্ *s.* Pain, distress, affliction, want.

s. দুঃখিত্ *past part.* Pained, afflicted, distressed, miserable.

s. দুঃখী *m.* } *poss.* (from দুঃখ
s. দুঃখিনী *fem.* } pain) Having pain, pained, distressed, miserable.

s. দুঃসাধ্য *fut. part.* Hard to be accomplished, difficult.

s. দুঃস্থ *adj.* Wretched, poor, destitute, miserable, suffering pain.

s. দুর্ } *prep.* Unfit; improper, vile, bad,
s. দুঃ } difficult, displeasing, paucity.
s. দুস্ } See Rule 317.

s. দুর্গ *s.* A fort.

s. দুর্জন্ *s.* A vile or worthless man.

s. দুর্দশা *s.* Ill-luck, evil destiny.

s. দুর্নাম্ *s.* Evil report, ill-fame, abuse.

s. দুর্বুদ্ধি *adj.* Cunning, wily.

s. দুর্ভিক্ষ *s.* A famine.

s. দুষ্ট *past part.* Depraved, low, vile, weak, wicked.

s. দুষ্টতা *abs. n.* (from দুষ্ট depraved) Depravity, wickedness.

s. দূত্ *s.* A messenger, an envoy, a scout, a spy.

s. দূর্ *adj.* Distant, remote.

s. দূরে *ind.* To a distance, afar.

s. দূর্কর্ত্তা *ep.* (from দূর্ distance and কর্ত্তা a maker) A remover, an obviator

s. দৃঢ় *past part.* Tight, hard, firm, compact, strong, solid.

s. দৃঢ়তা *abs. n.* Firmness, constancy.

s. দৃষ্ট *pass. part.* Seen, observed, visible, apparent.

s. দৃষ্টি *s.* Sight, vision, view.

s. দৃষ্টান্ত *s.* An example, an illustration

s. দেওয়া *v. noun.* (from দিতে) The giving, a gift.

s. দেখাইতে *v. caus.* (from দেখিতে) To cause to see, to shew, to display, to appear, to look, to seem.

s. দেখিতে *v. trans.* (s. দৃশ্) To see, to behold, to view.

s. দেব্ *s.* A deity, a god; an appellation of respect.

s. দেবতা *s.* A god, a deity or divine being.

s. দেব্মন্দির্ *s.* (from দেব a god, and মন্দির্ a temple) An idol-temple.

s. দেবালয় *s.* (from দেব a god, and আলয় an abode) An idol-temple.

s. দেশ্ s. A country, a region, a side or quarter.

s. দেশজ s. (from দেশ a country, and জ born) An inhabitant

s. দেশান্তর্ ind. (দেশ a country, and অন্তর্ other) Abroad.

s. দেশীয় adj. Belonging to a country, indigenous, native.

s. দেহ s. The body.

s. দেহী poss. Possessing a body, corporeal, a corporeal being.

s. দৈন্য abs. n. (from দীন poor) Poverty, distress R. 122.

s. দোদুল্যমান্ pres. part Trembling, shaking, tottering.

s. দোষ্ s. Fault, blemish, offence, vice.

দৌরাত্ম্য abs n. (from দুরাত্ম wicked) Wickedness, oppression, tyranny.

s. দ্বয় adj. A pair, a couple, two Used in comp. as হস্তদ্বয় The two hands.

s. দ্বার্ s. A door, an aperture

s. দ্বারা }
s. দ্বারায় } mon. By means of).
s. দ্বারে }

s. দ্বারপালক্ s. (from দ্বার a door, and পালক্ a keeper) A porter or doorkeeper.

s. দ্বারী poss. (দ্বার a door) A porter or doorkeeper.

s. দ্বিতীয় adj. The second; the next, the other, another.

s. দ্রব্য A thing, an article, a substance goods.

s. দ্রাঢ্য abs. n from দৃঢ় tight) Tightness, firmness, hardness compactness strength, solidity

ধ

s. ধন্ s Wealth

s. ধনবান্ m. }
s. ধনবতী fem. } poss Possessing wealth, wealthy, rich.
s. ধনী m. }

s. ধনহীন cp. (ধন wealth, and হীন destitute Poor, destitute

s. ধনু s A bow. A fathom.

s. ধনুক্ s. A bow

s. ধনুর্গুণ্ s. (ধনুঃ a bow, and গুণ a string) A bowstring.

s. ধনুর্বিদ্যা (from ধনুঃ a bow and বিদ্যা science) The science of archery.

s. ধরিতে v. tran. s. ধৃ ধাতু০) To hold, to seize, to catch, to place.

s. ধর্ম্ম s Virtue, religious observance, any moral duty, justice.

s. ধর্ম্মভীরু adj. from ধর্ম্ম justice, and ভীরু timid) In awe of justice, upright, honest.

s. ধর্ম্মাধিকারী cp. (ধর্ম্ম justice, and অধিকারী a director) The chief justice.

s. ধার্ s The edge, margin, or border of any thing, a shore, a bank. A loan

s. ধারণ্ v. noun. The act of holding or assuming.

s. ধারা s. A stream, a current; current usage, custom, way, manner, behaviour.

s. ধার্ম্মিক্ adj. Virtuous, religious, just, dutiful.

s. ধার্ম্মিকতা abs. n. (ধার্ম্মিক just) Justice, equitableness, religiousness.

s. ধীসচিব্ s. (from ধী the understanding, and সচিব a friend) A counsellor, an adviser, a minister

s. ধূর্ত্ত adj. Crafty, knavish.

s. ধূলি s. Dust.

s. ধৈর্য্য abs. n. (from ধীর firm) Firmness, steadiness, imperturbation, calmness, tranquillity, patience.

ন

A. নগদ্ s. (نقد) Ready money, cash.

s. নগর্ s. } A town, a city.
s. নগরী s. }

s. নতুবা ind. Otherwise.

s. নদী s. A river.

s. নব adj. Nine.

s. নবম্ adj. The ninth.

s. নভঃ } s. The sky, atmosphere, æther, or heavens.
s. নভস্ }

s. নবীন্ adj. New, fresh, unused.

s. নরপতি s. (নর men, and পতি a lord) A sovereign, a king.

s. নরশ্রেষ্ঠ ep. (from নর a man, and শ্রেষ্ঠ the best) The best of men, noble, virtuous.

s. নরাধম্ ep. (from নর a man, and অধম low) The lowest of men, most wretched, most despicable.

s. নশ্বর্ adj. Perishable, destructive, mischievous.

s. নষ্ট pass. part. Destroyed, ruined.

s. না ind. No, not.

s. নাই } Is not, was not, &c. R. 283.
s. নাহি }

s. নাগদন্ত s. (from নাগ an elephant, and দন্ত a tooth) An elephant's tusk, a wooden pin or bracket projecting from a wall to hang any thing upon · the battlements or defences of a castle (" .

s. নাথ্ s. A lord, a master.

s. নাদ্ s. Sound, a roar.

s. নানা adj. Many, various.

s. নাপিত্ s. A barber.

s. নাম্ s. A name.

s. নাম্ করিতে v. tran. To feign an excuse.

s. নামা } ind. By name.
s. নামে }

s. নামাইতে v. caus. (from নামিতে to descend) To cause to descend or alight

s. নামিতে v. intran. (s. নম্র) To alight, to descend, to dismount.

s. নায়ক্ con. n. A leader, a general.

s. নারাচ্ s. [illegible]on arrow.

s. নারিকেল্ *s.* A cocoa-nut.

s. নারী *s.* A woman.

s. নাশ্ *s.* Destruction, ruin, annihilation.

s. নিঃশঙ্ক *ad.* Fearless.

s. নিঃসন্তান্ *adj.* (নির্ without, and সন্তান a son) Childless.

s. নিকটস্থ *cp.* (from নিকট near, and স্থ abiding) Neighbouring, near.

s. নিকটাগত *cp.* Come near, arrived.

s. নিকটে *mou.* At the side, in the vicinity, near, from, to R. 101 and 326.

s. নিকটোপস্থিত *cp* (নিকট near, and উপস্থিত arrived) Come near, at hand.

s. নিক্ষেপ্ *s.* A cast, a fling, a throw.

s. নিগ্রহ *s.* Binding confinement, severe treatment, punishment.

s. নিজ্ *adj.* Own.

s. নিতান্ত *ind* Really exactly, thoroughly, truly, in the least.

s. নিত্য *ind.* Constantly.

s. নিদর্শন্ *s.* Proof, example.

s. নিদাঘ্ *s.* Heat, warmth.

s. নিদাঘকাল্ *s.* (from নিদাঘ heat, and কাল্ time) The hot season (two months previous to the rains, about May and June).

s. নিদ্রা *s.* Sleep, sleepiness, drowsiness.

s. নিন্দা *s.* Abuse, censure, reproof, blame.

s. নিপাত্ *s.* Death, destruction, carnage.

s. নিপুণ *adj.* Expert, clever, skilful, dexterous.

s. নিবারণ্ *v. noun* The act of keeping in, inhibiting, preventing, or forbidding.

s. নিবিড় *adj* Close, thick impervious.

s. নিবেদক্ *con. n.* One who represents or petitions, a petitioner.

s. নিবেদন্ *v. noun.* The act of addressing, representing, or petitioning.

s. নিমন্ত্রণ্ *v. noun* The act of inviting. *s.* An invitation.

s. নিমিত্তে *ind.* For the sake, on account.

s. নিয়ম্ *s.* A regulation a compact, a vow, a custom.

s. নিযুক্ত *pass. part.* Fixed in, appointed, installed.

s. নির্ নিঃ or নিস্ *prep.* Out, without; void, destitute of, &c. R. 301.

s. নিরপরাধে *ind.* (from নির্ out, and অপরাধে with offence) Without offence, innocently.

s. নিরর্থক্ *adj.* Useless, absurd.

s. নিরস্ত *pass. part.* Thrown out, cast, disallowed, silenced, foiled.

s. নিরাহারে *ind.* (from নির out, and আহারে with food) Without food, fasting, hungry.

s. নিরীক্ষণ্ *v. noun.* The act of spying out, observing, or beholding.

s. নিরুদ্বেগ্ *adj.* Fearless, without regret, quiet, tranquil.

s. নির্গত *past part.* Gone out, exuded, issued.

s. নির্দ্ধন্ *adj.* Without wealth, poor.

s. নির্বোধ্ *adj.* Senseless, foolish, stupid, silly.

s. নির্বিবেক্ *con. n.* Indiscreet, thoughtless.

s. নির্ভয়্ *adj.* Without fear, composed, daring, undaunted, presumptuous.

s. নির্ম্মাণ্ *v. noun.* The act of forming, fabricating or constructing.

s. নির্লজ্জ *adj.* Indecent, immodest.

s. নিশা *s.* Night.

s. নিশাকর্ *cp.* (from নিশা the night, and কর the maker) The maker of night, *i. e.* The moon.

s. নিশাভাগে *ind.* (from নিশা the night, and ভাগ a division of time) At nightfall.

s. নিশ্চয়্ *ind.* Certainly, certainty.

s. নিশ্চেষ্ট *adj.* Without exertion, inactive.

s. নিশ্বাস্ *s.* Breath, a sigh.

s. নিষেধ্ *s.* Prohibition, negation.

s. নিষ্ঠতা *abs. n.* Holiness, steadfastness in religion.

s. নিষ্ঠা *s.* Steadfastness in religion and virtue.

s. নিষ্পত্তি *s.* Completion, termination, decision, decree.

s. নিষ্ফল্ *adj.* Fruitless, useless.

s. নীচে } *ind.* At the bottom (of), below, under.
s. নীচেতে }

s. নীচগামী *cp.* (from নীচ down, and গামী going) Going down, descending.

s. নীচাভিমুখ্ *cp.* (from নীচ low, and অভিমুখ fronting) Going down, descending.

s. নীতি *s.* Morals, ethicks, good policy, justice.

s. নূতন্ *adj.* New, recent, fresh, young.

s. নৃত্য *s.* Dancing.

s. নৃপ *s.* A king.

s. ন্যায়্ *s.* Propriety, fitness; logick.

s. ন্যায়্ *mon.* Similar, like.

s. ন্যায়তঃ *ind.* Logically.

প

s. পক্ষ *s.* A side, a flank, a wing, an army.

s. পক্ষিণী *poss. fem.* (পক্ষ a wing) A hen bird.

s. পক্ষী *poss. mas.* (পক্ষ a wing) A male bird.

s. পঞ্চ *adj.* Five.

s. পঞ্চত্ব *abs. n.* (from পঞ্চ five, and ত্ব) The state of the five original elements, *i. e.* Dissolution, death.

s. পঞ্চম *adj.* The fifth.

s. পঞ্চাশ্ *adj.* (s. পঞ্চাশৎ) Fifty.

s. পট্টমহিষী *s.* (from পট্ট a throne, and মহিষী a queen) The head or consecrated wife of a king, a queen.

s. পট্টরাজ্ঞী *s.* (from পট্ট a throne, and

রাজ্ঞী a queen) The head or consecrated wife of a king, a queen.

s. পড়া *v. noun.* The fall or falling

s. পড়িতে *v. tran.* (from s. পঠিতুং) To read, to learn.

s. পড়িতে *v. intran.* (s. পতিতুং) To fall, to drop, to lie down; to befall, to happen.

s. পড়ুয়া s. (from পঠ read) A scholar, a student, a pupil.

s. পণ্ডিত্ *adj.* Learned. s. A learned man, a doctor.

s. পণ্যবীথিকা s. (from পণ্য vendible, and বীথি a shop) A stall, a shop, a place of sale

পতাকা s. A flag, a banner

s. পতিত্ *past part.* Fallen, dead, defeated, debased, degraded

s. পতিব্রতা *com. n.* (from পতি a husband, and ব্রত a vow) A virtuous wife devoted to her husband.

s. পত্নী s. A wife.

s. পতি s. A lord, a husband

s. পত্র s. The leaf (of a tree or a book), a letter, an epistle.

s. পথ্ s. A road, a path.

s. পথ্য *adj.* Suitable. s. Regimen.

s. পদ্ *s.* The foot.

s. পদচিহ্ন s. The print of the foot.

s. পদতলে *ind.* (from পদ the foot, and তলে at the bottom) At the feet.

s. পদাতি s. A foot soldier, infantry

s. পদে *ind.* At the feet

s. পদ্ম s. The large-flowered lotus (Nelumbium speciosum)

s. পদ্মাকার্ *cp.* (from পদ্ম a lotus, and আকার form, shape) Shaped like a lotus.

s. পবন্ s. The air, the wind.

s. পর *adj.* Another, other, different, latter

s. পর্ *ind.* Upon, on, after.

s. পরজন্ s. (পর other and জন্ a person) Not of the family, a stranger

s. পরদিবস্ *ind.* (from পর other, and দিবস্ day) The next day

s. পরপুরুষ্ s. (from পর another, and পুরুষ্ a man) A gallant, a paramour

s. পরম্ *adj.* Best, chief, first

s. পরমায়ু s. Age, duration of life

s. পরমেশ্বর্ *cp.* (from পরম best, and ঈশ্বর a lord) God

s. পরলোক s. (পর other, and লোক world) The other world.

s. পরশ্ব *ind.* The day before yesterday or after to-morrow

s. পরম্পর্ }
s. পরস্পর্ } *adj.* Proceeding from one to another, succession, mutual, reciprocal, traditional

s. পরস্পরে *ind.* From one to another, mutually, reciprocally, traditionally.

s. পরাইতে *v. caus.* (from পরিতে) To cause to dress, to dress, to caparison, to bedeck.

s. পরাক্রম্ *s.* Power, valour, prowess.

s. পরাঙ্মুখ্ *adj.* Turning away, having the face averted, averse, disconcerted.

s. পরাভব্ *s.* Defeat, the loss of a law-suit.

s. পরামর্শ }
s. পরামর্ষ } *s.* Opinion, advice, judgment, discrimination.

s. পরার্থে *ind.* (পর another, and অর্থে on account) For another.

s. পরিখা *s.* A moat, a ditch surrounding a fort.

s. পরিচয় *s.* The acquaintance, the ascertaining any thing, experience.

s. পরিচিত্ *past part.* Made known, acquainted.

s. পরিচ্ছদ্ *s.* Covering, dress.

s. পরিজন্ *s.* A dependant, the subordinate members of a family.

s. পরিতে *v. tran.* (from s. পরি about) To dress, decorate, to put on clothes or ornaments.

s. পরিত্যাগ্ *s.* Abandonment, desertion, relinquishment.

s. পরিত্রান্ *v. noun.* The act of saving or protecting. *s.* Salvation.

s. পরিধান্ *s.* Dress, clothes, garment.

s. পরিপাটী *s.* Order, method, arrangement.

s. পরিপূর্ণ *pass. part.* Quite filled, overflowing, brimful; completed, fulfilled.

s. পরিবার্ *s.* A dependant.

s. পরিবৃত *pass. part.* Enclosed, encompassed, covered.

s. পরিমিত্ *pass. part.* Measured, ascertained, defined.

s. পরিষ্কার্ *s.* Purification, cleansing, embellishment, decoration.

s. পরে *ind.* After, afterwards.

p. পরী *s.* (پری) A fairy.

s. পরীক্ষা *s.* Examination, test, trial, ordeal.

s. পরলোক্ *s.* (from পর other, and লোক a world) The other world, heaven, paradise.

s. পরোপকার্ *s.* (from পর other, and উপকার benefit) The doing good to another, kindness, humanity.

s. পর্ব্বত্ *s.* A mountain, a hill.

s. পর্য্যন্ত *mon.* Up to, as far as, extent.

s. পল্ *s.* A goldsmith's weight, equivalent to 2 *ozs.* 6 *dwts.* 16 *grs.* troy.

s. পলায়ন্ *v. noun.* The act of fleeing or running away.

s. পলায়মান্ *pres. part.* Fleeing, running away, retreating.

s. পলায়িত্ *past part.* Fled, dispersed.

s. পশ্চাৎ }
s. পশ্চাত্ } *ind.* After, afterwards, behind.

s. পশ্চাদ্গামী *ep.* (from পশ্চাৎ behind, and গামী going) Following, pursuing.

s. পশ্চিম্ *s.* The west.

P. পসন্দ্ s. (پسند) Choice, approbation, acquiescence.

S. পঁহুছিতে v. intran. (উপস্থাতুং) To arrive, to reach.

S. পঁহুছাইতে v. caus. (from পঁহুছিতে) To cause to arrive.

S. পাইতে v. tran. (s. প্রাপ্তুং) To get, to acquire, to find, to overtake, to reach, to accept, to obtain. R. 208.

S. পাখা s. (পক্ষ) A feather, a quill; a wing; a fan.

S. পাচক্ con. n. A cook.

S. পাছে ind. (s. পশ্চাৎ) Behind, at last, last, after.

S. পাঠ্ s. Reading.

S. পাঠাইতে v. tran. (s. পাঠ a reading) To send.

S. পাড়িতে v. caus. (from পড়িতে to fall) To cause to fall, to pitch, to throw down, to spill.

S. পাত্ s. Falling, alighting, descending.

S. পাতিব্রত্য abs. n. (from পতিব্রত R. 422.) Devotedness of attachment in a wife, chastity.

S. পাত্র s. A vessel in general, as a plate, a cup, &c. Hence figuratively, a minister, any depositary of a secret, a secretary.

S. পাদ্ s. The foot, a foot.*

S. পাদাঘাত্ s. (from পাদ the foot, and আঘাত a blow) A blow with the foot, a kick, a trampling upon.

S. পাদাচারে ind. (পাদ the foot, and চার moving) On foot.

S. পাদাবনত ep. (from পাদ the foot, and অবনত bent down) Prostrated at the feet.

S. পান্ v. noun. The act of drinking (s. পর্ণ) The pan or betel leaf.

S. পাপ্ s. A sin, crime, vice.

S. পারশ্ব s. (s. পারসীক) Persia, a Persian

S. পারাবত্ s. A pigeon, a dove.

S. পারিতে v. neut. (from s. পার a shore) To be able.

S. পারিতোষিক্ adj. (from পরিতোষ R. 428) Gratifying, satisfying.

S. পালক্ con. n. A cherisher, a protector, a guardian.

B. পাল্কী s. A palanquin.

S. পার্শ্ব s. The side.

S. পার্শ্বে mon. At the side, near.

S. পিঞ্জর্ s. A cage.

S. পিতঃ (the Sanscrit vocative of পিতা a father) Oh father!

S. পিতা s. A father.

S. পিশুন্ adj. Cruel, wicked, vile, contemptible.

S. পীড়া s. Pain, suffering, misery.

S. পীড়িত্ past part. Pained, suffering from pain or distress.

S. পুটে in comp. Joined, as করপুটে with joined hands.

s. পুঁতিতে *v. tran.* To bury.
s. পুত্তলিকা *s.* An image, an idol.
s. পুত্র *s.* A son.
s. পুত্রী *s.* A daughter.
s. পুনঃপুনঃ *ind.* Again and again, repeatedly.
s. পুনর্ *ind.* Again.
s. পুনরায় *ind.* (পুনর্) Again.
s. পুনর্বার *ind.* Again.
s. পুনশ্চ *ind.* (পুনঃ again, and চ and) And again, again.
s. পুর্ }
s. পুরী } *s.* A city or town.
s. পুরস্কার্ *s.* Remuneration, reward, a royal gift.
s. পুরাতন্ *adj.* Old, ancient.
s. পুরুষ্ *s.* A man, a male, a husband, a human being, a person.
s. পুরুষার্থ *s.* (from পুরুষ a man, and অর্থ object) Heroick conduct, manly or generous sentiments.
s. পুষ্প *s.* A flower.
s. পুষ্পগুচ্ছ *s.* (from পুষ্প a flower, and গুচ্ছ a bunch) A bouquet of flowers, a nosegay.
s. পুষ্পোদ্যান্ *s.* (from পুষ্প a flower, and উদ্যান a garden) A flower garden.
s. পুস্তক্ *s.* A book, a manuscript.
s. পূজক্ *con. n.* A worshipper.
s. পূজা *s.* Worship, reverence.
s. পূজিত্ *pass. part.* Worshipped, adored, reverenced.
s. পূর্ণ *pass. part.* Filled, full, complete, finished, fulfilled.
s. পূর্ণিমা *s.* The full moon.
s. পূর্ব্ব *adj.* Former, preceding; eastern. *s.* The east.
s. পূর্ব্বক্ Being previous, by. See R. 141.
s. পূর্ব্ববৎ *ind.* (from পূর্ব্ব before, and বৎ like) In the former way, as before
s. পূর্ব্বমত্ *ind.* As before.
s. পূর্ব্বে *ind.* Before, previous to.
s. পূর্ব্বের্ (*gen. case* of পূর্ব্ব before) Former, prior.
s. পৃথক্ *ind.* Separately, severally.
s. পৃথিবী *s.* The earth
s. পৃষ্ঠ *s.* The back (of any thing)
s. পৌরুষ্য *abs. n.* Manliness, virility, manhood.
s. প্রকরণ্ *s.* A section, a class, a subject.
s. প্রকার্ *s.* Likeness, similitude; a kind a sort, a species, a manner.
s. প্রকাশ্ *s.* Shining forth, manifestation, the being evident, publick.
s. প্রকৃত্ *adj.* Correct, genuine, true.
s. প্রক্ষালন্ *v. noun.* The act of washing, cleansing, or purifying.
s. [illegible] *s.* The being publick or known.
s. প্রচুর্ *adj.* Much, many.
s. প্রজা *s.* Subjects, people.
s. প্রণয় *s.* Affection, fondness.

s. প্রণাম্ *s.* Respectful or reverential salutation.

s. প্রতাপ্ *s.* Majesty, dignity, grandeur.

s. প্রতি *prep.* Again or against. R. 313. *ind.* Every, each. *mon.* Towards, to, for.

s. প্রতিজ্ঞা *s.* Promise, assent, agreement.

s. প্রতিদিন্ *ind.* Every day, daily.

s. প্রতিপালন্ *v. noun.* The act of nourishing, rearing, protecting, preserving, or keeping.

s. প্রতিবাসী *m.* } প্রতিবাসিনী *fem.* } *con. n.* A neighbour, neighbouring.

s. প্রতিবিম্ব s. The resemblance of any thing, as an image, a picture, a shadow.

s. প্রতিমা s. The resemblance of any thing, as an image, a picture, a shadow.

s. প্রতিমূর্ত্তি s. The resemblance of any thing, as an image, a picture, a shadow.

s. প্রতিরাত্রিতে *ind.* Every night, nightly.

s. প্রতিষ্ঠা s. Renown, celebrity, commendation, praise; consecration.

s. প্রত্যক্ষ *adj.* Before the eye, evident, perceivable.

s. প্রত্যক্ষতঃ *ind.* Visibly, manifestly. R. 349.

s. প্রত্যয় *s.* Trust, faith, belief, confidence. A grammatical affix.

s. প্রত্যহ *ind.* Daily, everyday.

s. প্রত্যুত্তর্ *s.* A reply, an answer, a rejoinder.

s. প্রত্যুপকার্ s. Return of a kindness, gratitude

s. প্রথম্ *adj.* First. *ind* At first.

s. প্রথমত } s. প্রথমতঃ } *ind.* At first, in the beginning, previously, in the first place.

s. প্রথমে } s. প্রথমেতে } *ind.* At first, in the beginning.

s. প্রদর্শন্ *v. noun.* The act of shewing, exhibiting or making known.

s. প্রদান্ s. A gift, a donation.

s. প্রধান্ *adj.* Chief, principal. s. A courtier, a noble.

s. প্রধানমন্ত্রী s. (from প্রধান chief, and মন্ত্রী a minister) A prime minister.

s. প্রফুল্ল *past part.* Blown (as a flower); elated.

s. প্রবল্ *adj.* Strong, powerful

s. প্রবাহ s. The flow of any thing, a stream, a current, the current of life.

s. প্রবিষ্ট *pass. part.* Entered

s. প্রবীণ্ *adj.* Skilful, clever, conversant

s. প্রবৃত্ত *past part.* Engaged, intent upon, turned to, undertaken.

s. প্রবৃত্তি *s.* The continuous flow or uninterrupted course of any thing, the turning the attention to any new pursuit, the stir and bustle of active life, news or tidings.

s. প্রবেশ্ *s.* Entrance.

s. প্রভাত্ *s.* Morning, dawn, daybreak.

s. প্রভাব্ *s.* Power, strength, virtue, dignity, majesty.

s. প্রভূ *s.* A lord, a master.

s. প্রভৃতি *s.* Manner, kind. *In comp.* Etcetera, other; as মন্ত্রিপ্রভৃতের্ of the ministers and others.

s. প্রমাণ্ *s.* Proof, testimony.

s. প্রমুখাৎ *ind.* From the mouth.

s. প্রয়াস্ *s.* Trouble, labour, fatigue.

s. প্রযুক্ত *past part.* Possessed with. *ind.* On account (of), through.

s. প্রয়োগ্ *s.* The employment of means, application; a main object, the end and aim of any action.

s. প্রয়োজন্ *s.* Use, occasion.

s. প্রলয়্ *s.* The general dissolution or destruction of the world which takes place at the end of every *Calpa*, q. v.

s. প্রশংসনীয় *fut. part.* To be praised, commendable, laudable, praiseworthy, admirable.

s. প্রশংসা *s.* Praise, applause, eulogy.

s. প্রশ্ন *s.* A question, an enquiry.

s. প্রসঙ্গ *s.* Connexion, association, mention, introduction.

s. প্রসাদ্ *s.* Favour, kindness, propitiousness.

s. প্রসিদ্ধ *past part.* Famous, celebrated, renowned, notorious.

s. প্রস্তর্ *s.* A stone, a rock.

s. প্রস্তুত *pass. part.* Prepared, ready.

s. প্রস্থান্ *v. noun.* The act of going forth, proceeding, marching, or departing.

s. প্রহর *s.* A watch or division of the day, comprising about three hours. R. 372.

s. প্রহার্ *s.* Striking, wounding, a blow, a stroke.

s. প্রাক্তন্ *s.* Fate, doom, destiny.

s. প্রাচীর্ *s.* Any enclosure, as a wall, a fence, a hedge.

s. প্রাতঃ কাল *s.* The morning.

s. প্রাতঃ কালে }
s. প্রাতে } *ind.* In the morning.

s. প্রাণ্ *s.* Breath, life.

s. প্রান্ত *s.* Border, edge, or margin.

s. প্রায়্ *ind.* Like, near, almost.

s. প্রার্থনা *s.* A request, solicitation.

s. প্রাসাদ্ *s.* A temple, a palace.

s. প্রিয় *adj.* Beloved, lovely. *s.* Love.

s. প্রিয়তম্ *adj.* Best beloved. R. 125.

s. প্রিয়পাত্র *s.* (from প্রিয় beloved, and পাত্র a minister) A confidential servant.

s. প্রীতি *s.* Love, affection.

s. প্রেম্ *s.* Love, affection.

s. প্রেমী *poss.* (from প্রেমন্ love) Possessing love, loving, a lover.

s. প্রেয়স্ *m.* }
s. প্রেয়সী *fem.* } *adj.* Beloved, more or most beloved.

s. প্রেরণ্ *v. noun.* The act of sending or despatching.

s. প্রেরিত্ *s. pass. part.* Sent.

A. ফকীর্ s. (فقير) A religious mendicant.

s. ফণা s. The expanded hood or neck of the *cobra di capello*, or COLUBER *naja*.

P. ফরোখ্‌বেগ (from فرخ happy, and بيگ a lord) A proper name.

s. ফল্ s. Fruit; advantage, profit, benefit.

s. ফলপ্রাপ্ত *ep.* (from ফল fruit, and প্রাপ্ত obtained) Enjoying the fruits, rewarded, recompensed, punished.

s. ফলবান্ *m.* } *poss.* Bearing fruit,
. ফলবতী *fem.* } fruitful.

A. ফলানা s. (فلانا) Such a one.

s. ফিরাইতে *v. caus.* (from ফিরিতে) To cause to return, to bring back.

s. ফিরিতে *v. intran.* (from s. পরি about, and এতুং to go) To turn, to return, to walk about, to wander.

s. ফিরিয়া s. A return, a coming back.

s. ফুল্ s. (s. ফুল্ল) A flower.

s. ফেলাইতে *v. caus.* (from ফেলিতে) To cause to fall, to fling, to dissipate.

s. ফেলিতে *v. intran.* (s. ফেলিতুং) To fall, to drop. *v. tran.* To cast, to fling, to pour, to squander, to effect.

ব

s. বক্তব্য *fut. part.* To be spoken, utterable, proper to be said.

s. বজ্র s. A thunder-bolt.

s. বঞ্চনা s. Fraud, deception.

B. বটি &c. I am indeed. R. 285.

B. বটে *ind.* Indeed, truly.

s. বড় *adj.* (বড্র) Great, large, elder; very.

s. বণিক্ *com. n.* A trader, a merchant.

s. বৎ *ind.* Like. R. 344.

s. বৎস s. A calf, the young of any animal.

s. বৎসর্ s. A year.

s. বতী See বান্.

s. বত্রিস্ *adj.* (দ্বাত্রিংশৎ) Thirty-two

s. বদন্ s. The face.

A. বদল্ s. (بدل) Exchange, substitution, retaliation.

A. বদলে *mon.* In exchange for.

s. বদ্ধ *pass. part.* Bound, tied, confined, imprisoned.

s. বধস্থান্ s. (from বধ slaughter, and স্থান a place) A place of execution.

s. বধির্ *adj.* Deaf.

s. বন্ s. A forest, a wilderness.

s. বন্ত properly the plural of বান্ *q. v.* but often corruptly used for the singular.

s. বন্ধন্ *v. noun.* The act of binding, tying, or confining.

s. বন্ধু s. A kinsman, a relative, a friend, a lover.

s. বপন্ *v. noun.* The act of sowing seed.

s. বপনকর্ত্তা *ep.* (from বপন sowing seed, and কর্ত্তা an agent) A sower of seed.

s. বয়ঃক্রম্ s. Age, years.

s. বর্ s. A boon, a blessing. A bridegroom.

s. বরং ind. Rather, on the contrary, nay.

s. বর্গ s. A class, a tribe, a caste.

s. বর্ণ s. A colour, a kind, a description, a class, a tribe, a caste.

s. বর্ত্ম s. A road; way, manner.

s. বর্ষণ্ v. noun The act of raining.

s. বল্ s. Strength, power, force. A pawn at chess.

s. বলবান্ poss. (from বল strength) Strong, stout, powerful, vigorous.

s. বলি s. An offering, a sacrifice, an oblation.

s. বলিতে v. intran. (s. বদিতুং) To say, to tell.

s. বলিদান্ s. (from বলি an oblation, and দান a gift) An offering.

s. বল্কল্ s. The bark of a tree.

s. বশীভূত্ cp. (from বশী obedient, and ভূত become) Subjected, obedient.

s. বসতি s. Abode, dwelling, residence, a village.

s. বসন্ v. noun. The act of sitting.

s. বসিতে v. intran. (s. বসিতুং) To sit down, to dwell, to abide, to subside.

s. বস্তু s. Thing, matter, substance, a material body.

s. বস্ত্র s. Cloths, raiment.

s. বহির্গমন্ v. noun. (from বহিস্ out, and গমন going) The act of going or sallying out.

s. বহু adj. Much, many, large, great, very.

s. বহুবিধ adj. (s. বহু many, and বিধ a kind) Manifold, multiform, various, great, repeated.

s. বহ্নি s. Fire, or *Agni* its personification.

s. বা ind. Or, either. (And occasionally indicative of doubt) If, or, whether. And.

s. বাইশ্ } s. (from s. বাসি) An adz, a
s. বাইস্ } chisel.

s. বাক্য s. A sentence, a discourse, a word.

s. বাঞ্ছা s. Wish, desire.

B. বাঁচাইতে v. caus. (from বাঁচিতে) To cause to escape, to save, to spare, to revive.

B. বাঁচিতে v. neut. To escape, to be saved, to survive, to remain unexpended, to recover.

s. বাজ্ s. A hawk, a female falcon.

P. বাজার্ s. (بازار) A market.

s. বাটী s. A house, a dwelling.

s. বাণ্ s. An arrow.

s. বাণিজ্য abs. n. (from বণিক্ a merchant. R. 422.) Trade, traffick.

s. বাধ্ s. Hindrance, opposition.

s. বান্ m. } Terminations subjoined
s. বতী fem. } to nouns to form pos-
s. বৎ in comp. } sessives. See Rule 120.

s. বাম্ *adj.* The left (not right).

s. বায়ু *s.* Air, wind.

A. বাবল্ *s.* (بابول) Babylon.

s. বার্ *s.* A moment, time, used *in comp.* as একবার্ once.

s. বারণ্ *v. noun.* The act of defending, resisting, prohibiting, or hindering.

s. বালক্ *s.* A boy, a child.

s. বাল্য *s.* Childhood.

s. বাস্ *s.* A dwelling, an abode, residence. Perfume.

s. বাসনা *s.* Wish, desire, inclination.

s. বাহন্ *s.* Any vehicle, as a carriage, a horse, an elephant.

s. বাহির্ *ind.* (s. বহিস্) Out, outward, outside, external.

s. বাহিরে *ind.* On the outside, without, out.

s. বাহু *s.* The arm.

v. বাহুড়িতে *v. intran.* To return.

s. বাহুল্য *abs. n.* Abundance, affluence, prosperity.

s. বাহ্লীক্ A country lying north-west of *Afghánistán*, better known by the popular name, *Balkh.*

s. বিকসিত্ *past part.* Blown (as a flower), budded, expanded.

s. বিকৃতি *s.* Change, alteration.

s. বিক্রমাদিত্য The name of a celebrated prince, the sovereign of *Oujein*, and reputed founder of an æra still in use among the *Hindus*, commencing 56 years before the *Christian* æra. *Wilson.*

s. বিক্রয় *s.* Sale, selling, vending.

s. বিক্রীত *pass. part.* Sold.

s. বিক্রেতা *con. n.* A vender, a seller.

s. বিক্ষত *pass. part.* Wounded, hurt, struck.

s. বিখ্যাত *past part.* Celebrated, famous, notorious.

s. বিগ্রহ *s.* An image, an idol. War, battle, combat.

s. বিচক্ষণ্ *adj.* Clever, able, skilful. *s.* A learned *Pandit.*

s. বিচার্ *s.* Consideration, deliberation, investigation.

s. বিচারক্ *con. n.* Just, considerate, equitable; a judge.

s. বিচার্কর্ত্তা *cp.* (from বিচার A trial, and কর্ত্তা a maker) A judge.

s. বিচ্ছেদ *s.* Separation, divorce, absence.

s. বিছাইতে *v. tran.* (from ছাদন a covering) To spread, to strew, to cover over.

s. বিছানা *s.* (from ছাদন a covering) Bedding, a bed.

s. বিড়াল্ *s.* A cat.

s. বিদায় *s.* Leave of absence.

s. বিদারণ্ *v. noun.* The act of rearing, splitting, or ripping asunder.

s. বিদীর্ণ *pass. part.* Torn apart, rent asunder, split.

s. বিদেশ্ *s.* A foreign country, abroad.

s. বিদেশী } *pos.* (from বিদেশ a foreign country) Of a foreign country, a foreigner, a stranger.
s. বিদেশীয়

s. বিদ্বান্ *pres. part.* Intelligent, knowing, learned. *s.* A sage, a wise man.

s. বিধ্ *s.* Manner, kind, sort.

s. বিনয়্ *s.* Humility, modesty, courtesy.

s. বিনা *ind.* Without. R. 297.

s. বিনাপরাধে *ind.* (from বিনা without, and অপরাধে offence) Without offence, faultlessly, innocently.

s. বিনাশ্ *s.* Destruction, loss, annihilation, disappearance.

s. বিন্যাস্ *s.* Assemblage, company; scite, place.

s. বিপক্ষ *s.* An adversary, an enemy.

s. বিপত্তি *s.* Adversity, calamity, misfortune.

s. বিপদ্ *s.* Calamity, adversity, misfortune.

s. বিপ্র *s.* A *Bráhman.*

s. বিবরণ্ *s.* Explanation, description.

s. বিবাদ্ *s.* A contest, a dispute, a law-suit.

s. বিবাহ *s.* A marriage.

s. বিবিধ্ *adj.* Various, multiform, of many kinds or sorts.

s. বিবেক্ *s.* Discrimination, judgment.

s. বিবেচক্ *con. n.* Discriminating, judging well.

s. বিবেচনা *s.* Discrimination, judgment, a mental resolve.

s. বিম্ব *s.* A sort of red gourd (Momordica monadelpha), to which the lips of a mistress are often compared.

s. বিম্বোষ্ঠী *ep. fem.* (from বিম্ব a red gourd, and ওষ্ঠ the lip) Having lips as red as the *Vimba,* red-lipped.

s. বিরক্ত *past part.* Estranged, displeased, dissatisfied, averse.

s. বিরত *past part.* Stopped, ceased, rested.

s. বিলক্ষণ্ *s.* Distinct, clear, exact, elegant, excellent.

s. বিলম্[illegible] Delay, slowness.

s. বিলাপ্ *s.* [illegible]ailing, lamentation.

s. বিশিষ্ট *pas*[illegible]*t.* Distinguished, excellent; endowed with, possessed of, inherent.

s. বিশেষ্ *adj.* Peculiar, special, particular, principal, important. *s.* Sort, kind, manner.

s. বিশেষিতে *v. tran.* (from বিশেষণ্ qualification) To describe, to specify, to particularise.

s. বিশ্বস্ত *past part.* Trusted, confided in, confidential, faithful.

s. বিশ্বাস্ *s.* Trust, faith, confidence.

s. বিশ্বাসঘাতক্ *ep.* (from বিশ্বাস trust, and ঘাতক a destroyer) A traitor, a deceiver.

s. বিষয় *s.* An object, a subject, an affair, a circumstance.

s. বিষ্ণু *s. m.* *Vishnu,* the Deity in his character of Preserver, or the vivifying energy of the Divinity personified.

s. বিসম্বাদ *s.* Disappointment, contradiction, disagreement.

s. বিস্তর *adj.* Much, most, many, very.

s. বিস্তার *s.* Amplification, detail, mention.

s. বিস্তারিত *pass. part.* Spread out, detailed; explanation, circumstances.

s. বিস্মিয় *v. intran.* Astonished, surprised, amazed.

s. বিস্ময় *s.* Surprise, astonishment.

s. বিহিত *past part.* [illegible] proper, suitable.

s. বীজ *s.* A seed, a germ, the first principle or cause of any thing.

s. বীজিত *pass. part.* Fanned.

s. বীর *s.* A hero.

s. বুঝিতে *v. tran.* (s. বোধিতুং) To understand, to comprehend, to think, to conceive.

s. বুদ্ধি *s.* Understanding, intellect.

s. বুদ্ধিমান্ *m.* } *poss.* (from বুদ্ধি intellect) Intelligent, wise.
s. বুদ্ধিমতী *f.* }

s. বুনিতে *v. tran.* (s. বপ্তুং) To sow seed. To weave.

s. বৃক্ষ *s.* A tree.

s. বৃত্তান্ত *s.* Tidings, intelligence, the circumstances of any thing; a tale, a story.

s. বৃথা *ind.* Useless, fruitless; in vain.

s. বৃদ্ধ *past part.* Increased, augmented, aged. *s.* An old man.

s. বৃদ্ধি *s.* An increase, an enlargement, augmentation.

s. বৃষ্টি *s.* Rain.

s. বৃহৎ } *adj.* Large, great.
বৃহদ্ }

s. বেড়াইতে *v. caus.* (from বেড়িতে) To cause to go round, to pace up and down.

s. বেত্তা *con. n.* Knowing, versed in, understanding.

s. বেদ *s.* The *Hindu* Scriptures. They are four, and are termed 1. *Itik,* 2. *Yajur,* 3. *Sáma,* and 4. *Atharva.*

s. বেদনা *s.* Pain, torment, agony.

s. বেশ *s.* Dress, decoration, disguise.

s. বেষ্টন *v. noun.* The act of surrounding, encompassing, winding round, rolling round, or entwining.

s. বেষ্টিত *pass. part.* Surrounded, enclosed.

s. বৈতালিক *con. n.* A bard whose office it is to awaken a chief or prince at dawn with musick or song; a conjurer.

s. বৈধব্য *abs. n.* (from বিধবা a widow) Widowhood.

s. বৈরি *adj.* Hostile, inimical. *s.* An enemy.

s. বোদ্ধা *con. n.* One who knows, shrewd, cautious, sensible.

s. বোধ্ *s.* Understanding, comprehension, wisdom.

s. ব্যক্ত *past part.* Evident, apparent, manifest.

s. ব্যক্তি *s.* An individual, a person.

s. ব্যঞ্জন্ *s.* Sauce, condiment.

s. ব্যতিরেক্ *ind.* Besides, without, except, saving.

s. ব্যথিত্ *pass. part.* Pained, hurt, distressed.

s. ব্যবসায়্ *s.* Exertion, occupation, business, trade, traffick.

s. ব্যবসায়ী *con. n.* (from ব্যবসায় a trade, &c.) Being of a trade or profession.

s. ব্যবহার্ *s.* Profession, business, usage, custom, behaviour; a contest.

s. ব্যয়্ *s.* Expenditure, expense, extravagance.

s. ব্যসন্ *s.* Ill luck, calamity, vice, debauchery.

s. ব্যস্ত *pass. part.* Confounded, confused, bewildered, agitated.

s. ব্যাকুল্ *adj.* Confounded, bewildered, perplexed, distressed (with fear).

s. ব্যাঘাত্ *s.* Obstacle, impediment, difficulty

s. ব্যাঘ্র *s.* A tiger.

s. ব্যাধ্ *s.* A hunter, a fowler, a sportsman.

s. ব্যাধি *s.* Sickness, disease in general.

s. ব্যাপার্ *s.* Occupation, business, practice.

s. ব্রত *s.* A vow, or self-imposed promise.

s. ব্রহ্মা *s. m.* *Brahmá*, the Deity in his character of Creator, or the plastick energy of the Divinity personified.

s. ব্রহ্মচর্য্য *s.* (from ব্রহ্ম divinity, and চর্য্য practice) The practice or devotion of a student in theology.

s. ব্রাহ্মণ্ *s* (from ব্রহ্মা *Brahma*, or from ব্রহ্ম the *Véda* or body of divinity; hence it implies in either case) A divine, a priest; a man of the first class.

ভ

s. ভক্ষণ্ *v. noun* The act of eating.

s. ভক্ষ্য *adj.* Eatable.

s. ভগবান্ *s.* The divinity.

s. ভগ্ন *past part.* Broken, broken (in fortune), defeated, disregarded, despised.

s. ভঙ্গি *s.* A breach, a chasm, a fissure a fracture, a breaker or wave.

s. ভজন্ *v. noun.* The act of serving or adoring.

s. ভট্ট *adj.* Best, excellent. *s* A skilful person; a person who arranges matches, a bard, an encomiast.

s. ভবিতব্য *fut. part.* To be or become, likely to be, possible

s. ভয়্ *s.* Fear; danger.

s. ভয়ঙ্কর্ *adj.* Terrifick, frightful.

s. ভয়ানক্ *adj.* Frightful, formidable, terrifick.

s. ভরসা *s.* (from ভদ্র good, and আশা hope) Hope, dependance, reliance, trust.

s. ভর্ত্সনা *s.* Threat, menace, bravado.

s. ভক্ষণ্ *v. noun.* The act of eating.

s. ভাগ্ *s.* A part, a share, a portion. Used *in comp.* as in নিশাভাগে Night-time.

s. ভাগ্য *s.* Fortune, luck, fate.

s. ভাণ্ডার্ *s.* (s. ভাণ্ডাগার) A store-room, a magazine, a treasury.

s. ভাবনা *s.* Reflection, recollection, consideration, investigation, meditation.

s. ভাবিত্ *past part.* Thoughtful, pensive, melancholy, dejected

s. ভাবিতে *v. neut* (s. ভাবিতুং) To think, to meditate, to consider; to be thoughtful, to be pensive.

s. ভাবে *in comp.* Implying in the nature, thus শত্রুভাবে as a foe.

s. ভার্ *s.* A load, an official station.

s. ভার্য্যা *s.* A wife.

s. ভাল্ *adj.* (s. ভদ্র) Good, excellent, healthy, well. *ind.* Well, good.

s. ভালবাসা *s.* (from ভদ্র good, and বাসনা affection) Goodwill, affection, liking, love.

s. ভাল্লুক্ }
s. ভাল্লুক্ } *s.* A bear.

s. ভাষা *s.* Language, speech, dialect.

s. ভিন্ন *pass. part.* Pierced, broken, torn, rent, split, divided, separated. distinguished, other, different.

s. ভিতর্ *ind.* (s অভ্যন্তর) Within, inside.

s. ভীত্ *past part.* Frightened, terrified alarmed.

s. ভীরু *adj.* Fearful, timid. *in comp* Fearing as ধর্ম্মভীরু Fearing justice.

s. ভুজঙ্গ *s* A snake

s. ভুবন্ *s* A world, the world.

s. ভুলাইতে *v. caus.* (from ভুলিতে) To cause to err, to delude, to cajole

s. ভুলান *v. noun.* The causing to forget - the act of deluding, coaxing. or fascinating.

s. ভুলিতে *v. neut* (s. ভ্রমিতুং) To go astray, to err, to forget, to blunder.

s. ভূত *past part.* Been or become. *s.* An evil spirit; a demi-god of a particular class. One of the five elements, *viz* earth, fire, water, air, *or* or æther.

s. ভূপাল্ *s.* (from ভূ the earth, and পাল্ a protector) A king.

s. ভূমণ্ডল্ *s.* (from ভূ the earth, and মণ্ডল a globe) The earth, the world.

s. ভূমি *s.* The ground, earth, soil.

s. ভূষণ্ *s.* Ornament, embellishment.

s. ভূষিত্ *pass. part.* Adorned, decorated. dressed, bedecked.

s. ভৃত্য *s.* A servant.

s. ভেক্ *s.* A frog.

s. ভেকী s. A female frog.

s. ভেদ্ s. Separation, division.

s. ভোগ্ s. Eating, victuals; pleasure, enjoyment, passion or suffering; a share.

s. ভোগী con. n. An enjoyer, enjoying, possessing, suffering.

s. ভোজ্ The name of a sovereign of *Oujein*, who is supposed to have flourished about the end of the tenth century; he was a celebrated patron of learned men, and the Nine Gems, or poets, and philosophers, are often ascribed to his æra. *Wilson.*

s. ভোজন্ *v. noun.* The act of eating. s. Food.

s. ভৌতিক্ *adj.* (from ভূত an element and a sprite) Elemental, material. Relating or appertaining to evil spirits

s. ভ্রমণ্ *v. noun.* The act of wandering, roaming or making a tour.

s. ভ্রষ্ট *past part.* Fallen (from virtue), wicked, depraved.

s. ভ্রাতা s. A brother

ম

A. মখ্মল্ s. (مخمل) Velvet

s. মগ্ন *past part.* Plunged, dived, immersed, sunk, drowned.

s. মঙ্গল্ *adj.* Auspicious, propitious, good. s. The planet Mars.

s. মণি s. A gem, a jewel. *In comp.* it implies superiority.

s. মণ্ডল্ s. An orb, a sphere, a region, a district.

s. মত্ *mon.* In the manner, according to s. A sect, a persuasion.

s. মতী See মান্.

s. মতে *ind.* In the manner.

s. মদ্য s. Wine.

s. মধ্যক্ষীণ্ *ep.* (from মধ্য the waist, and ক্ষীণ slender) Slender-waisted.

s. মধ্যে *mon* In the middle or midst, in, among R. 326.

s. মন্ s. The heart; the mind.

s. মনুষ্য s. A man, man, mankind, a person of either sex. *adj.* Human.

s. মনুষ্যত্ব *abs. n.* Manliness, magnanimity.

s. মনে করিতে *v. tran.* To recollect

s. মনে হইতে *v. neut.* To occur to the mind.

s. মনোদুঃখ্ s. (from মনস্ the heart, and দুঃখ pain) Heart ache, anguish.

s. মনোদুঃখিত্ *ep.* Distressed in mind, vexed.

s. মনোনীত *ep.* (from মনস্ the mind, and নীত accepted, R. 397) Heart-approved, chosen, a choice, a wish; acceptable.

s. মনোবাঞ্ছা s (from মনস্ the heart, and বাঞ্ছা a wish, R.397) Heart's desire

s. মনোযোগ্ s. (from মনস্ the mind, and যোগ union, R.397) Attention, care, enthusiasm, zeal.

s. মনোহর্ *ep.* (from মনস্ the heart,

and হর seizing) Heart-ravishing, captivating, fascinating, pleasing, beautiful.

s. মন্ত Properly the plural of মান্ q. v. but often corruptly used for it.

s. মন্ত্র s. A mystical verse or incantation, a charm.

s. মন্ত্রণা s. Counsel, plan, device.

s. মন্ত্রী s. A minister, a counsellor.

s. মন্দ adj. Slow, dull, bad, inferior, vile.

s. মন্দির্ s. A temple.

A. মব্লগ্ (In Persian a s. مبلغ) A sum, ready money.

s. ময় m. } in comp. Added to a word
s. ময়ী fem. } it implies being made of, composed of, or filled with whatever the noun imports. R. 137.

A. ময়মূন্ adj. (میمون) Fortunate. Used as a proper name.

s. মরণ্ v. noun. The act of dying, death.

s. মরিতে v. neut. (s. মর্ত্তুং) To die, to perish, to expire, to cease.

s. মর্য্যাদক্ s. A person of consequence, a noble.

s. মলয়্ s. A mountain or mountainous range, from which the best sandal wood is brought, answering to the western *Ghâts* in the peninsula of India.

s. মস্তক্ s. The head.

s. মহৎ in comp. Great, large, bulky.

s. মহত্ত্ব abs. n. (from মহৎ great) Greatness, grandeur.

s. মহা adj. Great, large, bulky.

s. মহাজন্ s. (from মহা great, and জন a man) A merchant, a trader.

s. মহারাজা ep. (from মহা great, and রাজা a king) A great king. (The title of *Hindu* sovereigns and great men). *Voc.* মহারাজ্

s. মহাশয়্ ep. (from মহা great, and আশয় an object of regard) Magnanimous, liberal, munificent; (your) majesty, honour or worship, &c.

s. মহৌষধ s. (মহা great, and ঔষধ a drug) Garlick, long pepper, &c.

s. মাংস্ s. Flesh.

s. মাগিতে } v. tran. (s. মাংক্ষিতুং) To
s. মাঙ্গিতে } desire, to want, to require, to solicit, to beg, to pray, to sue.

U. মাঠ s. A plain, a meadow, pasture land.

s. মাতঃ Oh mother! (*the Sanscrit vocative of* মাতা a mother).

s. মাত্র ind. Merely, only, upon, on: much employed after the gerund, as আসিবামাত্র Upon coming. R. 250.

s. মাথ্ s. (s. মস্তক্) The head.

s. মান্ m. } Terminations subjoined
s. মতী fem. } to nouns to form pos-
s. মৎ in comp. } sessives. See Rule 120.

s. মানন্ abs. n. Confession.

s. মান্য fut. part. To be respected, respectable, venerable. s. Attention.

s. মানিতে v. tran. (s. মানিতুং) To

mind, to respect, to reverence, to regard, to assent to, to obey, to submit, to confess, to acknowledge.

s. মায়া *s.* Illusion, deceit, trick, juggling; natural affection, maternal tenderness.

s. মায়াবী *poss.* (from মায়া illusion, delusion) A magician, a juggler, a conjurer.

s. মারণ্ *v., noun.* The act of killing, slaughtering, striking, or hitting.

s. মারিতে *v. caus.* (from মরিতে) To cause to die, to slaughter, to strike, to hit, to beat.

s. মাস্ *s.* A month.

s. মিত্র *s.* A friend.

s. মিথ্যা *ind.* Falsely, untruly. *s.* Falsehood. *adj.* False.

s. মিলন্ *v. noun.* The act of meeting, mixing, uniting, or finding.

s. মিলিত্ *pass. part.* Joined to, united, mixed.

s. মিলাইতে *v. caus.* (from মিলিতে) To cause to meet, to re-unite, to reconcile.

s. মিষ্ট *pass. part.* Sprinkled. *adj.* Sweet, sugary.

s. মুক্ত *pass. part.* Liberated, freed, let loose, discharged. *s.* A pearl.

s. মুক্তি *s.* Liberation, the release of the soul from the body, final beatitude.

s. মুখ্ *s.* The mouth, the face.

s. মুখী *poss.* Having a face, faced. R. 120.

s. মুগ্ধ *past part.* Foolish, senseless, fascinated.

s. মুণ্ড *s.* The head.

s. মুণ্ডন্ *v. noun.* The act of shaving, shearing or cutting.

s. মুদ্রা *s.* A signet, a die, a stamp, coin, cash.

s. মূর্খ *adj.* Foolish, ignorant, stupid, idiotick. *s.* A blockhead.

s. মুষ্টি *s.* The clenched hand, the fist; a handful.

s. মূর্ত্তিমান্ *m.*
s. মূর্ত্তিমতী *fem.* } *poss.* (from মূর্ত্তি a form) Having a form or shape, personified.

s. মুহূর্ত্ত
s. মুহূর্ত্তেক } *s.* A moment, any short space of time. The thirtieth part of a day or forty-eight minutes, making a *Hindu* hour.

s. মূর্চ্ছিত্ *past part.* Fainted, fainting, swooning, insensible.

s. মূল্ *s.* A root; origin.

s. মূল্য *s.* Price, value, worth.

s. মৃগনয়ন্ *ep.* (from মৃগ a deer, and নয়ন an eye) Fawn-eyed.

s. মৃগয়া *s.* Hunting, the chace.

s. মৃত *past part.* Dead, deceased.

s. মৃত্তিকা *s.* Earth, clay, soil.

s. মৃত্যু *s.* Death.

s. ম্রিয়মাণ্ *pres. part.* Dying.

s. মেঘ্ *s.* A cloud.

s. মেধা *s.* Apprehension, conception, understanding; docility.

P. মোগোল্ *s.* (مغل) A moghul.

B. মোটে *ind.* In the gross, altogether.

s. মোদক্ *s.* A sort of sweetmeat.

s. মোহনী *s.* Magick, incantation.

s. মৌন্ *s.* Silence, taciturnity.

য

s. যখন্ *ind.* (from যে ক্ষণে) As soon as, when.

s. যৎ } *Sanscrit pron.* Who, which,
s. যদ্ } what. R. 180.

s. যত *ind.* (from যাবৎ) As much, as many.

s. যত্ন *s.* Endeavour, effort, exertion.

s. যৎপ্রযুক্ত (from যদ which, and প্রযুক্ত possessed) On which account, therefore.

s. যথার্থ *ind.* (from যথা as, and অর্থ signification) True, accurate, exact, properly.

s. যথেষ্ট *ep.* (from যথা as, and ইষ্ট wished) As is wished, sufficient, great, much. R. 130.

s. যথোচিত্ *ep.* (from যথা as, and উচিত fit, R. 130) As is fit, suitable, much.

s. যদর্থ *ind.* (from যদ্ and অর্থ cause) For the reason, because, for whatever.

s. যদর্থে *ind.* (from যদ which, and অর্থ intention) For which.

s. যদি *ind.* If.

s. যদ্যপি *ind.* (from যদি if, and অপি even) If, even if.

s. যবন্ *s.* *Yavan*, a Mahometan, a foreigner or barbarian. It anciently implied a Greek, and in this accords in sense and sound with the Hebrew יו Javan or Yavan of *Gen.* c. 10, v. 2.

s. যম *s.* Time personified as the regent of death; and, in mythology, he is represented as the judge and, sovereign of নরক or hell, where his capital is placed.

s. যমালয় *s.* (from যম্ the sovereign of hell, and আলয় abode) The Tartarean regions.

s. যশঃ *s.* Fame, glory, celebrity, reputation.

s. যষ্টি *s.* A staff, a stick.

s. যষ্ট্যাঘাত্ *s.* (যষ্টি a staff, and আঘাত a blow) A beating with a staff.

s. যাইতে *v. intran.* (s. যাতুং) To go, to depart.

s. যাওন } *v. noun.* The act of going or
s. যাওয়া } departing.

s. যাচ্ঞা *s.* A request, a solicitation, petition.

s. যাজদেশ্ *s.* (from যাজ sacrifice, and দেশ the land) That part of India in which the bráhmanical rites prevail, *viz. Bharata-Varsha*, or *Hindustan*.

s. যাত্রা *s.* March, departure, journey, procession, a festival, pilgrimage.

s. যাবৎ } ind. As much as, as many as,
যাবদ্ } as long as, as far as, whilst, until: the correlative of তাবৎ.

s. যাষ্টিক্ con. n. (from যষ্টি a staff or mace) A mace-bearer.

s. যাহা pron. (from s. যদ্) What, whatever, whichever.

s. যিনি pron. Who. R. 160.

s. যুদ্ধ past part. Fought. s. War, battle.

s. যুবা adj. Young, youthful. s. A youth.

s. যুবতী adj. fem. Young, youthful. s. A young woman.

s. যূথ্ s. A multitude, a herd, a flock.

s. যে pron. (s. যঃ) Who, which, what, whatever, that; saying.

s. যেমত্ }
s. যেমন্ } ind. In the manner, as, like.

s. যোগ্ s. Junction, joining, uniting.

s. যোগপাদুকা s. (from যোগ magick, and পাদুকা a slipper) An enchanted slipper, that carried the wearer wherever he wished.

s. যোগে ind. On the junction (of), at the commencement (of).

s. যোগী poss. (from s. যোগ penance) A devotee, one who performs the particular acts of meditation called *Yóga*, and hence supposed to have obtained supernatural powers, a magician, a conjuror.

s. যোগ্য fut. part. Fit to be joined, fit, proper, suitable, clever, skilful.

s. যোগ্যতা abs. n. (from যোগ্য clever) Cleverness, skilfulness, capability, worth.

s. যোদ্ধা con. n. A warriour, a combatant.

s. যোষিৎ s. A woman.

র

s. রক্ত pass. part. Coloured. adj. Red. s. Blood.

s. রক্ষক্ con. n. What preserves, preserving, a guard, a sentinel.

s. রক্ষণ্ v. noun. The act of preserving or protecting.

s. রক্ষণীয় fut. part. To be preserved, fit or capable to be preserved, defensible.

s. রক্ষা s. Preservation, protection.

s. রক্ষাকর্ত্তা cp. (from রক্ষা preservation, and কর্ত্তা a maker) A preserver, a protector.

s. রক্ষিত্ pass. part. Preserved, protected defended.

s. রজনী s. The night.

s. রজ্জু s. A rope, a cord, a tie, a string.

s. রণ্ s. War, battle.

s. রণভূমি s. (from রণ battle, and ভূমি any scite) A field of battle.

s. রত্নাকর্ s. (from রত্ন a gem, and আকর a mine) The ocean.

s. রব্ s. Any cry or sound, the crowing of a cock, a rumour.

s. রস্ s. Flavour, taste, either real or metaphorical; feeling or sentiment.

s. রহিত্ *pass. part.* Left, quitted, abandoned, quitted, void of.

B. রহিতে *v. intran.* To remain, to dwell, to continue, to be, to wait.

s. রাক্ষস্ *s.* A demon, a fiend, an ogre.

s. রাখিতে *v. tran.* (from s. রক্ষ্) To defend, to guard, to keep, to save, to place, to fix. R. 281.

s. রাজ্ Employed as the first member of compound for রাজের্ of a king, as in রাজপুত্র the son of a king; *adj.* Royal.

s. রাজ্কন্যা *s.* (from রাজ a king, and কন্যা a daughter) A king's daughter, a princess.

s. রাজ্কর্ম্ম *s.* (from রাজ্ a king, and কর্ম্ম a duty) The kingly office, the royal duties.

s. রাজকীয় *adj.* Royal, kingly.

s. রাজ্কুমার্ *s.* (from রাজ a king, and কুমার a boy) A king's son, a prince.

s. রাজ্দণ্ড *s.* (from রাজ a king, and দণ্ড A staff or punishment) Punishment inflicted by a king. A sceptre.

s. রাজ্ধর্ম্ম *s.* (from রাজ a king, and ধর্ম্ম duty) The royal duties.

s. রাজ্ধানী *s.* A royal city, a capital, a metropolis.

s. রাজ্নন্দন্ *s.* (from রাজ a king, and নন্দন a son) A king's son, a prince.

s. রাজ্নিবেদক্ *ep.* An officer whose peculiar duty is to announce any business to the king.

s. রাজ্পুত্ *s.* }
s. রাজ্পুত্র *s.* } (from রাজ্ a king, and পুত্র a son) A king's son; a man of the military class.

s. রাজ্পুত্রী *s.* (from রাজ্ a king, and পুত্রী a daughter) A king's daughter, a princess.

s. রাজ্বাটী *s.* (from রাজ a king, and বাটী a house) A royal palace.

s. রাজ্লক্ষ্মী *s.* (from রাজ a king, and লক্ষ্মী Fortune) The king's fortune, either in a descriptive or personified sense.

s. রাজ্সভাস্থ *ep.* (from রাজ a king, সভা an assembly, and স্থ abiding) A courtier.

s. রাজ্সমভিব্যাহৃত *ep.* (from রাজ্ a king, and সমভিব্যাহৃত surrounded) A king's attendant, a courtier.

s. রাজ্সিংহাসন্ *s.* (from রাজ a king, and সিংহাসন্ a throne) The royal throne.

s. রাজা *s.* A king. *voc.* রাজন্.

s. রাজাজ্ঞা *s.* (from রাজ a king, and আজ্ঞা an order) The king's commands, the royal pleasure.

s. রাজাধিরাজ্ *ep.* (রাজা a king, অধি over, and রাজ a king) A King of kings, an emperor.

s. রাজ্ঞী *s.* A queen.

s. রাজ্য *s.* A kingdom, a government.

s. রাত্রি *s.* Night.

s. রাত্রিযোগে *ind.* (from রাত্রি night, and যোগে on the junction) Nightfall.

s. রায় *s.* (s. রাজা) A king, a prince.

s. রীত্ *s.* (s. রীতি) Usage, custom, manner, conduct.

s. রুটী *s.* (s. রোটী) Bread.

s. রুধির্ *s.* Blood.

s. রূপ্ *s.* Form, figure, beauty, manner, way, mode. *in comp.* Like, resembling, as পিতারূপ like his father.

s. রূপবান্ *m.* } *poss.* Well-formed,
s. রূপবতী *fem.* } beautiful, handsome.

s. রূপ্য *s.* Silver.

s. রে A vocative particle used in contempt or defiance, doubled occasinally, as রেরে

s. রোদন্ *v. noun.* The act of weeping or crying.

s. রোধ্ *s.* Hindrance, blocking up, surrounding, a blockade.

ল

s. লইতে *v. tran.* (s. লাভুং) To take, to accept, to receive, to assent.

s. লক্ষ *s.* A lack *i. e.* 100,000.

s. লক্ষণ্ *s.* A mark, a spot, an indication.

s. লক্ষ্মী *s.* Wealth, success, prosperity; (and in its personified sense) the wife of *Vishnu*, and goddess of wealth and property, *viz.* Fortune.

s. লঙ্ঘন্ *v. noun.* The act of leaping, striding, jumping, over-stepping, infringing, or transgressing.

s. লজ্জা *s.* Shame, modesty, bashfulness.

s. লজ্জান্বিত্ *cp.* (from লজ্জা shame, and অন্বিত endowed) Modest, bashful, ashamed.

s. লজ্জিত্ *past part.* Ashamed, abashed, modest, bashful.

s. লতা *s.* A creeper or parasitick plant in general.

s. লবণ্ *s.* Salt.

s. লব্ধ *pass. part.* Obtained, acquired, got

s. লভ্য *fut. part.* To be gained, obtainable, attainable, advantage, profit.

s. ললাট্ *s.* The forehead; fate, destiny (because it is conceived to be imprinted on every man's forehead).

s. লাগিতে *v. neut.* (s. লগিতুং) To be engaged in, to be attached, to join, to begin, to be fixed, to suit, to touch, to hit.

s. লাবণ্য *abs. n.* (from লবণ্ salt, R 422) Saltness, savouriness, beauty.

s. লাভ্ *s.* Gain, profit, acquisition.

s. লিখিত্ *pass. part.* Written, recorded, delineated, drawn, painted. *s.* A writing.

s. লিপি *s.* A writing, an epistle, a letter

s. লীন *pass. part.* Melted, dissolved, fused. Embraced.

s. লুপ্ত *pass. part.* Cut off, obliterated, vanished.

s. লোক্ *s.* People, the world. *in comp.* A human being, as স্ত্রীলোক্ a wo-

man: or a region, as দেবলোক্ The region of the gods. R. 76.

s. লোকতঃ *ind.* (from লোক people) Popularly.

s. লোভ্ s. Covetousness, cupidity, greediness.

s. লোহময় *m.* } *adj.* (from লোহা
s. লোহময়ী *fem.* } Iron) made of Iron.

শ

s. শক্ত *past part.* Able, capable, strong, powerful.

s. শক্তি s. Power, strength, energy, the energy or active power of a deity personified as his wife.

শঙ্কা s. Fear, dread, terrour, timidity, shame.

s. শত্ *adj.* A hundred

শত্রু s. An enemy, a foe, an adversary.

শব্দ s. Any sound, a word, a voice.

s. শয়ন্ *v. noun.* The act of sleeping or reposing.

s. শয্যা s. A bed, a couch, a sopha.

s. শরণ্ s. The act of protecting, preserving, or defending.

শরণাপন্ন *cp.* (from শরণ্ protection, and আপন্ন obtained) A refugee, sheltered.

s. শরীর্ s. The body, the person.

s. শর্ম্মা s. Happy, a name or appellation common to and proper for *Bráhmans.*

s. শল্য s. A javelin, a dart.

s. শশিমুখী *cp.* (from শশি the moon, and মুখী having a face) Moon-faced beautiful.

s. শশী *poss* (from শশ a hare) The moon

s. শস্ত্র s. Any weapon

s. শস্ত্রবিদ্যা s (from শস্ত্র a weapon and বিদ্যা knowledge) The science of arms.

s. শস্য s. Grain, fruit, a kernel

s. শান্তি s. Quiet, tranquility, rest, remission, serenity.

s. শালী *in comp.* Possessing, having

s. শাসন্ *v. noun.* The act of governing, ruling, subduing, or subjecting Government, discipline.

s. শাস্ত্র s. An ordinance; a science, Scripture.

s. শাস্ত্রতঃ *ind.* By the Scriptures, divinely, legally.

s. শাস্ত্রবিদ্যা s. (from শাস্ত্র Scripture, and বিদ্যা knowledge) Literature

s. শাস্ত্রোক্ত *cp* (শাস্ত্র the Scriptures, and উক্ত spoken) Ordained or revealed in the Scriptures.

s. শিক্ষা s. Instruction, learning, study.

s. শিক্ষাগুরু s. (from শিক্ষা learning, and গুরু a preceptor) A teacher.

s. শিক্ষিত্ *pass. part.* Instructed, taught, trained, clever, skilful.

s. শিখর্ s. The peak of a mountain, the top of a tree.

s. শিরঃ *s.* The head.

s. শিরশ্ছেদন্ *s.* (শিরঃ The head, and ছেদন cutting) Decapitation.

s. শিল্প *s.* An art, any manual or mechanical art.

s. শিল্পকার্ *s.* (from শিল্প an art, and কার a maker) A mechanician.

শিষ্ট *pass. part.* Distinguished, excellent, polite, obedient, docile, manageable, good.

s. শীঘ্র *adj.* Quick, speedy *ind.* Quickly, speedily.

s. শীঘ্রগামী *ep. m.* (from শীঘ্র quick, and গামী going) Going quick or expeditiously.

s. শীঘ্রতা *abs. n.* Quickness, celerity, hurry.

শীল্ *s.* Disposition, nature, quality. *in comp.* Endowed with.

s. শুক্ *s.* A parrot.

s. শুনাইতে *v. caus.* (from শুনিতে) To cause to hear, to relate, to mention, to recite.

s. শুনিতে *v. tran.* (s. শ্রবিতুং) To hear, to listen.

s. শুভাশুভ্ *s.* (from শুভ good fortune, and অশুভ bad fortune) Prosperity and decline.

s. শুষ্ক *adj.* Dry, dried.

s. শূর্ *adj.* Brave. *s.* A hero.

শূরত্ব *abs. n.* (from শূর brave) Bravery, heroism.

s. শূল্ *s.* A spear, a pike, a spit, a sharp instrument upon which criminals are impaled; a sharp pain, such as belly-ache, cholick, &c.

s. শেষ্ *s.* End, conclusion, finish, leavings.

s. শেষে *ind.* In fine, finally, at last.

s. শোভা *s.* Light, lustre, radiance, splendour.

s. শোভিত্ *pa t part.* Illuminated, resplendant, shining.

s. শৌর্য্য *abs. n.* (from শূর a hero) Heroism, valour.

s. শ্বশুর্ *s.* A wife or husband's father or father-in-law.

s. শ্বেতচ্ছত্র *s.* (from শ্বেত white, and ছত্র an umbrella) The white canopy (an emblem of royalty).

s. শ্রবণ্ *v. noun.* The act of hearing. The ear.

s. শ্রম্ *s.* Labour, exertion, weariness, fatigue.

s. শ্রান্ত *past part.* Wearied, fatigued, quieted, calm, tranquil.

s. শ্রী *s.* The goddess *Lakshmi*, the wife of *Vishnu*, and deity of plenty and prosperity. It is likewise prefixed to proper names to imply reverence or respect. See R. 6.

s. শ্রেষ্ঠ *adj.* Best, excellent, most excellent, pre-eminent.

ষ

s. ষষ্ঠ *adj.* The sixth.

s. ষষ্টি *s.* Sixty.

স

s. স *prep.* for সহ with. R. 123 and 296.

s. সংগ্রহ *s.* A collection, a compilation.

s. সংগ্রাম্ *s.* Battle, war.

s. সংতুষ্ট *past part.* Delighted, pleased.

s. সংপ্রতি *ind.* (Correctly. সম্প্রতি) Now, at present, at this time.

s. সংবাদ *s.* Communication of intelligence or news.

s. সংযুক্ত *past part.* Joined with, connected, united.

s. সংযোগ্ *s.* A joining together. Conjunction, contact, cohesion, union, preparation.

s. সংরক্ষণ্ *v. noun.* The act of preserving, guarding or protecting.

s. সংলগ্ন *past part.* Fixed, joined, attached, connected, united.

s. সংশয়্ *s.* Doubt, uncertainty.

s. সংসার্ *s.* The world.

s. সংস্থাপন্ *v. noun.* The act of defending, protecting, establishing or fixing.

s. সংহার্ *s.* Destruction, murder; a collection, an assemblage.

s. সকল্ *adj.* All, the whole, entire.

s. সক্রোধ *adj.* (from স with, and ক্রোধ anger) Angry, wrathful.

s. সঙ্গে *mon.* In company, along with.

s. সচিব্ *s.* A friend, a companion. A minister, a counsellor.

s. সঞ্চয় *s.* A heap, a hoard, a collection, a quantity.

s. সৎ } *pres. part.* Being; good, virtuous, true. *s.* A good man.
s. সদ্ }

s. সৎকথক্ *con. n.* (from সৎ good, and কথক a speaker) An eloquent person.

s. সতিত্ব *abs. n.* (from *fem.* সতী chaste) Chastity, truth.

s. সতীপুত্র *ep.* (from সতী a virtuous woman, and পুত্র a son) The son of a virtuous woman.

s. সত্য *s.* Truth.

s. সত্যতা *abs. n.* Veracity.

s. সত্যপ্রতিজ্ঞতা *s.* (সত্য truth, and প্রতিজ্ঞা a promise) The state of being pledged to truth.

s. সত্যবাদী *m.* } (from সত্য truth, and বাদী speaking) Speaking truth, veracious.
s. সত্যবাদিনী *fem.* }

s. সত্যবীর্ *s.* (from সত্য truth, and বীর a hero) A man of heroick qualities who is devoted to truth.

s. সত্যসন্ধ *adj.* (সত্য truth, and সন্ধ holding) Holding to truth, veracious.

s. সদ্বিদ্যা *s.* (সৎ good, and বিদ্যা knowledge) Salutary knowledge, holy knowledge.

s. সন্ততি *s.* Offspring, progeny, a child.

s. সন্তান্ *s.* Offspring, progeny, a child.

s. সন্দেহ *s.* Doubt, uncertainty.

. সন্ধান্ *s.* Intimation, knowledge or ascertainment of anything, discovery.

. সন্ধ্যা *s.* Twilight (either morning or evening).

. সন্নাহ *s.* Armour, mail, either of iron or thick quilted cotton.

. সন্নিধানে *mon.* In the vicinity, near.

. সন্নিধিবর্ত্তী *ep.* (from সন্নিধি proximity, and বর্ত্তী being) Close to, near.

. সন্ন্যাসী *poss.* (from সন্ন্যাস Abandonment of temporal concerns) The *Bráhman* of the fourth order, the religious mendicant, an ascetick, a devotee.

. সপ্তম্ *adj.* Seven.

. সপ্তাহ *s.* (from সপ্ত seven, and অহন্ a day) A week.

. সব্ *adj.* (s. সর্ব্ব) All, every, the whole, total.

. সভা *s.* An assembly, a meeting.

. সভাসৎ *ep.* } (from সভা an assem-
. সভাস্থ *ep.* } bly, and সৎ being, or স্থ abiding) A companion of a great man, a member of an assembly or council.

. সভ্য *adj.* Pertaining to an assembly. *s.* An assistant at an assembly.

সমভিব্যাহৃত *pass. part.* Surrounded, attended, waited upon, a dependant, retinue.

সময় *s.* Time, season, period.

সমর্ *s.* War, battle, conflict.

s. সমর্পণ *v. noun.* The act of consigning, or giving in charge.

s. সমস্ত *adj.* All, the whole, entire, complete.

s. সমাগম্ *s.* Arrival, approach, conjunction, union.

s. সমাচার্ *s.* News, tidings, intelligence.

s. সমান্ *adj.* Same, equal, uniform, like, similar, common.

s. সমাপ্ত *past part.* Finished, concluded, ended.

s. সমাপ্তি *s.* Completion, end, conclusion.

s. সমীপে *mon.* In the presence or vicinity (of), near.

s. সমুদায় *s.* A heap, a quantity. *ind.* The whole, all, the entire.

s. সমুদ্র *s.* The ocean, the sea.

s. সমূহ *s.* The entire, assemblage, quantity.

s. সম্পত্তি *s.* Prosperity, success, increase of wealth, power, or happiness.

s. সম্প্রতি *ind.* Now, at present, at this time.

s. সম্বন্ধ *s.* Connexion, affinity; the genitive case.

s. সম্বুল্ *s.* (سنبل) Spikenard.

s. সম্বর্দ্ধনা *s.* Augmentation, increase, rewarding, cherishing, hospitable treatment.

s. সম্বাদ্ s. (properly সংবাদ্ q. v.) Intelligence, information, news.

s. সম্ভূত past part. Produced, born.

s. সম্ভ্রম্ s. Reverence, respect, honour.

s. সম্মত্ past part. Agreed to, consented to, acquiesced in.

s. সম্মান্ s. Respect, esteem, dignity, rank, promotion.

s. সম্মুখ্ adj. Fronting, facing.

s. সম্মুখে ind. In the presence (of), before.

p. সয়্দাগর্ s. (سوداگر) A merchant.

s. সরোবর্ s. A lake or large pond.

s. সর্প s. A snake, a serpent.

s. সর্ব্ব adj. All, the whole, the entire.

s. সর্ব্বকর্ত্তা ep. (from সর্ব্ব all, and কর্ত্তা a maker) The maker of all things, the Creator.

s. সর্ব্বদা ind. Always, at all times. R. 347.

s. সর্ব্বক্ষণ্ } ind. (from সর্ব্ব all, and
s. সর্ব্বক্ষণে } ক্ষণ a moment) At all times, always.

s. সর্ব্বত্র ind. Every where. R. 346.

s. সর্ব্বাগ্রে ind. (সর্ব্ব all, and অগ্রে in front) Before all.

s. সর্ব্বাঙ্গ s. (from সর্ব্ব all, and অঙ্গ the body, a limb) The whole body, from head-to-foot.

s. সর্ষপ্ s. Mustard seed, a weight equivalent to a grain of mustard seed.

s. সলিল্ s. Water.

s. সল্লোক্ s. (সৎ good, and লোক a person. See R. 402.) Respectable people, gentlefolk.

s. সহকার্ s. Assistance, aid, help.

s. সহকারিতা abs. n. (from সহকারী a helpmate) Assistance, aid, kindness, patronage.

s. সহকৃত adj. (from সহ with, and কৃত made) Joined with, connected, associated, blended, compounded.

s. সশরীরে ind. (from স with and শরীর person. R. 296) In person.

s. সস্ত্রীক্ adj. (from স with, and স্ত্রী a wife. See R. 123 and 296) Accompanied by a wife.

s. সহগমন্ v. noun. (সহ with, and গমন্ going) The act of a widow burning herself *with* her husband's body. It is opposed to অনুগমন্ which implies the act of burning herself *subsequently*.

s. সহগামিনী ep. fem. A woman who burns herself with her husband's body.

s. সহজ adj. (from সহ with, and জ born) Born with, innate, inherent, natural, easy.

p. সহর্ s. (شهر) A city.

s. সহস্র adj. A thousand.

s. সহস্রসহস্র ind. Thousands upon thousands. s. A million.

s. সহিত্ adj. Accompanied. ind. Together with, with.

s. সহিষ্ণু *adj.* Patient, enduring, resigned.

s. সহোদর্ s. A full brother (or one having the same father and mother).

s. সাক্ষাৎ } *ind.* In the presence (of),
s. সাক্ষাতে } before; evidently.

s. সাক্ষাৎকারে *mon.* In the presence (of), before, in sight.

s. সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার্ (from সাক্ষাৎ evidently, ধর্ম্ম justice, and অবতার a descent or incarnation) The personified incarnation of justice.

s. সাক্ষী *m.* } *con. n.* Witnessing, see-
s. সাক্ষিনী *fem.* } ing, an eye-witness.

s. সার্দ্ধ s. (from স with, and অর্দ্ধ a part, R. 296) Completion, finish, end.

p. সাজা s. (سزا) Correction, punishment, retribution.

s. সাজাইতে *v. caus.* (from সাজিতে) To cause to fit, to arrange, to adjust, to prepare, to adorn, to equip, to accoutre, to harness, to put in order.

s. সাজিতে *v. intran* (s. সজ্জিভূ) To fit, to become, to be prepared.

s. সাত্ *adj.* (s. সপ্ত) Seven.

s. সাত্ত্বিক্ *adj.* (from সত্ত্ব Goodness. R. 428) Good, amiable, benevolent, pure, pertaining to the best qualities of man.

s. সাটী s. (s. শাটী) A petticoat.

s. সাধু *ind.* An exclamation of approbation. Bravo! Admirable!

s. সাধু *m.* } Good, pious, pure, vir-
s. সাধ্বী *fem.* } tuous.

s. সাধ্বী s. A virtuous wife.

s. সাধ্য *fut. part.* To be accomplished, possible; power.

s. সাবধান্ *adj.* (from স with, and অবধান care. R. 296) Careful, attentive, circumspect, vigilant. *s.* Caution, vigilance.

s. সাবধানী *poss.* (from সাবধান caution) Cautious, careful, discreet.

s. সাবধানে *ind.* Carefully, cautiously, vigilantly.

s. সামগ্রী s. Any kind of property, baggage, furniture, goods, chattels.

s. সামর্থ্য *abs. n.* (from সমর্থ able) Ability, power, strength, vigour.

s. সামান্য *adj.* (from সমান্ common) Universal, common, not special, of the lower class of people.

s. সামুদ্রিক্ s. (from সামুদ্র a spot or mole) An interpreter of good or evil fortune by spots on the body.

s. সার্ s. The heart, the pith or marrow of any thing, the essence or best of any thing.

s. সারী s. A species of jay (Gracula religiosa).

s. সার্দ্ধ *adj.* (from স with, and অর্দ্ধ a half) With a half. If put before any number under a hundred it implies that number and the half of one of its units;

but if put before a hundred or a thousand, it implies either of these and its half. See R. 361 and 362.

s. সালঙ্কার্ *adj.* (from স with, and অলঙ্কার ornaments. R. 296) Ornamented, adorned with jewels.

s. সাহায্য *abs. n.* (from সহায় a friend) Friendship, fellowship, aid, alliance.

s. সিংহ *s.* A lion. The sign Leo. *in comp.* Pre-eminent.

s. সিংহাসন্ *s.* (from সিংহ a lion, and আসন্ a seat) A throne.

s. সিংহনাদ্ *s.* (from সিংহ a lion, and নাদ a cry) The shout or cheering on making an attack.

s. সিদ্ধ *pass. part.* Accomplished, obtained, realised.

s. সিঁধ *s.* (from s. সন্ধি) A mine, a hollow, a breach.

P. সীপায় *s.* (سپاهي) A soldier.

s. সু *prep.* Fit, proper, excellent, good, beautiful, kind, easy, pleasing, very, &c. See R. 316.

s. সুখ্ *s.* Pleasure, happiness, delight.

s. সুখী *poss.* (from সুখ pleasure) Having pleasure, pleased, happy, content.

s. সুড়ঙ্গ *s.* (s. সুরঙ্গ) A cavity, a hole, a mined way.

s. সুত্ *s.* A son.

s. সুতা *s.* A daughter.

s. সুদ্ধ *adj* (s. শুদ্ধ corrected?) Together with, altogether.

s. সুন্দর্ *m.*
s. সুন্দরী *fem.* } *adj.* Beautiful, handsome.

s. সুবর্ণ *s.* Gold.

s. সুবোধ *adj.* Intelligent, wise, cunning.

s. সুলক্ষণ্ *s.* An auspicious mark, sign, or omen.

A. সুল্তান্ *s.* (سلطان) A sultan, king.

s. সুশীতল্ *adj.* (from সু very, শীতল cold) Very cold, deliciously cool.

s. সুস্থ *adj.* Being at ease, composed in mind, tranquil, quiet, well, in health.

s. সূচক্ *con. n.* Indicating, forewarning, making known; a spy, an informer, a scoundrel.

s. সূত্রধর্ *s.* A carpenter.

s. সূপকার্ *s.* (from সূপ sauce, and কার a maker) A cook.

s. সূর্য্য *s.* The sun.

s. সূর্য্যমুখী *ep.* (from সূর্য্য the sun, and মুখী faced) Sun-faced, beautiful, lovely.

s. সৃষ্টি *s.* Creation.

s. সৃষ্টিকর্ত্তা *s.* (from সৃষ্টি creation, and কর্ত্তা the maker) The Creator.

s. সেই *pron.* (s. সঃ) That, he, she, it. R. 63 and 152.

s. সেখানকা *adj.* Of that place.

s. সেনা *s.* An army.

s. সেনাপতি *s.* (from সেনা an army, and পতি a lord) The commander of an army, a general.

s. সেবন্ *v. noun.* The act of attending

upon, serving, and administering medicines.

s. সেবা s. Service (either to God or man).

s. সেলাই s. (from সীবন) Sewing, stitching.

s. সৈন্য s. An army.

s. সৈন্যসামন্ত s. Military equipage.

s. সৌন্দর্য্য abs. n. (from সুন্দর beautiful. R. 422.) Beauty.

s. স্কন্ধ s. The shoulder; the trunk of a tree.

s. স্খলন্ v. noun. The act of falling, tumbling, tripping, or stumbling, a falling from virtue.

s. স্তব্ s. Praise, eulogium.

s. স্তম্ভন্ v. noun. The act of stopping, obstructing, or hindering.

s. স্তুতি s. Praise, eulogy.

s. স্ত্রী s. A female, feminine, a woman.

s. স্ত্রীজাতি s. (from স্ত্রী a female, and জাতি a class) The female sex.

s. স্ত্রীলোক্ s. (from স্ত্রী a woman, and লোক a person) A woman. R. 76.

s. স্থ in comp. Standing, abiding, living, being.

s. স্থাতে mon. In the state (of).

s. স্থান্ s. A place, a spot, a scite, a situation, a dwelling.

s. স্থানে mon. In the place, from, to.

s. স্থাপিত্ pass. part. Caused to stay, deposited, established, erected, founded, ordained, decreed, fixed, steady, ascertained.

s. স্থায়ী adj. Stationary, permanent, continual.

s. স্থিত্ past part. Stood, remained, situated, stayed, stopped, standing, fixed, determined, agreed upon. s. Assets.

s. স্থির্ adj. Fixed, steady, determined, immovable, quiet, quiescent, placid.

s. স্নান্ s. Bathing, ablution.

s. স্পর্দ্ধা s. Arrogant display of superiority, braving, daring.

s. স্ফুটিত্ past part. Budded, blown, expanded.

s. স্ফুরিত্ past part. Exposed, bared, out-stretched.

s. স্ব adj. Own. s. Self

s. স্বকীয় adj. Belonging to self, own.

s. স্বচ্ছন্দ্ adj. (from স্ব own, and ছন্দ inclination) Unopposed, voluntary, spontaneous, contented, happy.

s. স্বজন্ s. (from স্ব own, and জন্ a person) Family, dependants.

s. স্বত্ব abs. n. (from স্ব own, R. 421) Self-existence, own right or property.

s. স্বপ্ন s. Sleep, a dream.

s. স্ববশ্ adj. (from স্ব own, and বশ will) Having free will, being a free agent.

s. স্বভাব্ s. (from স্ব own, and ভাব nature of any thing) Nature, natural state, property, natural disposition.

s. স্বর্ s. A sound, a tune, a vowel.

s. স্বর্গ s. *Indra's* paradise, the residence of deified mortals and the gods, heaven.

s. স্বর্ণ s. Gold.

s. স্বর্ণকার্ s. (from স্বর্ণ gold, and কার a worker) A goldsmith.

s. স্বস্থান্ s. (from স্ব own, and স্থান place) A home, a residence.

s. স্বাভাবিক্ adj. (from স্বভাব own nature. R. 428) Natural, innate, inherent, peculiar.

s. স্বামী s. A lord, a master, a husband. *Voc* স্বামিন্

s. স্বীকার্ s. Assent, consent, promise, agreement.

s. স্বীকৃত্ pass. part. Acknowledged, assented to, accepted, agreed upon.

s. স্বীয় adj. Own, relating to one's self.

হ

s. হইতে v. neut. (from s. ভবিতুং) To be or become.

s. হওন্ } v. noun. The being Page 83
s. হওয়া }

s. হংস্ s. A swan, a goose.

s. হংসগমন্ ep. (from হংস a swan, and গমন motion. R. 143) Moving like a swan, graceful.

s. হঠাৎ ind. By force, unexpectedly, unawares, by surprise.

s. হত pass. part. Killed, destroyed, struck, hurt, injured.

s. হন্যমান্ pres. part. pass Being killed.

s. হস্ত s. The hand.

s. হস্তপ্রাপ্ত cp. (from হস্ত the hand, and প্রাপ্ত obtained. R. 129) Obtained, procured, acquired.

s. হস্তিনানগর্ s. Commonly called *Hastinápura*, the ancient Delhi, the capital of Yudhishthir and his brethren, the remains of which still exist, about 57 miles N. E. of the modern city, on the banks of the old channel of the Ganges *Wilson*

s. হস্তী poss. (from হস্ত a hand, Having a hand or trunk i. e. an elephant. R. 129).

A. হাকিম্ s. (حاکم) A ruler, a judge.

A. হাজির্ adj. (حاضر) Present, ready.

s. হাত্ s. (from s. হস্ত) The hand, a cubit.

s. হারাইতে v. caus. (from হারিতে) To cause to lose, to lose, to vanquish.

s. হারিতে v. tran. (from s. হারি defeat) To be defeated, to lose.

s. হাস্ } s. Laughter.
s. হাস্য }

s. হিংসা s. Injury, mischief.

s. হিংস্র adj. Noxious, hurtful, injurious, mischievous.

s. হিতকর্ম্ম s. (হিত well meant, and কর্ম্ম an action) Fidelity.

s. হিতেচ্ছা s. (হিত good, and ইচ্ছা desire). Goodwill, benevolence.

s. হীন pass. part. Deserted, abandoned, vile, deficient, destitute.

s. হূন s. A coin generally known by the name of *Pagoda*, and on an average worth about eight shillings.

s. হৃদয় s. The heart.

s. হৃষ্ট past part. Rejoiced, gladdened, delighted, pleased.

s. হেতু s. A cause, origin, motive.

s. হেতুক con. n. Relating to a cause, causative. *mon*. For the cause (of), for.

THE END

LONDON:
Printed by Cox and Baylis,
Great Queen Street

CORRECTIONS.

Page		line				
Page 3	line 19	*for*	ভর	*read*	ভয়
— 6	— 7	—	চেষ্ঠা	—	চেষ্টা
— 8	— 9	—	উড়িরা	—	উড়িয়া
— 12	— 13	—	তদুরূপ	—	তদ্রূপ
— 23	— 11	—	কঙ্কুর	—	কঙ্কর
— 28	— 19	—	বেশেগিয়া	—	বিশেগিয়া
— 30	— 3	—	কুক্কুত	—	কুক্কুট
— 40	— 3	—	বুদ্ধিগান	—	বুদ্ধিমান
— 48	— 11	—	দ্বায়া	—	দ্বারা
— 50	— 7	—	শয়ীর	—	শরীর
— 52	— 2	—	রথা	—	বথা
— 58	— 11	—	অভ্যান্তরে	—	অভ্যন্তরে
— 59	— 11	—	অভিষেকাথ	—	অভিষেকার্থ
— 60	9	—	শ্রেত	—	শ্বেত
— 63	— 1[illegible]	—	নিশ্চন্দ	—	নিস্পন্দ
— 70	— 16	—	দূর্গ	—	দুর্গ
— 70	— 19	—	ধনুর্গুনের	—	ধনুর্গুণের
— 73	— 19	—	প্রসাদ	—	প্রাসাদ
— 77	— 7	*omit*	ও	*between*	স্বর্ণ ও ছত্র
— 81	— 17	*for*	পীড়িত	*read*	পীড়িত
— 82	— 14	—	ডাকিয়া	—	ডাকিগা
— 117	— 16	—	eighteenth	—	eleventh
— 120	— 14	—	ditto	—	ditto
— 151	— 9	—	পরিপাত্তী	—	পরিপাটী
— 167	— 28	—	নিন্দ্রা	—	নিন্দা
— 171	— 2	—	পংহুচিতে	—	পঁহুচিতে
— 171	— 5	—	পংহুচাইতে	—	পঁহুচাইতে
— 179	— 13	—	বিস্ময় *v. intran.*	—	বিস্মিত *past part*

BY THE SAME AUTHOR

RUDIMENTS

OF

BENGÁLÍ GRAMMAR

In the Press

A DICTIONARY, BENGÁLÍ AND ENGLISH

UNDER THE PATRONAGE OF THE

HONOURABLE EAST-INDIA COMPANY